পরিচয়

৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত — সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক

New York Vol. 34, Issue 1697, Saturday, September 12, 2026 *FREE* www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বাতিলের মামলার সংখ্যা বাড়ছে

বিস্তারিত ১২ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ ব্রিকসের 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র' গৃহীত: জাতিসংঘ সংস্কার, যুদ্ধের নিন্দা ও নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের আহ্বান - ৫ম পাতায়

■ ওবামাকেয়ারে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ, ১০ লাখ নাগরিককে ৫০০ ডলার করে ফেরত দিচ্ছেন ট্রাম্প- ৮ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রকে কী অনুরোধ করেছে হুতিরা, জানালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প- ৯ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিমানবন্দরে টিকিট ছাড়াই টার্মিনালে প্রবেশের সুযোগ -১২তম পাতায়

■ মালয়েশিয়ায় অবৈধ বাংলাদেশিদের কঠোর সতর্কবার্তা -১৪ পাতায়

■ বাংলাদেশীদের ভাত খাওয়া কমেছে ২৫%, পাতে বাড়ছে ফল ও আমিষ-১৮তম পাতায়

■ মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা, অটিজম বিশেষজ্ঞ! যোগ্যতা নিয়ে মিথ্যা বলেন? আর্থিক দুর্নীতিতেও জড়িত হাসিনা-কন্যা? -১৮ পাতায়

■ ইউরোপের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে কানাডা -২২ পাতায়

নভেম্বরের নির্বাচনের আগে ইরান যুদ্ধ থামবে না, তেলের দামও কমবে না

জানিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নজরদারিতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান চায় জাতিসংঘ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NEVER FORGET
ALWAYS REMEMBER
FOREVER HONOR
9/11
A DAY OF REMEMBRANCE
Today, we remember the lives lost on September 11, 2001, honor the heroes who showed extraordinary courage, and stand with the families whose lives were forever changed.
SOME GAVE THEIR TOMORROWS FOR OUR TODAY
WE REMEMBER. WE HONOR. WE STAND TOGETHER.
SOME MOMENTS CHANGE THE WORLD FOREVER
COURAGE
SACRIFICE
UNITY
HOPE
A STRONGER TOMORROW
UNITED WE STAND

পরিচয়

কে কি বললেন

● "আমি 'অনুশোচনা' শব্দটিতে বিশ্বাস করি না। তবে আপনি সবসময় নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন তুলতে পারেন।" - ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুতপ্ত কি না প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ আরও অন্তত ছয় মাস গড়াতে পারে - যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব লিওন পানেটা।

● মুসলিম আমেরিকানরা দেশটির সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ - লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত "জুইশ আমেরিকান" সামিটে সিনেটর অ্যাডাম শিফ

● মেয়র মামদানির উচিত ৯/১১-এর স্মরণানুষ্ঠান এড়িয়ে চলা - ইসলাম-বিরোধী ক্ষোভ প্রকাশের সময় নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানি

● গাড়ির লংমার্চ করে গ্যাস বা বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান করা গেলে বিএনপিই সবার আগে লংমার্চের আয়োজন করত - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

● 'দোষী পালায়, অপরাধী পালায়, চোর পালায়, লুটেরা পালায়। কোনো সৎ মানুষ পালায় না। সৎ মানুষ দেশে থাকে।'- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান।

● জুবায়ের রহমান চৌধুরী বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর আইনজীবীদের আয়-রোজগার কমে গেছে - বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি ও নোয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন

● বাংলাদেশে বিএনপি ক্ষমতায় আর বিদ্যুৎ-গ্যাসের সংকট হবে না, দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হবে না, সেটা হতে পারে না। - জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা

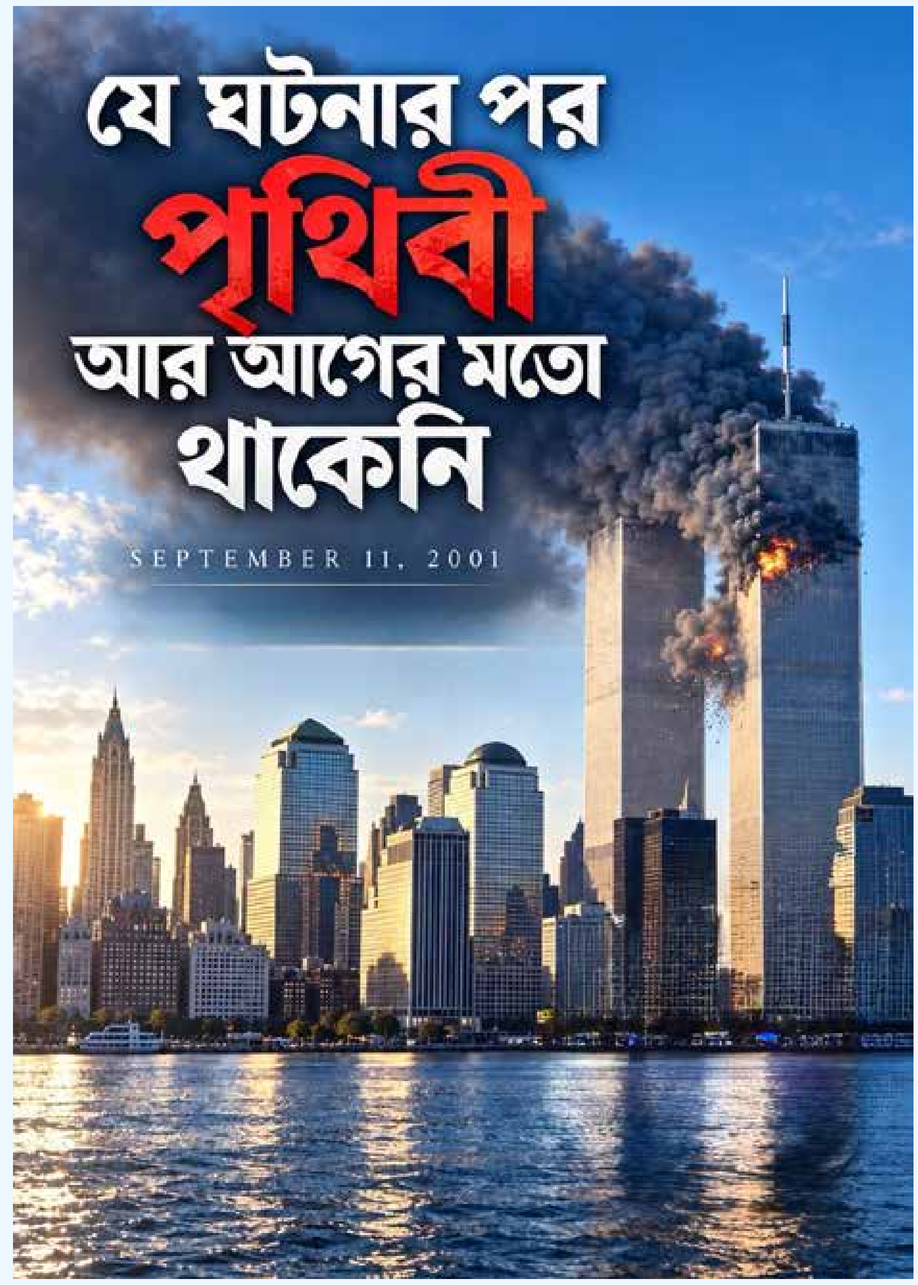

নজরুল মিন্টো: নিউইয়র্ক, বিশ্ব বাণিজ্যের রাজধানী। মঙ্গলবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। ঝকঝকে নীল আকাশ। কর্মব্যস্ত শহরে আর দশটা দিনের মতোই সকাল শুরু হয়েছে। সাবওয়ে থেকে মানুষ বেরিয়ে আসছে স্রোতের মতো। হলুদ ট্যাক্সি ছুটছে ম্যানহাটনের রাস্তায়। ফুটপাতের দোকানে কফির কাপ হাতে অফিসমুখী মানুষ। কেউ সন্তানকে স্কুলে দিয়ে কাজে যাচ্ছেন, কেউ মিটিং ধরতে ছুটছেন। কারও দুপুরে দেখা করার কথা, কারও সন্ধ্যায় জন্মদিন। কত মানুষের কত রকম পরিকল্পনা।

নিউইয়র্কের ব্যবসায়িক কেন্দ্রের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুই টাওয়ার। প্রতিদিনের মতো হাজার হাজার মানুষ ঢুকছেন সেখানে। কেউ জানেন না, তাঁদের মাথার ওপরের নীল আকাশে ইতিমধ্যে অন্য এক গল্প লেখা শুরু হয়ে গেছে।

সকাল ৮টা ৪৬ মিনিট। আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ১১ প্রচণ্ড গতিতে এসে ঢুকে পড়ল উত্তর টাওয়ারে। আগুন বেরিয়ে এল ভবনের অন্য পাশ দিয়ে। প্রথম কয়েক মিনিট অনেকেই ভেবেছিলেন ভয়াবহ কোনো বিমান দুর্ঘটনা।

ঠিক ১৭ মিনিট পর ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ১৭৫ দক্ষিণ টাওয়ারে আঘাত করল। দ্বিতীয় আঘাতটি সরাসরি টেলিভিশনে দেখল পৃথিবী। এরপর পেন্টাগন। তারপর পেনসিলভানিয়া। চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টায় প্রায় তিন হাজার মানুষের জীবন শেষ।

এই গল্পের শুরু ১১ সেপ্টেম্বর নয়। এর অনেক পেছনে যেতে হয়। আফগানিস্তান, আশির দশক। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে তখন যুদ্ধ করছে আফগান মুজাহিদিনরা। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে মুসলিম তরুণেরা সেই যুদ্ধে যোগ দিতে আসছেন। তাঁদেরই একজন সৌদি আরবের ধনী নির্মাণ ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান ওসামা বিন লাদেন। বয়স মাত্র ২৩। যোদ্ধা হিসেবে নয়, শুরুতে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন অর্থ, লোকবল ও রসদ জোগাড়ের সংগঠক হিসেবে। পরে বিদেশি যোদ্ধাদের আফগানিস্তানে আনার একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। ১৯৮৮ সালের দিকে সেই নেটওয়ার্ক থেকেই জন্ম নেয় আল-কায়েদা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তানে পরাস্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব পাকিস্তানের মাধ্যমে মুজাহিদিনদের কাছে বিপুল অর্থ ও অস্ত্র পাঠায়। ঈওঅ অস্ত্র কিনে পাকিস্তানের হাতে দিত, আর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা সেগুলো বিভিন্ন আফগান গোষ্ঠীর মধ্যে বিলি করত।

মার্কিন সরকারি নথি ও পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা যায়, যে যুদ্ধ বিন লাদেনকে নেতা হয়ে ওঠার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল এবং যে যুদ্ধের ভেতর থেকে পরে আল-কায়েদার জন্ম, সেই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল যুক্তরাষ্ট্র। বিন লাদেনের উত্থানের পেছনে মার্কিন নীতি ও অর্থের বড় ভূমিকা ছিল।

সোভিয়েতরা চলে গেল। কিন্তু বিন লাদেনের যুদ্ধ শেষ হলো না। এবার তাঁর শত্রু হলো যুক্তরাষ্ট্র। সৌদি আরবে মার্কিন সেনার উপস্থিতি, মধ্যপ্রাচ্যে ওয়াশিংটনের নীতি এবং মুসলিম বিশ্বে মার্কিন প্রভাবকে সামনে রেখে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেন।

১৯৯৮ সালে মিসরীয় চিকিৎসক ও জঙ্গি সংগঠক আয়মান আল-জাওয়াহিরির সঙ্গে তিনি প্রকাশ্যে মার্কিন নাগরিক ও সেনাদের হত্যার আহ্বান জানান। এর কিছু আগে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কুয়েতি জঙ্গি খালিদ শেখ মোহাম্মদ বিন লাদেনের কাছে যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলার একটি পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন। ৯/১১ ঈড়সসরংংরড়হ-এর তথ্য অনুযায়ী, বিন লাদেন পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন, লক্ষ্য ও হামলাকারী বাছাইয়ে ভূমিকা রাখেন এবং অর্থের ব্যবস্থা করেন। তারপর আল-কায়েদার নেতৃত্বে বিমান ছিনতাই করে হামলার পরিকল্পনা এগিয়ে যায়।

২০০১ সালের গ্রীষ্মে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরগুলোতে একের পর এক সতর্কবার্তা

বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প যতদিন ক্ষমতায় আছেন, ততদিন চলতে পারে ইরান যুদ্ধ-ধারণা ভ্যান্স ও রুবিওর

পরিচয় ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ইরান যুদ্ধ চলতে পারে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার দাবি করছেন, যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে। তবে তার প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা তাকে জানিয়েছেন, তেহরান আরও কয়েক বছর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সামলাতে পারবে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এবং হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নিয়ন্ত্রণের কারণে বেড়ে যাওয়া জ্বালানির দাম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছে। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নভেম্বরের নির্বাচনের আগে ইরান যুদ্ধ থামবে না, তেলের দামও কমবে না

জানিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ইরানের সঙ্গে দেশটির যুদ্ধ শেষ হবে না বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, এর আগে তেলের দামও কমবে না।

মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গতকাল বুধবার টেক্সাসে রওনা হওয়ার আগে এ কথা বলেন ট্রাম্প।

ইরান যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি, নির্বাচনের পরপরই যুদ্ধ শেষ হবে। কারণ, তারা আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না।'

ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষে টেক্সাসে কোনো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ব্রিকসের 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র' গৃহীত: জাতিসংঘ সংস্কার, যুদ্ধের নিন্দা ও নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়েছে। ঘোষণাপত্রে 'সব ধরনের যুদ্ধ পদক্ষেপের' কঠোর সমালোচনা করার পাশাপাশি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদসহ (ইউএনএসসি) বিশ্বের বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের 'কাঠামোগত সংস্কারের' দাবি এবং সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য পরিচালনায় জোর দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত সম্মেলনের সমাপনী পর্বে জোটের এই যৌথ ঘোষণাপত্র উন্মোচন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সামরিক আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক জলসীমায় নাবিকদের সুরক্ষা এবং বাণিজ্যিক নৌচলাচল নিরাপদ রাখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ঘোষণাপত্রে।

নয়াদিল্লি ঘোষণায় আরও বলা হয়, ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ব্রিকস সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বাণিজ্য দিন দিন নিজস্ব মুদ্রায় পরিচালনা করা উচিত।

সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নজরদারিতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান চায় জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নজরদারির জন্য একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি। জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের অধিবেশনে এসব বলেন ফলকার টুর্ক।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর স্বাধীন নজরদারি প্রতিষ্ঠানের আহ্বান ফলকার টুর্কের

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নজরদারির জন্য একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

নির্দিষ্ট কিছু প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির কারণেই দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনে যাননি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী - ভারতে হাইকমিশনার হামিদুল্লাহ

পরিচয় ডেস্ক: কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারতে গিয়ে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি বলে জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে হাইকমিশনার স্পষ্ট করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত না হওয়া মানেই ব্রিকসের আমন্ত্রণকে সোজাসাপটা প্রত্যাখ্যান করা নয়। তিনি জানান, এই সফরকে কেন্দ্র করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলেছে।

হাইকমিশনার বলেন, 'আমার মনে হয় শুধু *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বাংলাদেশের আগুনঝরা দিনের মহাপুরুষ
আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার মেহেনতি জনগণের অন্যতম সারথী
সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াকু মানুষের দিশারী মজলুম জননেতা

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র স্মরণে

৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক

ভাসানী সম্মেলন

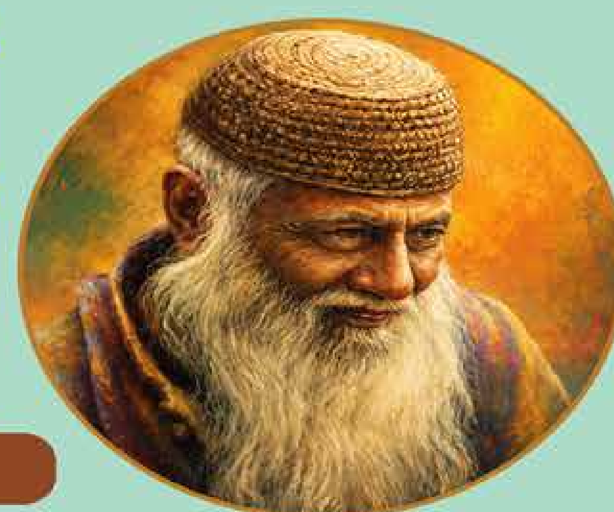

২০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ রোববার

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস

৩৭-১১ ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

সময় দুপুর ৩ ঘটিকা

তথ্যচিত্রঃ বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান ২০২৪

সৌমিত্র দস্তিদার, লেখক, গবেষক, ফিল্ম মেকার ও প্রতিষ্ঠাতা-ভাসানী চর্চাকেন্দ্র কলকাতা, পশ্চিম বাংলা।

আলোচকবৃন্দ

প্রধান আলোচক: বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান
নর্থ-সাউথ ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা

- **প্রফেসর এমিরিটাস আনিসুজ্জামান চৌধুরী**
  সিডনী ইউনির্ভাসিটি, অস্ট্রেলিয়া।
- **ডঃ আবিদ বাহার**, মন্ট্রিয়েল, কানাডা
- **এম. সিরাজ উদ্দিন মিয়া**
  জুলাই পরবর্তী অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব, লেখক ও গবেষক, বাংলাদেশ।
- **ডঃ লাইলী উদ্দিন**, ভাসানী গবেষক লন্ডন
- **শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু**, আহ্বায়ক, ভাসানী অনুসারী পরিষদ, বাংলাদেশ।
- **নাহিদুল এইচ খান**, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিক
- **বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদার**, ফ্লোরিডা

লোকসংগীত ও মরমী সংগীত পরিবেশন করবেন

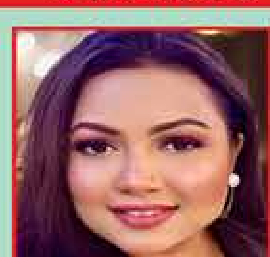
কৃষ্ণা তিথি

মরিয়ম মারিয়া

করিম হাওলাদার

যোগাযোগ

গিয়াস আহমেদ
আহবায়ক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

সৈয়দ টিপু সুলতান
পৃষ্টপোষক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-২৯১-৬২৮৯

শাহাব উদ্দিন সাগর
সদস্য সচিব, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৩৫৩-৯৩২১

ফিরোজ আহমেদ
যুগ্ম-আহবায়ক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৪০০-১১৭৬

কাজী আজম
কোর্ডিনেটর, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮

মোঃ হোসেন খান
প্রধান উপদেষ্টা, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬

এস.এম ফেরদৌস
যুগ্ম-সদস্য সচিব, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৬৪৬-৩৩১-৪১০০

আলী ইমাম
সভাপতি
ফোন: ৩৪৭ ৭৭৪ ৬৪৬৯

তানভীর করিম
প্রধান, প্রচার কমিটি
ফোন: ৯১৭-৪৪৩-২৪৪৫

নুর আমীন
প্রধান, সাংস্কৃতিক কমিটি
ফোন: ৭১৮ ৫৫৯ ২৪২১

মঈনুদ্দীন নাসের
সাধারণ সম্পাদক
ফোন: ৯১৭ ৪৪৬ ৩৬৩২

আয়োজনে: মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

২১তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন
BAAI
"আমারে দেবে না ভুলিতে"
21st North America Nazrul Conference
Under the Auspices of
North America Nazrul Conference Committee
September 19 & 20, 2026
Guest Performers & Speakers
Khairul Anam Shakil
Dr. Leena Taposhi
Anup Barua
Warda Rihab
Anindita Kazi
Dr. Priyanka Gope
Rasel Ahmed
Dilshad Choudhury Chhuty
Convener, 21st NANC
Samiul Islam
Coordinator, 21st NANC
Event Venue
Richard J Ernst Community Cultural Center
8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003
Sitting Time: 2:00 - 2:30 PM
Program Starts at 2:30 PM
Hotel Reservation
Holiday Inn Express
6401 Brandon Avenue, Springfield, VA, US
https://tinyurl.com/bdh68tby
Media Partners
শতদল
CHANNEL
কবিতার সাথে
Donate
Zelle
baai722025@gmail.com
Get Your Tickets Today!
Online: https://baai-dc.org/
OR
Contacts for Printed Tickets
Dilshad Choudhury: 443-956-1607
Samiul Islam: 571-201-1820
Tahmeed Shahriad: 318-243-3537
Afrin Fancy: 410-660-9705
Dora Gomes: 240-644-3838
Ticket Price
Single Day: General $30, VIP $60
Two Days: General $50, VIP $100
Mahmud Musharaf Hussain
Chairman, NANCC
Dr. Ziauddin Ahmed
Vice Chairman, NANCC
All ticket sales are final and non refundable!
Finance Committee
Chair
Anisur Rahman Khan
BAAI Coordinator
Tahmeed Shahriad
Committee Members
Mahmud Musharraf Hussain
Meherunnesa Hussain
Dr. Bashir Ahmed
Dr. Muhiuddin Ahmed
Dr. Eakubul Islam
Nasima Khan
Shireen Khan
Inara Kabir
Mina Ahmed
Firozur Rahman
Event Photographers:
Intekhaab Siddiquee
(Baishakhi Dallas)
Kamrul Islam
Magazine Committee
Co-Editors
Pius Gomes
Dr. Shoaib Chowdhury
BAAI Coordinator
Dr. Ehsan Bhuiyan
Committee Members
Dr. Mizanur Rahman
Dr. Wadud Bhuyan
Cultural Committee
Chair
Aditi Sadia Rahman
BAAI Coordinator
Afrin Fancy
Committee Members
Tanya Rahman
Ali A. Khan
Laila Mondol
Mahmood Billah
Registration & Ticket
Mgmt. Committee
Chair
Parvin Ahmed
Co-Chair
Jasmine Islam
BAAI Coordinator
Dora Gomes
Committee Members
Merina Rahman
Nusrat Chowdhury
Saira Alam
Guest Management &
Hospitality Coordinators
Tahmeed Shahriad
Md. Musharref Hussain (Deedar)
Shameem Selimuddin
Publicity Committee
Chair
Kabita Delawar
Co-Chair
Parveen Patwary
Mohammed Kabir
BAAI Coordinators
Wasi Islam
Tanya Rahman
Peer
Bangla Events
Committee Members
Dr. Anutosh Saha
Shameem Selimuddin
Dr. Tareque Mehdi
Abu Rumi
Logistics Support
& Stage Mgmt. Committee
Chair
Dr. Arifur Rahman
Co-Chair
Dr. Sadeq Chowdhury
BAAI Coordinator
Tareq Habib
Committee Members
Md. Mosharref Hossain (Deedar)
Tahmeed Shahriad
Raihan Elahi
Dr. Mizanur Rahman
Dr. Shoaib Chowdhury
Event Coordinators
Tahmeed Shahriad
Shameem Selimuddin
Laila Mondol
Tanya Rahman
Seminar Committee
Chair
Anis Ahmed
Co-Chair
Dr. Nazrul Islam
BAAI Coordinator
Dr. Abu Zulfiker
Committee Members
Dr. Gulshan Ara
Kazi Belal
Dr. Ziauddin Ahmed
Dr. Mahtab Ahmed
Roquia Haider
Dr. Abdun Noor
Dr. Ashraf Ahmed
Anwar Iqbal Kochi
Dr. Aminur Rahman
Advisers
Anisur Rahman Khan
Mozharul Hoque
Mahmud Musharraf Hussain
Dr. Shahidur Rab
Iqbal Bahar Choudhury
Dr. Osman Farruk
Dr. Bashir Ahmed
Abu Solaiman
Azmat Ali
Shah Alam Mozumder
Dr. Jafrul Hasan
Inara Kabir
Sajda Solaiman
Dr. Anwarul Karim
Shafi Delwar (Kajol)
Saiful Islam
K. Khan Lincoln
Saleh Ahmed
Shafiqul Islam
Hiron Choudhury
Hosted by: Bangladesh Association of America, Inc

হুথিদের ওপর হামলার অনুরোধ জানিয়ে দু’বার ফোন করেন সৌদি যুবরাজ, ‘না’ করে দেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ওপর সামরিক হামলা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। তবে ট্রাম্প তার সেই অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ‘এক্সিওস’-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দুই কর্মকর্তার বরাতে এক্সিওস জানায়, গত ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সৌদি যুবরাজ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দুবার ফোন করে হুথিদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালানোর অনুরোধ করেন। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে হুথিদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী নয়।

তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রতিবেদনের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এছাড়া নিয়মিত কর্মঘণ্টার বাইরে যোগাযোগ করায় হোয়াইট হাউস এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

এক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়েমেনের দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন হলেও তারা সেখানে সরাসরি

নতুন কোনো সামরিক সংঘাতে জড়াতে চায় না। এর পরিবর্তে তারা সৌদি আরবকে অন্যান্য গোয়েন্দা ও লজিস্টিক সহায়তা দিতে আগ্রহী। এই বিষয়ে জরুরি সমন্বয় বৈঠকের জন্য মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার গত বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সৌদি আরব সফর করেন।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা তাঁদের সৌদি সমকক্ষদের জানিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্পষ্ট নির্দেশ হলো-যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে এই মুহূর্তে কেবল ইরানের ওপর এবং হরমুজ প্রণালীর সুরক্ষার ওপরই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে আরেকটি যুদ্ধের ফ্রন্ট খোলার কোনো ইচ্ছা ওয়াশিংটনের নেই।

এর আগে গত জুলাইয়ে রয়টার্স জানিয়েছিল, লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হুথিদের হামলা প্রতিহত করতে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক জোট গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে সৌদি আরব। গত জুলাইয়ের শুরুর দিকে এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছিল, যখন হুথিরা দাবি করেছিল যে সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি ইরানি বেসামরিক বিমান অবতরণে বাধা প্রদানকারী সৌদি যুদ্ধবিমানের মুখোমুখি হয়েছিল তাদের বাহিনী।

ওবামাকেয়ারে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ, ১০ লাখ নাগরিককে ৫০০ ডলার করে ফেরত দিচ্ছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় পাশ হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবীমা কর্মসূচি ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট’ বা ওবামাকেয়ারের আওতায় সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর সময়ে বীমা গ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগে ৫০ কোটি ডলার ফেরত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, কেন্দ্রীয় হেলথকেয়ার এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী ৩০টি স্টেটের প্রায় ১০ লাখ নাগরিককে আগামী অক্টোবর মাসে ৫০০ ডলারের এই চেক ডাকযোগে পাঠানো হবে। যাদের অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত খরচের মুখে ফেলা হয়েছিল, তাদের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দিয়ে প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের বক্তব্য অনুযায়ী, বাইডেন প্রশাসন স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে অতিরিক্ত ইউজার ফি আদায় করেছিল, যা পরবর্তীতে বর্ধিত প্রিমিয়াম আকারে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর চাপানো হয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যুক্তি, এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মটি পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ তহবিলের প্রয়োজন ছিল, আদায়কৃত অর্থ তার চেয়ে অনেক বেশি।

ফলে কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জ ব্যবহারকারী ৩০টি স্টেটের যেসব গ্রাহক ওবামাকেয়ারের অধীনে কোনো প্রিমিয়াম সহায়তা পাননি, তাদের এই বাড়তি অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এর আগে ২০২৫ সালের শেষের দিকে বর্ধিত এসিএ ভর্তুকির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর লাখ লাখ গ্রাহকের জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল।

‘চিরন্তন যুদ্ধে রূপ নেওয়ার ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত’

ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ আরও অন্তত ছয় মাস গড়াতে পারে বলে সতর্ক করেছেন মার্কিন সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব লিওন পানেটা। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) দ্য গার্ডিয়ানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। পানেটা জানান, ইরাক ও আফগানিস্তানের মতো এই যুদ্ধটিও একটি ব্যর্থ মধ্যপ্রাচ্যীয় সংঘাতে রূপ নিচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমার মনে হয় কোনো ধরনের সমাধান ছাড়াই এই যুদ্ধ আরও ছয় মাস চলতে থাকার আশঙ্কা রয়েছে’, যা মূলত একটি অনির্দিষ্টকালের

বা চিরন্তন যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয়। তিনি আরও বলেন, আমেরিকার এই দীর্ঘস্থায়ী সামরিক স্থবিরতার কারণে ওয়াশিংটনের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো এখন মার্কিন সামরিক সক্ষমতা এবং দেশ রক্ষার সামর্থ্যের মধ্যে এক ধরনের দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছে।

হরমুজ প্রণালীতে সৃষ্ট অচলাবস্থা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের বারবার বিজয়ের দাবি খণ্ডন হওয়ার বিষয় তুলে ধরে পানেটা জানান, ট্রাম্প তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। ফলে তিনি এখন যে হুমকিই দেন না কেন, তা পুরোপুরি উপেক্ষিত হচ্ছে।

দল নির্বাচনে জিতলে প্রত্যেক আমেরিকান ৫ হাজার ডলার পাবেন, ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রতীক্ষিত মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ওই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়বে।

ওই নির্বাচনকে ঘিরে এক অভিনব ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-জানিয়েছেন, নির্বাচনে তার দল জিতলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক ৫ হাজার ডলার করে নগদ অর্থ পুরস্কার পাবেন।

এই নজিরবিহীন দাবির সঙ্গে মজার একটি কথা জুড়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। তাকেও প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করার জন্য ভোটারদের অনুরোধ করেছেন।

তবে এই নির্বাচন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ২০২৯ সাল পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্তমান মেয়াদ অব্যাহত থাকবে।

ডালাসে রিপাবলিকান পার্টির মধ্যবর্তী নির্বাচন সংক্রান্ত সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ‘রিপাবলিকানরা জিতলে আপনারাও আমাদের সঙ্গে জিতবেন এবং ৫ হাজার ডলার করে পাবেন। এর নাম হবে ট্রাম্প ডিভিডেন্ড।’

তবে এই অর্থ কোথা থেকে আসবে, তা জানাননি প্রেসিডেন্ট।

তাত্ত্বিকভাবে এই অর্থের মোট পরিমাণ ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে।

এ বিষয়ে তিনি শুধু বলেন, ‘আমাদের দেশ প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে।’

জনমত জরিপে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে পিছিয়ে রয়েছে ট্রাম্পের দল।

তবে তিনি আশাবাদী, আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে জনমত জরিপের পূর্বাভাস ভুল হবে।

রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে এবং তিনি এতে সহায়তা করতে পারবেন-এমন আশাবাদ প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, কল্পনা করুন যে আমিও ব্যালটে আছি।’

সমাবেশে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি আরও

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড উচ্চতায় জ্বালানি তেলের দাম, সবকিছুর খরচ বাড়ার আশঙ্কা

পরিচয় যুক্তরাষ্ট্রে ডিজেলের গড় দাম শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রথমবারের মতো গ্যালনপ্রতি ৬ ডলারে পৌঁছেছে। দেশটির অর্থনীতির বড় একটি অংশকে সচল রাখা এই জ্বালানির দামে নতুন এ রেকর্ডকে উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে। এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এ তথ্য।

মোটর ক্লাব এএএ'র তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে ডিজেলের জাতীয় গড় দাম ছিল ৬ দশমিক ০৫ ডলার। এদিন সাধারণ পেট্রোলের জাতীয় গড় দাম ছিল ৪ দশমিক ২৯ ডলার, যা গত সপ্তাহের তুলনায় ১৫ সেন্ট বেশি। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ডিজেলের গড় দাম বেড়েছে ৬০ শতাংশ।

কেপিএমজি'র প্রধান অর্থনীতিবিদ ডায়ান সোয়াঙ্ক সম্প্রতি বলেন, 'ডিজেলের খরচ প্রায় সবকিছুর দামেই প্রভাব ফেলে। কৃষিকাজ পরিচালনা থেকে শুরু করে খাদ্যের দাম, এমনকি অর্থনীতির এমন সব পণ্য, যা পরিবহন করা হয়- সবকিছুর ওপর এর প্রভাব রয়েছে। ডিজেলের দাম বাড়লে সবকিছুর মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত একটি খরচ যুক্ত হয়ে যায়।' একইসঙ্গে ডিজেলের উচ্চ দাম আগামী কয়েক মাস ধরে মূল্যস্ফীতির সমস্যা তৈরি করবে বলেও জানান তিনি। জুলাইয়ের শেষ দিক থেকে সামগ্রিকভাবে দেশটিতে পেট্রোলের তুলনায় ডিজেলের দাম আরও দ্রুত ও বেশি হারে বাড়ছে।

এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, ডিজেল উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু শোধনাগার পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে অচল হয়ে পড়েছে বা ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপে এখনো চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

চলতি বছরের শুরু থেকে সব ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি হরমুজ প্রণালির অবরোধে প্রভাবিত হলেও অপরিশোধিত তেল ও সাধারণ পেট্রোলের তুলনায় ডিজেলের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। কারণ বৈশ্বিক সরবরাহে রাশিয়ার শোধনাগারগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

রাশিয়া সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি ডিজেল রপ্তানি করে। তবে ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় দেশটির শোধনাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জুলাইয়ে ব্যাপক ডিজেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হয় রুশ সরকার। এ নিষেধাজ্ঞা অন্তত সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে মুদি পণ্যের দাম বিশেষভাবে প্রভাবিত হতে পারে। গরুর মাংসের উচ্চ দামের কারণে অনেক সুপারমার্কেট ইতোমধ্যে খুব কম মুনাফায় ব্যবসা করছে। তবে শুধু সুপারমার্কেট নয়, পুরো খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাজুড়েই ডিজেলের বাড়তি খরচের প্রভাব পড়বে। এর শুরু হবে কৃষকদের কাছ থেকে। গ্যালনপ্রতি ৬ ডলারের ডিজেলের দাম সার সংকটের চাপে থাকা কিছু আমেরিকান কৃষকের টিকে থাকার লড়াইকেও আরও কঠিন করে তুলবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে কী অনুরোধ করেছে হুতিরা, জানালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইয়েমেনের তিনটি কৌশলগত দ্বীপ দখলের পর পুরো লোহিত সাগর উপকূল নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ বাব আল-মান্দেব প্রণালি এখন কার্যত তাদের নিয়ন্ত্রণে।

গত বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন করে হুতিদের ওপর হামলা চালানোর অনুরোধ জানান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। অন্যদিকে শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) হুতিরা ফোন করে ট্রাম্পকে এ সংঘাতে না জড়ানোর অনুরোধ করেছেন। ফরাসী বার্তাসংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন সফরের সময় সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'হুতিরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না। তারা চায় না, আমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাই।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, 'ওই অঞ্চলে সবকিছু ভালোভাবেই ঠিক হয়ে যাবে।'

এ সময় সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গেও কথা হয়েছে বলে জানান ট্রাম্প। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের অবরোধে হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর লোহিত সাগর দিয়ে তেল পরিবহন করে আসছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব।

তবে চলতি সপ্তাহে ইয়েমেনের হানিশ দ্বীপপুঞ্জসহ তিনটি দ্বীপ ও মোখা বন্দর দখলে নেয় হুতি বিদ্রোহীরা। লোহিত সাগরে বাব আল-মান্দেব প্রণালিও এখন কার্যত তাদের নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে সৌদি আরবের তেল সরবরাহ ব্যবস্থা। সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে দুইবার ফোন করে হুতিদের ওপর হামলা চালানোর অনুরোধ করেছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ অনুরোধ প্রত্যাখান করেছেন।

৯/১১ হামলা: নিউইয়র্কের মূল অনুষ্ঠানে না গিয়ে ট্রাম্প গেলেন পেন্টাগনে

পরিচয় ডেস্ক: ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ হামলার ২৫তম বার্ষিকী পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক সিটিতে এক আবেগঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণ করা হলেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের এ অনুপস্থিতির পাশাপাশি অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হামলায় নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা।

প্রথা ভেঙে নিউইয়র্কের ওই অনুষ্ঠানে না গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ট্রাম্প।

নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ছিনতাই করা উড়োজাহাজ দিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল। ওই ঘটনায় নিহত ২ হাজার ৯৭৭ জনের বেশির ভাগই সেখানে মারা যান। এ হামলা পুরো বিশ্বের স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে একেবারে বদলে দিয়েছিল।

নাইন-ইলেভেনের পর তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। আর সেই কারণেই বছরের পর বছর মধ্যপ্রাচ্যের নানা যুদ্ধে জড়িয়ে থাকতে হয়েছে দেশটিকে। রিপাবলিকান দলের এই বিলিয়নিয়ার নেতা (ট্রাম্প) এখন ইরানের সঙ্গে তাঁর বর্তমান সংঘাতকে সেই পুরোনো যুদ্ধের সঙ্গেই মেলানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'আজ আমরা সেই পবিত্র শপথ আবার নতুন করে গ্রহণ করছি, যা ২৫ বছর আগে তাঁদের স্মরণে নিয়েছিলাম। আমরা কোনো দিনই তা ভুলব না। আর এ জন্যই আজ আমরা লড়ছি।'

'আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এখানে শুধু জয়ই হতে পারে। আমরা শক্ত লড়াই

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব ফেলার ঝুঁকি সত্ত্বেও ইরান যুদ্ধ নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি অনুতপ্ত নন। যদিও এই সংঘাতের কারণে আগামী নভেম্বরের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, সেটিও তিনি বিবেচনায় নিয়েছেন।

ফক্স নিউজের উপস্থাপক লরা ইনগ্রাহামকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করা হয়, যুদ্ধের কারণে নভেম্বরের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রভাবের কথা বিবেচনা করে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুতপ্ত কি না।

জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "আমি 'অনুশোচনা' শব্দটিতে বিশ্বাস করি না। তবে আপনি সবসময় নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন তুলতে পারেন।" ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রচারিত 'দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল' অনুষ্ঠানে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, "আমাকে যদি আবারও একই সিদ্ধান্ত নিতে হতো, তাহলে আমি ঠিক যেভাবে করেছি, সেভাবেই করতাম।"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Sect.
B10
মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জ্বল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজজামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বাতিলের মামলার সংখ্যা বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন-পরবর্তী প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব পাওয়া আমেরিকানদের নাগরিকত্ব বাতিলের প্রচেষ্টা জোরদার করছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বাতিলের মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিরাকিউজ ইউনিভার্সিটির ‘ট্রানজ্যাকশনাল রেকর্ডস অ্যাক্সেস ক্লিয়ারিংহাউস’ (TRAC)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম সাত মাসে ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বা জেলা আদালতগুলোতে অন্তত ১০৫টি দেওয়ানি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে কেবল জুলাই মাসেই দায়ের করা হয়েছে ৫০টি মামলা।

টিআরএসি (TRAC)-এর আগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৭ বছরে সমগ্র

যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের মামলার সংখ্যা ছিল প্রায় ১২৫টি।

এই পরিসংখ্যান সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব বাতিলের আইনি প্রক্রিয়ার (denaturalization proceedings) ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরে।

এটি এমন এক দেওয়ানি আইনি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ আগে প্রদান করা নাগরিকত্ব বাতিল করার উদ্যোগ নেয়।

দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব গ্রহণের পর ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন-বিরোধী কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগ নাগরিকত্ব বাতিলের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

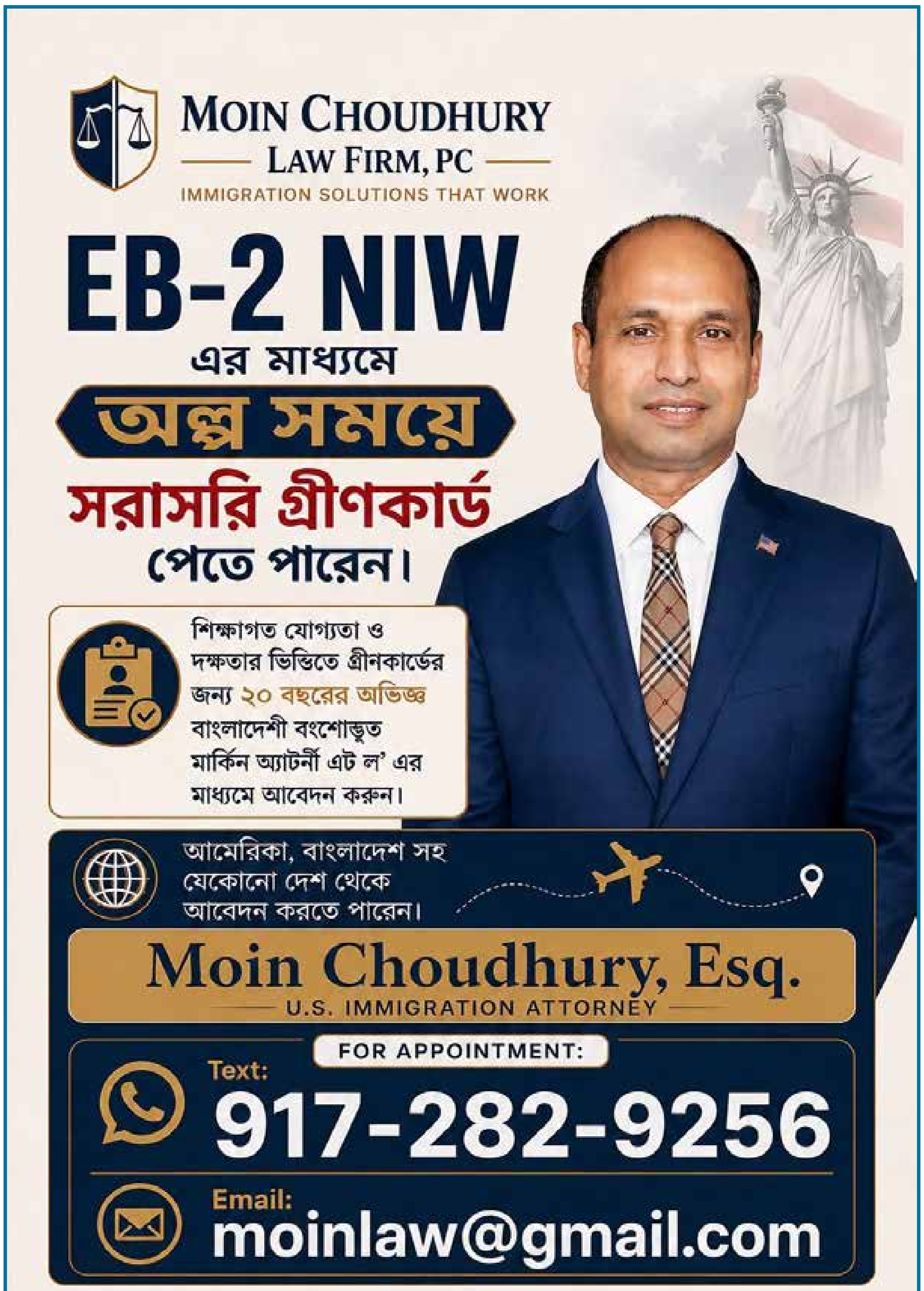

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিমানবন্দরে টিকিট ছাড়াই টার্মিনালে প্রবেশের সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি বিমানবন্দরে টিকিট না থাকা দর্শনার্থীদের জন্য টার্মিনালের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন (টিএসএ)।

নতুন এই পরীক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় যাত্রীর স্বজন ও বন্ধুরা নিরাপত্তা তল্লাশি পেরিয়ে গেট পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিদায় জানানো বা স্বাগত জানাতে পারবেন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলোতে টিকিট ছাড়াই যাত্রীদের গেট পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা কঠোর হওয়ায় এ সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়।

টিএসএর ‘গেটসাইড’ কর্মসূচির আওতায় এই সুবিধা পেতে হলে আবেদনকারীকে আগে থেকেই টিএসএ প্রিচেকের অনুমোদিত যাত্রী অথবা ‘নোন ট্রাভেলার নম্বর’ধারী হতে হবে। বিমানবন্দরে যাওয়ার ১ থেকে ৩ দিন আগে টিএসএর ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। অনুমোদন পেলে টিকিটধারী যাত্রীদের মতোই নিরাপত্তা তল্লাশির মধ্য দিয়ে টার্মিনালে প্রবেশ করা যাবে।

তবে প্রতিটি বিমানবন্দর প্রতিদিনের অনুমোদিত পাসের সংখ্যা সীমিত করতে পারে এবং ব্যস্ত সময়ে কর্মসূচি সাময়িকভাবে বন্ধও রাখতে পারে।

বর্তমানে যেসব ১৩টি বিমানবন্দরে এই সুবিধা চালু রয়েছে, সেগুলো হলো-অ্যারিজোনার মেসা গেটওয়ে, ওহাইওর জন গ্লেন কলম্বাস, টেক্সাসের ডালাস-ফোর্ট ওয়ার্থ, মিশিগানের ডেট্রয়েট মেট্রোপলিটন, কানসাসের উইচিটা, ইন্ডিয়ানার ইন্ডিয়ানাপোলিস, নেভাদার হ্যারি রিড, ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস ও সান ডিয়েগো, আরকানসাসের লিটল রক, ওকলাহোমার ওকলাহোমা সিটি, নেব্রাস্কার ওমাহা এবং ইউটাহর সল্ট লেক সিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

টিএসএ জানিয়েছে, টার্মিনালে প্রবেশকারী দর্শনার্থীদেরও যাত্রীদের মতো বিমানবন্দরের সব আচরণবিধি ও স্থানীয়-ফেডারেল আইন মেনে চলতে হবে। নিয়ম ভঙ্গ করলে পাস বাতিল, বিমানবন্দর থেকে বহিষ্কার কিংবা দেওয়ানি বা ফৌজদারি শাস্তির মুখে পড়তে পারেন।

কিছু অভিবাসীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার ক্ষেত্রে তিন বা ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে সাময়িকভাবে বিদেশে গেলেও কিছু অভিবাসীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার ক্ষেত্রে তিন বা ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে আগে ছয় মাসের বেশি সময় বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারীদের জন্য নতুন সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ।

আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আপিল বোর্ডের এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাওয়া অভিবাসীর দেশত্যাগ হিসেবেই গণ্য হবে। ফলে নির্দিষ্ট সময় অবৈধভাবে অবস্থানের পর দেশ ছাড়লে পুনরায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে।

এর আগে আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে সাময়িক বিদেশযাত্রাকে সবসময় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার মতো দেশত্যাগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। নতুন সিদ্ধান্তে সেই ব্যাখ্যার পরিবর্তন হয়েছে। এর প্রভাব পড়তে পারে ডাকা কর্মসূচির আওতায় থাকা ব্যক্তি, সাময়িক সুরক্ষিত মর্যাদাধারী এবং স্থায়ী বসবাসের অনুমতির প্রক্রিয়ায় থাকা অভিবাসীদের ওপর। কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ছয় মাসের বেশি অবৈধভাবে অবস্থানের পর কেউ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে তিন বছরের এবং এক বছর বা তার বেশি অবৈধভাবে অবস্থানের পর দেশ ছাড়লে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে। ভ্রমণ অনুমতিপত্র থাকলেও পুনঃপ্রবেশের নিশ্চয়তা নেই; সীমান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। অভিবাসন আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, নতুন সিদ্ধান্তের ফলে অনেক অভিবাসী কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন। অন্যদিকে মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি, বিদ্যমান আইনে অবৈধ অবস্থানের পর দেশ ছাড়ার বিধিনিষেধ আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে দেশ ছাড়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অভিবাসন আপিল বোর্ডের ১৩ আগস্টের সিদ্ধান্তে আগের একটি নজির বাতিল করে আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগকেও সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে 'দেশত্যাগ' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আদালতকে দ্রুত মামলা শেষের নির্দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের, অভিবাসীদের উদ্বেগ বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: অভিবাসন মামলায় সময় কমানোর নির্দেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বিতর্ক, আইনজীবীরা বলছেন দ্রুত শুনানিতে ন্যায্য বিচার বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিচারকদের ওপর নতুন চাপ তৈরি হয়েছে। ট্রাম্প

প্রশাসনের অধীনে অভিবাসন আদালতের মামলার বিশাল জট কমানোর লক্ষ্যে শুনানির সময় এবং স্থগিতাদেশ বা সময় বাড়ানোর সুযোগ সীমিত করার নির্দেশনার কথা উঠে এসেছে।

৪ সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, অভিবাসন বিচারকদের এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সময় কম দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যারা ভিসা বা গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আদালতে বর্তমানে বিপুলসংখ্যক মামলা জমে রয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং আদালতের জট কমানো।

কিন্তু অভিবাসন অধিকারকর্মী ও আইনজীবীদের উদ্বেগ হলো-মামলা দ্রুত শেষ করতে গিয়ে যদি অভিবাসীদের পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া হয়, তাহলে তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ, আইনজীবী নিয়োগ এবং নিজেদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ হারাতে পারেন।

বিশেষ করে যেসব অভিবাসীর গ্রিন কার্ড বা অন্য কোনো বৈধ অভিবাসন আবেদনের প্রক্রিয়া চলমান, তাদের জন্য আদালতের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিচারকদের দীর্ঘ সময়ের স্থগিতাদেশ বা শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ কমানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে আইনজীবী খুঁজে নেওয়ার জন্যও সীমিত সময় দেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।

অভিবাসন মামলায় একজন আইনজীবী পাওয়া অনেক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিবাসন আইন জটিল এবং বিভিন্ন ধরনের আবেদন, প্রমাণ, সময়সীমা ও আদালতের নিয়ম বুঝতে পেশাদার সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য বলছে, মামলার বিশাল জট কমাতে দ্রুত বিচার প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে আদালতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা কয়েক মিলিয়নে পৌঁছেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে সমালোচকেরা বলছেন, মামলার সংখ্যা কমানোর লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রতিটি ব্যক্তির আইনগত অধিকার রক্ষা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিবর্তনের প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রে *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

মালয়েশিয়ায় অবৈধ বাংলাদেশিদের কঠোর সতর্কবার্তা

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের জন্য এবার কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে কুয়ালালামপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন।

দেশটিতে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই চলছে ইমিগ্রেশন বিভাগের চিরুনি অভিযান। এর মধ্যেই অবৈধ বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তার এড়িয়ে সরকারি সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্রুত দেশে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রোববার মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় এ আহ্বান জানান বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) তরিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, অনিয়মিত বা নথিবিহীন বিদেশিদের আইনসম্মত ও নিরাপদে নিজ দেশে ফেরার সুযোগ দিতে মালয়েশিয়া সরকার মাইগ্র্যান্ট রিপেট্রিয়েশন প্রোগ্রাম ২.০ (পিআরএম২.০) চালু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশে ফিরতে আগ্রহী বাংলাদেশিদের সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়।

দেশে ফিরতে বৈধ ও মেয়াদযুক্ত বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকতে হবে। পাসপোর্ট না থাকলে বা মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে ট্রাভেল পারমিট (টিপি) নিতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা।

এরপর নিশ্চিত বিমান টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কমপক্ষে পাঁচ দিন পর এবং ১৪ দিনের মধ্যে বিমানের যাত্রার তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

আবেদনকারীকে নির্ধারিত ইমিগ্রেশন অফিসে নিজেকেই উপস্থিত হয়ে আবেদন করতে হবে। কোনো প্রতিনিধি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ নেই। সঙ্গে *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

চাকরি হারানোর পর নতুন স্পনসর খুঁজে নিতে অভিবাসী কর্মীর যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ৬০ দিনের গ্রেস পিরিয়ড বাতিলের প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: চাকরি হারানোর পর নতুন স্পনসর খুঁজে নিতে এইচ-১বি ভিসাধারীসহ নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসী কর্মীর যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ৬০ দিনের গ্রেস পিরিয়ড বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রস্তাবটি ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত নিয়ম কার্যকর হলে চাকরি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে হবে হবে। প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনের আওতায় এইচ-১বি ছাড়াও ই-১, ই-২, এল-১, ও-১, টিএন, এইচ-১বি১ ও ই-৩ ভিসাধারীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি-র মতে, এতে কিছু কোম্পানি সমস্যায় পড়লেও এসব পদে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। বিদেশি কর্মীরা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার পর নিয়োগকর্তার আবেদনের মাধ্যমে আবার ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

২০১৭ সাল থেকে চালু থাকা ৬০ দিনের "গ্রেস পিরিয়ড"

কর্মীদের নতুন চাকরি খোঁজা বা যুক্তরাষ্ট্রে ত্যাগ করার প্রস্তুতির সুযোগ দিয়ে আসছে। তবে প্রস্তাবটি এখনই কার্যকর হচ্ছে না; চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে দুই মাস যাবৎ জনসাধারণের মতামত নেওয়া হবে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

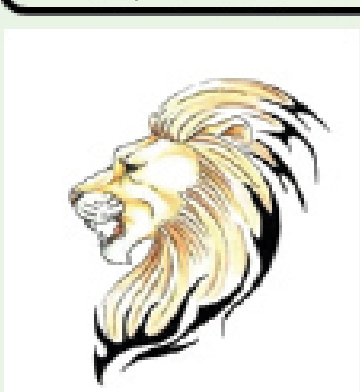

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
VOTE FOR DULAL BEHEDO
A2
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Dulal Behedo—Senior Vice President
DULAL BEHEDO—SENIOR VICE PRESIDENT
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
VOTE FOR MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI—TREASURER
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বাংলাদেশীদের ভাত খাওয়া কমেছে ২৫%, পাতে বাড়ছে ফল ও আমিষ

পরিচয় ডেস্ক: প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ বাংলাদেশির খাবারের পাতের মূল দর্শন ছিল এমনটাই-উঁচু থালা ভরা ধবধবে সাদা ভাত, সাথে পর্যাপ্ত ডাল কিংবা ছোট এক টুকরো মাছ। পেট ভরা মানেই ছিল ভাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি।

কিন্তু সেই চিরচেনা চিত্রে এখন বড় পরিবর্তন এসেছে।

বাংলাদেশের খাবারের টেবিলে নীরবে ঘটে গেছে এক বড় বিপ্লব। গত দুই দশকে বাংলাদেশিরা তাদের দৈনিক ভাত খাওয়ার পরিমাণ ২৫.২ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। ভাতের থালার সেই পাহাড় এখন ছোট হয়ে এসেছে, আর সেখানে জায়গা করে নিয়েছে আরও বৈচিত্র্যময়, পুষ্টিকর ও রঙিন সব খাবার।

২০০৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ' (এইচআইইএস)-এর চারটি পর্বের জাতীয় গড় খাদ্য গ্রহণের উপাত্ত বিশ্লেষণে এই পরিবর্তনের স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে।

খাদ্য তালিকার এই রূপান্তর কেবল খাবার পাতেই সীমাবদ্ধ নেই, এটি ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পারিবারিক অর্থনীতিতে। বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী, পরিবারের মোট খরচে খাদ্যের পেছনে ব্যয়ের অনুপাত আগের চেয়ে কমেছে। অন্যদিকে আবাসন, পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও যোগাযোগের মতো

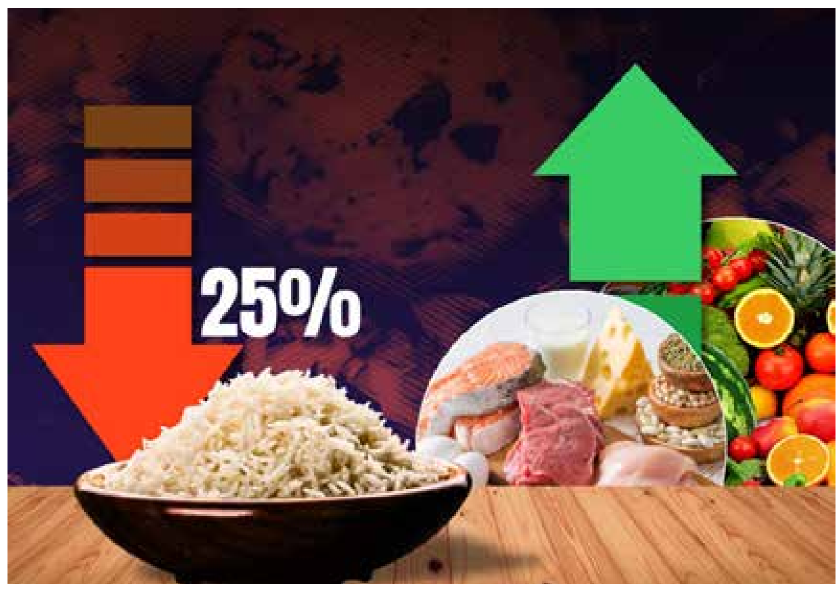

খাদ্যবহির্ভূত মৌলিক খাতগুলোতে ব্যয়ের হার বেড়েছে। দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়া এবং মানুষের সার্বিক আয় ও সমৃদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে-জীবনযাত্রা ও খরচের ধরনের এই মৌলিক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, "আয়ের প্রবৃদ্ধি, নগরায়ণ, পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলেই মূলত খাদ্যাভ্যাসে এই ধারা তৈরি হয়েছে।"

ভাত-নির্ভর খাদ্যাভ্যাস কমছে

খানা আয় ও ব্যয় জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে বাংলাদেশিদের মাথাপিছু দৈনিক ভাত খাওয়ার পরিমাণ ছিল ৪৩৯.৬ গ্রাম, যা ২০২২ সালে নেমে এসেছে ৩২৮.৯২ গ্রামে। ভাত এখনো দেশের প্রধান খাদ্য থাকলেও-বিস্তৃত হতে থাকা খাদ্য তালিকায় এর একচ্ছত্র আধিপত্য কমেছে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা গেছে ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে। ২০০৫ সালে মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ ছিল দিনে মাত্র ৩২.৫ গ্রাম, যা ২০২২ সালে প্রায় তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫.৪ গ্রামে-যা ১৯৩.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য গ্রহণের তালিকায় *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

মামলা না করে দেশে আসছি না, এর শেষ দেখে ছাড়ব - ইতালিতে হামলার শিকার হওয়ার পর বাঁধন

পরিচয় ডেস্ক: ইতালির ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিতে গিয়ে মারধর ও হেনস্তার শিকার হওয়ার পর অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন বলেছেন, তিনি এ ঘটনায় মামলা না করে দেশে ফিরবেন না। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, বিষয়টির শেষ দেখে ছাড়বেন তিনি।

আমি কেস ফাইল না করে ভেনিস থেকে বাংলাদেশে আসছি না। এটার শেষ আমি দেখে ছাড়ব, গত ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে ফেসবুক লাইভে বলেন এই অভিনেত্রী।

লাইভের শুরুতে বাঁধন বলেন, ''অনেকেই আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন, কেমন আছি, কোথায় আছি, আমি ঠিক আছি নাকি? সবাইকে শুধু বলতে চাই, আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আমি কখনো মাথা নত করিনি, এমনকি সেটা করতে ভুলেও গিয়েছি। তাই আমাকে ভেঙে ফেলা সহজ নয়।''

বাঁধন জানান, হামলার পর স্থানীয় পুলিশ তাকে সহায়তা করেছে এবং নিরাপদ একটি স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। পরে রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

বাঁধন বলেন, বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছে। অ্যাম্বাসি থেকে লোক আসছে। তাদের সঙ্গে থানায় গিয়ে মামলা করব। আমাদের কাছে সব প্রমাণ আছে এবং এরই মধ্যে আমরা কয়েকজনকে শনাক্তও করেছি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাঁধন। ঘটনার পর অনেকেই ফোন করে, টেক্সট করে বাঁধনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

আইনজীবীদের আয় কমে গেছে' শুনে এজলাস ছাড়লেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি

পরিচয় ডেস্ক: এক আইনজীবীকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ চলাকালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকনের কিছু মন্তব্যের জেরে এজলাস ছেড়ে যান প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও আপিল বিভাগের অপর চার বিচারক। ঢাকার দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের খবর অনুযায়ী, গত ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ-সংক্রান্ত একাধিক রিটের আপিল শুনানির সময় এ ঘটনা ঘটে। তবে ঘটনার সময় সাংবাদিকেরা সেখানে ছিলেন না, কারণ, চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি থেকে বিচার চলাকালে আদালতকক্ষে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধ। জানা গেছে, শুনানির সময় ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বাংলাদেশের

প্রধান বিচারপতিকে বলেন, জুবায়ের রহমান চৌধুরী প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর থেকে আইনজীবীদের আয় কমে গেছে। পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা হওয়া এক জুনিয়র আইনজীবীর প্রতি নমনীয়তা দেখানোর আর্জি জানানোর সময় তিনি এ মন্তব্য করেন।

'সম্মানের সঙ্গে বলেছিলাম...'

পরে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, ''আমি সম্মানের সঙ্গে বলেছিলাম, তিনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর আগের মতো মামলাগুলোর শুনানি হচ্ছে না। এর ফলে আইনজীবীদের আয় কমে গেছে। একজন জুনিয়র আইনজীবীর ওপর পাঁচ লাখ টাকা খরচা আরোপ করাটা অনেক বেশি। আমি তাকে (আইনজীবীকে) ক্ষমা *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা, অটিজম বিশেষজ্ঞ! যোগ্যতা নিয়ে মিথ্যা বলেন? আর্থিক দুর্নীতিতেও জড়িত হাসিনা-কন্যা?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় সন্তান সায়মা। পেশায় মনোবিজ্ঞানী, অটিজম বিশেষজ্ঞ। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা পদে নিয়োগ করেছিল।

পদের অপব্যবহার, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ভুল তথ্য, আর্থিক দুর্নীতি-সহ পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগের খাঁড়া ঝুলছিল মাথার উপর। সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু হতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজ□শন (হু)-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা পদের দায়িত্ব ছিলেন সায়মা। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছেন হাসিনা-কন্যা।

২০২৩ সালের নভেম্বরে এই পদের নির্বাচন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ভোটাভুটিতে এই গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে জয়লাভ করেন হাসিনা-কন্যা। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে হু তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা পদে নিয়োগ করেছিল।

মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির তদন্ত শুরু হয়। সেই তদন্তের আওতায় উঠে আসে হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদের নামও। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০২৫ সালের মার্চে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে দু'টি মামলা দায়ের *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশ নেয়ার সুযোগ নেই জানিয়ে দিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ নেই। কারণ, সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি; আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিমসটেকের চেয়ারকে।

১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কীভাবে যাব? বাংলাদেশ সরকার থেকে কি কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে? আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে তো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কে আপনাকে বলেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে?

বিমসটেক চেয়ারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাহলে আপনি এই প্রশ্ন কেন করছেন?'

প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফরটি কোনো বহুপাক্ষিক সফর হতে পারে না। সরকার সুবিধাজনক সময়ে ভারতের সঙ্গে একটি দ্বিপক্ষীয় সফর আয়োজনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে পরবর্তী দুই বছরের জন্য আঞ্চলিক জোট

'বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টোরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন' বা বিমসটেকের সভাপতিত্ব গ্রহণ করে বাংলাদেশ। সাতটি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত এই জোটের সদস্যরা হলো- বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড।

এদিকে ভারত নিশ্চিত করেছে যে, বিমসটেক চেয়ার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ব্রিকস সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কারণ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই একটি পৃথক দ্বিপক্ষীয় আমন্ত্রণের বিষয়টি রয়েছে।

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ব্রিকস সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও অংশ নেবেন। গত বুধবার জাতিসংঘের ভারত শাখা তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তার অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ব্রিকসের বর্তমান সভাপতি হিসেবে ভারত এই সম্মেলনের আয়োজন করছে। সম্মেলনে ব্রিকস সদস্য ও অংশীদার দেশগুলোর শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিরাও যোগ দেবেন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হলো: "বিল্ডিং ফর রেজিলিয়েন্স, ইনোভেশন, কোঅপারেশন অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি", যা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মানবতা প্রথম' দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

ভারত ব্রিকসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এর আগে ২০১২, ২০১৬ ও ২০২১ সালে তিনবার সভাপতিত্ব করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ভারত চতুর্থবারের মতো ব্রিকস সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। চলতি বছর প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্ণ করছে ব্রিকস।

ভারতের সঙ্গে করা ১০১ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে? এখনও চূড়ান্ত করেনি বাংলাদেশ!

পরিচয় ডেস্ক: ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দিল্লির সঙ্গে একাধিক মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউ স্বাক্ষর করেছিল বাংলাদেশ । এ বার সেই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউগুলি পর্যালোচনা করে দেখছে ঢাকা। চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর সংক্রান্ত সমঝোতাও খতিয়ে দেখছে তারা।

ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষর করা শতাধিক মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেনি বাংলাদেশ। মূলত শেখ হাসিনার আমলে এই মউগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাংলাদেশের দাবি, ওই মউগুলির পর্যালোচনা চলছে। তার ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, তা শীঘ্রই জানিয়ে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি একটি বড় সুযোগ কি হাতছাড়া হচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ এমন একটি কূটনৈতিক সুযোগ হাতছাড়া করতে যাচ্ছে, যে সুযোগটি কাজে লাগানোর কথা ছিল একটি পরিণত ও দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতির।

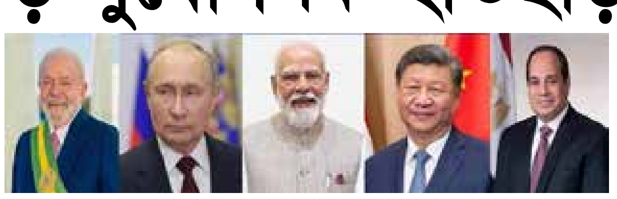

১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে না। জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে এই সিদ্ধান্তটি সহজে ব্যাখ্যা করা কঠিন। বিশ্বব্যবস্থায় যখন বড় ধরনের পরিবর্তন চলছে, উদীয়মান অর্থনীতিগুলো বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো বেশি ভূমিকা চাইছে এবং ভূরাজনৈতিক টানাপড়েনে পুরনো মিত্রতার সমীকরণগুলোও বদলে যাচ্ছে, তখন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ও দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর একটি মঞ্চ থেকে দূরে থাকা কতটা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত-সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

তবে আরো বড় প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কেন সেখানে থ াকছে না? পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে? এবং এই সিদ্ধান্ত দেশের পররাষ্ট্রনীতির কৌশলগত চিন্তার ধরন সম্পর্কে কী বার্তা দিচ্ছে?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বিমসটেকের (বঙ্গোপসাগরীয় বহুমাত্রিক *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে অমীমাংসিত ইস্যু সমাধানের আহ্বান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার ও টেকসই করতে দুই দেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গত মঙ্গলবার ৮ সেপ্টেম্বর সকালে বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এলে তিনি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ তথ্য জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ন্যায়সঙ্গত ও পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধান করা গেলে দুই দেশের জনগণের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাবে।

অভিন্ন নদ-নদীর পানি ব্যবস্থাপনা দুই দেশের জনগণের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি গঙ্গা, তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য বণ্টনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানান।

হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী এ ব্যাপারে তার সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক ব্যবস্থা *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
াদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 718-721-2012...
Call now

পরোক্ষ ধূমপানে বিশ্বে প্রায় ১৭ লাখ মানুষের মৃত্যু: গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে ২৭০ কোটির বেশি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানে স্বাস্থ্যগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বড়দের পাশাপাশি শিশুরাও এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৩ সালে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রায় ১৭ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী দ্য ল্যানসেট-এ প্রকাশিত গবেষণায় এ তথ্য জানানো হয় বলে এএফপির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। গবেষণায় বলা হয়েছে, তামাক এখনো বিশ্বজুড়ে রোগ ও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। ২০২৩ সালে ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে মোট প্রায় ৮০ লাখ মানুষ মারা যায়। তাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষও ছিলেন, যারা নিজেরা ধূমপান করতেন না, কিন্তু পরোক্ষ ধূমপানের সংস্পর্শে ছিলেন।

গবেষণায় বলা হয়, পরোক্ষ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য বড় একটি ঝুঁকি। এর কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই। ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ২০৪টি দেশ ও অঞ্চলে পরোক্ষ ধূমপানের বিস্তার এবং এর কারণে রোগ ও মৃত্যুর পরিমাণ নির্ধারণ করতে গবেষণাটি করা হয়। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথের (এনআইএইচ) গবেষণা-তথ্যভান্ডার পাবমেডে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা এবং জনসংখ্যাভিত্তিক জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করেন গবেষকেরা। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৩ সালে পরোক্ষ ধূমপানের সংস্পর্শে আসা ২৭০ কোটি মানুষের মধ্যে ৭৬ কোটি ৭০ লাখ ছিল ১৪ বছর বা তার কম বয়সী শিশু। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে ১৬ লাখ ৬৬ হাজার মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই কারণে অকালে কর্মক্ষমতা হারানো এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল ইস্কেমিক হৃদরোগ। হৃদপেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছানোর কারণে যে হৃদরোগ হয় তাকে ইস্কেমিক হৃদরোগ বলে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে পরোক্ষ ধূমপানের সংস্পর্শে আসার কারণে শিশুদের আনুমানিক ৫২ লাখ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ হয়েছে। কেউ ধূমপান করলে তার আশপাশে থাকা মানুষ মূলত দুই ধরনের ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসে। একটি হলো জ্বলন্ত সিগারেট বা তামাকজাত পণ্য থেকে সরাসরি বের হওয়া ধোঁয়া। অন্যটি ধূমপায়ীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের হওয়া ধোঁয়া।

গবেষণায় বলা হয়েছে, অধূমপায়ীরা যে বাতাসে শ্বাস নেন, তাতে জ্বলন্ত তামাক থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার পরিমাণই বেশি থাকে। এই ধোঁয়া কোনো ফিল্টারের মধ্য দিয়ে যায় না। ফলে এতে থাকা বিষাক্ত ও ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিকের ঘনত্ব ধূমপায়ী যে ধোঁয়া সরাসরি টেনে নেন, তার তুলনায় বেশিও হতে পারে।

১৯৯০ সালের পর বিশ্বজুড়ে ধূমপানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও, পরোক্ষ ধূমপানের সংস্পর্শে আসা মানুষের মোট সংখ্যা তেমন কমেনি। এর কারণ হিসেবে বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অঞ্চলে পরোক্ষ ধূমপানের সংস্পর্শ বেড়ে যাওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতির শিকার। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে নারীদের মধ্যে ধূমপানের হার কম, সেসব জায়গায় নারীরা অনেক সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের ধূমপানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

গবেষকদের মতে, নারীদের স্বাস্থ্যের জন্য পরোক্ষ ধূমপান একটি বড় ঝুঁকি হলেও বিষয়টি এখনো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না।

ইউরোপের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে কানাডা

নজরুল ইসলাম মিন্টু: কানাডা দ্রুত নিজের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত মানচিত্র বদলে নিচ্ছে। কয়েক দশক ধরে যে যুক্তরাষ্ট্র ছিল কানাডার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য অংশীদার, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও একের পর এক হুমকির পর সেই নির্ভরতার বিকল্প খুঁজতে এখন ইউরোপের দিকে আরও দৃঢ়ভাবে হাত বাড়াচ্ছে অটোয়া।

ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাকে একসঙ্গে নিয়ে বিস্তৃত একটি নতুন জোট গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। লক্ষ্য শুধু দুই পক্ষের ব্যবসা বাড়ানো নয়। বদলে যাওয়া বিশ্বব্যবস্থায় নিজেদের জন্য আলাদা ও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনার বিস্তারিত আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন তাঁর 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন' ভাষণে তুলে ধরতে পারেন। এর পরদিন ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির। একটি অ-ইউরোপীয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর এভাবে ইউরোপীয় আইনপ্রণেতাদের সামনে উপস্থিত হওয়াটিও দুই পক্ষের দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার বড় রাজনৈতিক বার্তা।

কানাডা কতটা কাছে যেতে পারে, এখন সেই সীমাটিই খুঁজছেন দুই পক্ষের কর্মকর্তারা। পূর্ণ সদস্য না হয়েও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কাঠামোর সঙ্গে কানাডাকে আরও গভীরভাবে কীভাবে যুক্ত করা যায়, তা *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আর ভরসা নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় দক্ষিণ কোরিয়া

উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকি এবং যুক্তরাষ্ট্রের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের মুখে সিউল এখন নিজস্ব সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে। ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দেশের নিরাপত্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় শেষ। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) সংসদে দাঁড়িয়ে শাসক দলের নেতা কিম মিন-সক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আর আগের মতো দয়ালু বড় ভাই নয়। তারা এখন নিজেদের স্বার্থে কঠিন দরকষাকষি করছে। তাই সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে এখন থেকেই নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এই উদ্বেগের মূল *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে এখনই অন্য কোনো দেশকে নেওয়া হচ্ছে না: পাকিস্তান

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, এই মুহূর্তে মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে অন্য কোনো দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না এবং বিষয়টি আপাতত আলোচনায়ও নেই।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র সাজ্জাদ হায়দার খান।

তিনি বলেন, জোটটি মূলত 'প্রতিরোধের মাধ্যমে আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক জোট'।

সাজ্জাদ হায়দার খান বলেন, বর্তমানে জোট সম্প্রসারণের বিষয়টি 'আলোচনায় নেই'। আগে পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্ককে তাদের সংগঠন ও সহযোগিতা আরও সুসংহত করতে হবে।

তিনি বলেন, এই সংহতকরণ প্রক্রিয়া শেষ হবার পরে একই ধরনের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী সব দেশের জন্য চুক্তিটি উন্মুক্ত থাকবে।

মুখপাত্র বলেন, চুক্তির কাঠামোর আওতায় তিন সদস্যদেশ বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ করছে। পরবর্তী সময়ে চুক্তি *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

সৌদি-যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা থেকে কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৩৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে, যা আগের অর্থবছরের ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি। প্রধান বিদেশি শ্রমবাজারগুলোর বেশির ভাগ থেকেই রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে নিলোফার চৌধুরী মনির এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।

মন্ত্রী জানান, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ইতালি, ওমান, কুয়েত, কাতার, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জর্ডান ও গ্রিসসহ প্রধান উৎস দেশগুলো থেকে রেমিট্যান্স বেড়েছে।

তিনি বলেন, রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে সৌদি আরবের অবস্থান ধরে রেখেছে। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৪ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স ৩ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৫ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স ৪ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৪ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। অন্যদিকে, মালয়েশিয়া থেকে রেমিট্যান্স ২ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৩ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

ইতালি ও ওমান থেকে রেমিট্যান্স বেড়ে ২ দশমিক *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ঋণ নেওয়ার খরচ কমছে, তবু মিলছে না ঋণগ্রহীতা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ঋণের টাকা আগের চেয়ে সস্তা হচ্ছে, অর্থাৎ সুদের হার নিম্নমুখী। তবে ঋণের খরচ কমে আসার এই প্রবণতা কোনো অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বার্তা দিচ্ছে না; বরং এটি অর্থনীতিতে তৈরি হওয়া এক গভীর স্থবিরতারই প্রতিফলন।

ব্যাংকগুলোতে অলস বা অতিরিক্ত তারল্য জমা হওয়ার পাশাপাশি ঋণের চাহিদা তলানিতে নামায়-আমানত ও ঋণের সুদের হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকও নীতি সুদহার (পলিসি রেট) কমিয়ে সহজ মুদ্রানীতির দিকে হেঁটেছে, যা মানি মার্কেটের সুদের হারের ওপর আরও নিম্নমুখী চাপ তৈরি করেছে।

আর্থিক স্বাস্থ্য ভালো এমন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সম্প্রতি তাদের আমানত ও ঋণের সুদের হার ১ থেকে ২ শতাংশ পয়েন্ট পর্যন্ত কমিয়েছে। আর এমন সময়ে তা হয়েছে, যখন গত জুনে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৪.৪৭ শতাংশে-যা গত ৩৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংকে আমানতের গড় সুদের হার ৭ থেকে ৮ শতাংশ, এবং ঋণের সুদের হার ১০ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণের চাহিদা প্রায় না থাকায়-ব্যাংকগুলো সরকারি সিকিউরিটিজে (ট্রেজারি বিল ও বন্ড) বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। ফলে এসব বিল ও বন্ডের সুদ বা রিটার্নও কমে একক অঙ্কে নেমে এসেছে। ২০২৬ সালের জুন নাগাদ ব্যাংকিং খাতে মোট অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ বার্ষিক ভিত্তিতে ৩৯.৪০ শতাংশ বেড়ে ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারেও একই ধরনের ভারসাম্যহীনতা দেখা যাচ্ছে। পর্যাপ্ত ডলারের প্রবাহ থাকলেও আমদানির চাহিদা কম থাকায় টাকার মান বেড়ে যাওয়ার চাপ তৈরি হয়েছে। দেশীয় মুদ্রা অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে যাতে রপ্তানিকারক ও প্রবাসী আয় প্রেরণকারীরা *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের আট বিভাগীয় শহরে ১৫ তলার ক্যান্সার, কিডনি ও হৃদরোগ হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: ক্যান্সার চিকিৎসার বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাজধানীমুখী রোগীর চাপ কমাতে দেশের আট বিভাগীয় শহরের মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে ১৫ তলা বিশিষ্ট সমন্বিত ক্যান্সার, কিডনি ও হৃদরোগ হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এসব হাসপাতালে রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ও আধুনিক পিইটি-সিটি স্ক্যানের মতো উন্নত চিকিৎসাসেবা ও পরীক্ষার সুবিধা থাকবে। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ৬ লাখ মানুষের চাকরি হারানোর শঙ্কা, বাড়তে পারে দারিদ্র্য জানালো বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আঁচ এসে লাগছে বাংলাদেশের মানুষের ঘরে। জ্বালানির দাম বাড়ছে, গ্যাসের সংকটে কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, সার উৎপাদন কমছে। এর প্রভাব পড়ছে পরিবহন থেকে কৃষি, খাবারের দাম থেকে মানুষের আয়-রোজগারে।

বিশ্বব্যাংকের আশঙ্কা, এই সংকট দীর্ঘ হলে বাংলাদেশে প্রায় ৬ লাখ চাকরি হারানোর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে চলতি বছর দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার কথা ছিল যাদের, তাদের সংখ্যাও অনেক কমে যেতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের জুনের মাঝামাঝি সময়ের মূল্যায়নে এসব ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে। সরকারকে বাজেট সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তাবিত একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এই সংকটে পড়েছে এমন এক সময়ে, যখন অর্থনীতি এমনিতেই বেশ চাপে আছে। মূল্যস্ফীতি বেশি, ব্যাংক খাত দুর্বল এবং সরকারের হাতে খরচ করার মতো অর্থও কমে এসেছে।

পরিস্থিতিও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু না হলে এ বছর প্রায় ১৭ লাখ মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু এখন সেই সংখ্যা কমে দাঁড়াতে পারে মাত্র ৫ লাখে। অর্থাৎ যুদ্ধের কারণে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ হারাতে পারেন আরও অনেক মানুষ।

যুদ্ধের আরেকটি বড় প্রভাব পড়তে পারে পণ্যের দামে। বিশ্বব্যাংক বলছে, এ বছর দেশে দারিদ্র্য বাড়ার ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির ভূমিকা থাকবে প্রায় ১০ শতাংশ।

গত কয়েক বছরে দেশে দারিদ্র্যও বেড়েছে। নতুন কর্মসংস্থান খুব বেশি তৈরি হয়নি। মানুষের আয়ও সেভাবে বাড়েনি। এর সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতি যোগ হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, শুধু ২০২৫ সালেই দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ১৪ লাখ বেড়েছে। ২০২৬ সালের *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

শুল্ক হ্রাস ও এফটিএ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যুক্ত করতে পারে ৪ বিলিয়ন ডলার জানাল বিশ্ব ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্ক কমানো এবং মুক্তবাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে ভালোভাবে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারের বাড়তি জিডিপি যুক্ত হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রাথমিক বিশ্লেষণে এ তথ্য উঠে এসেছে। তবে বৈশ্বিক *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

স্পেনে দ্বিতীয় ক্লাব কিনতে যাচ্ছেন মেসি

পরিচয় ডেস্ক: খেলোয়াড় হিসেবে ফুটবল বিশ্বে নিজের সাম্রাজ্য গড়েছেন অনেক আগেই। এবার মাঠের বাইরেও স্প্যানিশ ফুটবলে নিজের প্রভাব আরও বাড়ানোর পথে লিওনেল মেসি। স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব এলদেন্সে মালিকানা নেওয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক সমঝোতায় পৌঁছেছেন ইন্টার মায়ামির এই আর্জেন্টাইন তারকা। এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে ইএসপিএনের একটি সূত্র। বর্তমানে এলদেন্সের মালিক কলম্বিয়ার বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান গ্রুপো টিএইচ। কলম্বিয়া ও সুইজারল্যান্ডেও একাধিক ক্লাবের মালিকানা রয়েছে এই গোষ্ঠীর।

তবে মেসির সঙ্গে চুক্তিটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এ জন্য প্রথমে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষ করতে হবে। পাশাপাশি স্পেনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনও নিতে হবে।

সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে স্পেনে এটি হবে মেসির মালিকানাধীন দ্বিতীয় ক্লাব। এর আগে চলতি বছরই জানা যায়, বার্সেলোনায় অবস্থিত পঞ্চম বিভাগের ক্লাব করনেল্লার মালিকানা কিনেছেন তিনি। তবে এলদেন্সের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ করনেল্লা এখনো আধা-পেশাদার ক্লাব। অন্যদিকে এলদেন্স স্পেনের পেশাদার ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে খেলছে। অর্থাৎ এলদেন্সের মালিকানা নিলে স্পেনে মেসির প্রথম পেশাদার ক্লাব হবে এটি।

ক্লাব মালিকানার দিক থেকে স্পেনেই অবশ্য মেসির একমাত্র বিনিয়োগ নয়। উরুগুয়ের দেপোর্তিভো এলএসএসের সঙ্গেও তিনি সতীর্থ লুইস সুয়ারেজের পাশাপাশি আংশিকভাবে যুক্ত।

তাৎক্ষণিকভাবে এলদেন্স ও করনেল্লার মালিকানা মেসির জন্য বড় কোনো সমস্যার কারণ হওয়ার কথা নয়। কারণ দুই ক্লাবের মধ্যে তিন বিভাগের ব্যবধান রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে করনেল্লাকে নিয়ে মেসির পরিকল্পনায় এর প্রভাব পড়তে পারে। মেসি যদি দুই ক্লাবেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার হন এবং কোনো একসময় করনেল্লা ও এলদেন্স একই বিভাগে উঠে আসে, তখন জটিলতা তৈরি হতে পারে। স্প্যানিশ রয়্যাল ফুটবল ফেডারেশন একই মালিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানাধীন দুই ক্লাবকে একই বিভাগে খেলতে দেওয়ার অনুমতি দেবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ফলে করনেল্লাকে নিয়ে মেসির উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা থাকলে ভবিষ্যতে সেটি সীমিত হতে পারে।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এলদেন্সের ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে স্পেনের শীর্ষ দুই বিভাগের বাইরে। ২০২৩ সালে ১৯৬৪ সালের পর প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় বিভাগে ওঠে তারা। তবে ২০২৫ সালে আবার অবনমিত হয়ে যায়। চলতি গ্রীষ্মেই দ্বিতীয় বিভাগে ফিরে এসেছে ক্লাবটি।

কিন্তু নতুন মৌসুমের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি এলদেন্সের। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে একটিতেও জয় পায়নি তারা। এর জেরে চলতি সপ্তাহের শুরুতেই কোচ ক্লদিও বারাগানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে কোচ ছাড়াই চলছে ক্লাবটি।

এলদেন্সের ঘরের মাঠ নুয়েভো পেপিকো আমাত। স্পেনের এলদা শহরে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামে একসঙ্গে ৫ হাজার ৭৭৬ দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন।

ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে ফিরলেন মেসি, এবারও নেই রোনালদো

পরিচয় ডেস্ক: দুই বছর পর আবার ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ফিরলেন মহাতারকা লিওনেল মেসি। জাতীয় দল আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ও ক্লাব পর্যায়ে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে আলো ছড়ানোর স্বীকৃতি পেলেন তিনি।

ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি'অরের জন্ম ফরাসি ম্যাগাজিন 'ফ্রান্স ফুটবল'-এর হাত ধরে। তারা ২০২৬ সালের বর্ষসেরা খেলোয়াড় বেছে নিতে মঙ্গলবার ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে। গত মৌসুমের পারফরম্যান্সের (৩ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৬) ভিত্তিতে মনোনয়ন পেয়েছেন ফুটবলাররা।

গত দুইবার ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পাননি আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড মেসি। রেকর্ড আটবার এই সম্মাননা জিতেছেন তিনি, সবশেষটি পেয়েছিলেন ২০২৩ সালে। এই নিয়ে ১৭তম বারের মতো মনোনয়ন পেলেন তিনি।

ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় সবচেয়ে বেশিবার ঠাঁই পাওয়ার রেকর্ড অবশ্য আরেক মহাতারকা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর দখলে। তিনি ১৮ বার মনোনয়ন পেয়েছেন। তবে ২০২২ সালের পর আর সংক্ষিপ্ত তালিকায় সুযোগ হয়নি পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ের এই লড়াইয়ে অনুমিতভাবে আছেন বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন, রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে, বার্সেলোনার স্প্যানিশ উইঙ্গার লামিন ইয়ামাল ও ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ডের মতো তারকারা। আরও আছেন গতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী উসমান দেম্বেলে ও ২০২৪ সালের ব্যালন ডি'অরজয়ী রদ্রি। তবে নেই বার্সেলোনার ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রাফিনিয়া।

এবার ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে ফেভারিট ভাবা হচ্ছে কেইনকে। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে গত মৌসুমে তিনি ৬৫ ম্যাচে ৭৩ গোল ও ৮ অ্যাসিস্ট করেন। বায়ার্নের বুন্ডেসলিগা ও জার্মান কাপ জয়ের পাশাপাশি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সেমিফাইনালে ওঠায় ছিল তার বড় অবদান।

প্যারিসের বদলে আগামী ২৬ অক্টোবর লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে ব্যালন ডি'অরের এবারের আয়োজন। এই পুরস্কারের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের পর থেকে নিয়মিতভাবে প্যারিসের থিয়েটার দ্যু শাতলেতে হয়েছে জমকালো অনুষ্ঠানটি।

৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

জুড বেলিংহাম (রিয়াল মাদ্রিদ/ইংল্যান্ড)

পাউ কুবারসি (বার্সেলোনা/স্পেন)

ইমরান খানের সঙ্গে 'ন্যায্য আচরণ' করার আহ্বান আকরামের

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা পেসার তিনি। আবার ইমরান খানের নেতৃত্বে ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সেই ইমরানই এখন কারাগারে। তিন বছর ধরে সাবেক অধিনায়কের কোনো ছবিও দেখেননি ওয়াসিম আকরাম। ইমরানের এই অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি তার সঙ্গে 'ন্যায্য আচরণ' করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির কিংবদন্তি এই পেসার।

ইমরান খান ২০২৩ সাল থেকে কারাগারে আছেন। গত বছরের শেষ দিকে দুর্নীতির মামলায় তাকে ও তার স্ত্রীকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে দুজনেই তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যকার লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের মধ্যাহ্নবিরতিতে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল আথারটনের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে স্কাই স্পোর্টস। সেখানে ইমরানের দুই ছেলে কাসিম ও সুলাইমান পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাদের বাবার সঙ্গে যে আচরণ করছে, তার তীব্র সমালোচনা করেন।

সাক্ষাৎকারটি প্রচারের পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে, কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, মধ্যাহ্নবিরতির পর মাঠে নামতে অস্বীকৃতি জানানোর কথাও বিবেচনা করেছিল তারা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনো বয়কট হয়নি। নির্ধারিত সময়েই খেলা শুরু হয় এবং পাকিস্তান ১৯৪ রানে হেরে যায়। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে তারা।

এর আগে আগস্টে মাইকেল আথারটনসহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সাবেক ২১ অধিনায়ক ইমরান খানের সঙ্গে মানবিক ও 'মৌলিক মানবিক বিবেচনা' অনুযায়ী আচরণ করার জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবার সেই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করলেন ওয়াসিম।

সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ান বোথামের সঙ্গে যৌথ ভাবে পরিচালিত 'ওল্ড বয়েজ, নিউ বলস' পডকাস্টে ওয়াসিম বলেন, 'ইমরানের পক্ষে সম্প্রতি যারা আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন, সেই সব অধিনায়ককে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

ইমরানকে বন্ধু, পরামর্শদাতা ও নেতা হিসেবে কতটা মিস করেন, সেটিও জানিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি বাঁহাতি পেসার, 'আমি আমার অধিনায়ককে মিস করি। একজন বন্ধু হিসেবে তাঁকে মিস করি, একজন পরামর্শদাতা হিসেবে মিস করি, একজন নেতা হিসেবে মিস করি। আমরা তিন বছর ধরে তাঁর কোনো ছবিও দেখিনি।'

এরপর পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশে সরাসরি আহ্বান জানান আকরাম, 'আমরা এই সরকারের কাছে যা চাই, তা হলো আগে অন্য রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করা হয়েছে, তার সঙ্গেও যেন ন্যায্য আচরণ করা হয়।'

ইমরানের মুক্তির আশাও প্রকাশ করেছেন আকরাম, 'আঙুল ক্রস করে রাখছি।

আয়শা ওয়াহাবের বিজয় আমেরিকার যে চেহারা তুলে ধরে

সালেহ উদ্দিন আহমদ

যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে আমরা যে খবর পড়ি, তার প্রায় সবই নেতিবাচক। ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগান যুদ্ধ এবং চলমান ইরান যুদ্ধ কোনোটাই যুক্তরাষ্ট্রের সুনাম বাড়ায়নি। গাজায় যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইসরায়েলকে ধ্বংসের মদদ জুগিয়েছে, তা নিয়ে আমাদের দেশে অনেক প্রতিবাদ হয়েছে।

সম্প্রতি ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং বাণিজ্যচুক্তি নিয়েও অনেক সমালোচনা হচ্ছে। এসব নিয়ে আমিও অনেক সমালোচনামূলক কলাম লিখেছি।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সবই কি নেতিবাচক? সবকিছুই কি সমালোচনার বিষয়? যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ভালো ও ইতিবাচক দিকগুলো আমরা অনেক সময় এড়িয়ে যাই। নানাভাবে সমালোচিত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও আরেক যুক্তরাষ্ট্র আছে, যার উন্মুক্ত সুযোগ-সুবিধা অনেক আলোচনা থেকেই বাদ পড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র শুধু যুদ্ধ, আধিপত্য ও ট্রাম্পের খামখেয়ালি নীতির ধারক নয়। যুক্তরাষ্ট্র মানুষের স্বপ্ন গড়ারও দেশ। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মানুষ আসে এখানে স্বপ্ন গড়তে। কে কার ছেলে, কার মেয়ে, কোথা থেকে এসেছেন, এসব কোনো ব্যাপার নয়। যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ নিজ নিজ মেধা দিয়ে নিজের স্বপ্ন গড়ে তোলে।

একজন বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে এসে ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট ম্যাকডোনাল্ডে কাজ করেছেন প্রথম সাত বছর, এখন তিনি বারোটা ম্যাকডোনাল্ডের মালিক। যাঁরা পেশাজীবী নন, তাঁদের অনেকেই ট্যাক্সি চালিয়ে বা ছোটোখাটো কাজ করে বাড়ি-গাড়ি কিনে ছেলেমেয়েদেরকে ভালো কলেজে পড়াচ্ছেন। তবে সবাইকে যুক্তরাষ্ট্রে আইন মেনে আসতে হয় এবং আইন মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশিরা নিউইয়র্ক শহরের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, পার্কচেস্টার এবং ব্রুকলিনের চার্লস ম্যাকডোনাল্ডে গড়ে তুলেছেন ছোট ছোট বাংলাদেশ, তাঁরা সবাই নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছেন নিজেদের সাফল্য। পৃথিবীর কোন জায়গায় বাংলাদেশিরা পাবেন এই সুযোগ?

সুন্দর পিচাই ভারতের তামিলনাড়ুর এক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তাঁর বাড়িতে একমাত্র ইলেকট্রনিকস যন্ত্র ছিল, একটা পুরোনো সাদাকালো টেলিভিশন। যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করে তিনি এখন গুগলের সিইও, তাঁর তিন বছরের পারিশ্রমিক প্যাকেজ ৬৯২ মিলিয়ন ডলার। অন্য দেশ থেকে আসা অসংখ্য পেশাজীবী মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, যাঁদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো।

এটা শুধু আয়শা ওয়াহাবের জয় নয়; যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল রাজনীতির এক বিরাট জয় এবং ইসরায়েলি লবি যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে হারে সমর্থন হারাচ্ছে, তার একটা বড় উদহারণ।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে রাজনীতিতেও আজকাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসলমান অধিবাসী এবং তাঁদের সন্তানেরা দারুণভাবে উৎসাহিত এবং নিজেদের অবদান রাখছেন। তাঁদের অনেকেই মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দারুণ সাফল্য পাচ্ছেন। বাংলাদেশি বংশধর রাজনীতিবিদেরাও পিছিয়ে নেই। হ্যানসেন ক্লার্ক প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, যিনি ২০১১ সালে মিশিগান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নুসরাত জাহান চৌধুরী এখন একজন ফেডারেল বিচারপতি।

বিভিন্ন রাজ্যের সিনেটর হিসেবেও বেশ কয়জন নির্বাচিত হয়েছেন-শেখ রহমান (জর্জিয়া), নাবিলা ইসলাম (জর্জিয়া), সাদ্দাম সালিম (ভার্জিনিয়া) এবং আবুল খান (নিউ হ্যামশায়ার) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

উগান্ডা থেকে আগত এক অভিবাসী পরিবারের সন্তান জোহরান মামদানিকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্ক শহরের নির্বাচিত মেয়র।

এটাই শুধু তাঁর পরিচয় নয়। মামদানি যে প্রগতিশীল রাজনীতির ধারক, তাঁকে অনুসরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যেও আরও অনেক প্রার্থী যুক্তরাষ্ট্রের নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং তাঁদের বেশ কয়জনের সাফল্য নিশ্চিত।

তাঁদের মধ্যে একজন আবদুল আল-সাইয়েদ, এক মিসরীয় অভিবাসী দম্পতির সন্তান, যিনি মিশিগানে প্রাইমারি নির্বাচনে জয়লাভ করে ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর প্রার্থী হয়েছেন। তিনি জনমত জরিপে বর্তমানে তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ৭ পয়েন্টে *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

হুতিদের শক্তি কোথায়, বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধে জড়িয়েও কেন পিছু হটল যুক্তরাষ্ট্র

মো. আবু হুরাইরাহ্

ইয়েমেনের হুতিরা লোহিত সাগর উপকূলের বন্দরনগরী মোখা ও পেরিম দ্বীপ দখল করে বাব আল-মানদেব প্রণালিতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ নিয়ন্ত্রণ বৈশ্বিক তেলবাণিজ্যকে আরেক দফা ঝুঁকিতে ফেলেছে। ইরানের অস্ত্রসহায়তায় শক্তিশালী হুতিদের বিরুদ্ধে এক বিলিয়ন ডলারের ‘অপারেশন রাফ রাইডার’ চালিয়েও ব্যর্থ হয় যুক্তরাষ্ট্র। শেষে ইসরায়েলকে পাশ কাটিয়েই যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হন ট্রাম্প, যা বিশ্লেষকদের চোখে মার্কিন কূটনৈতিক ও সামরিক পরাজয়।

ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের সামরিক কুচকাওয়াজফাইল ছবি: রয়টার্স

ইয়েমেনের পশ্চিম উপকূলজুড়ে হুতিদের অগ্রাভিযান অনেককে অবাক করেছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি গত বৃহস্পতিবার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ লোহিত সাগরের বন্দরনগরী মোখা দখল করে নেয়। এত দিন বন্দরটি ইয়েমেনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের অনুগত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ইয়েমেনের সরকারি কর্মকর্তারা গতকাল শুক্রবার মার্কিন সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) জানিয়েছেন, হুতি বাহিনী পেরিমও দখল করেছে। ময়উন নামে পরিচিত এ ছোট দ্বীপ কৌশলগতভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মানদেব প্রণালির ঠিক ভেতরে অবস্থিত। জবাবে সৌদি আরব মোখা বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে।

পেরিম দ্বীপ দখলের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত পরিস্থিতিও দ্রুত বদলে গেছে। বাব আল-মানদেব হলো, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মধ্যকার সরু প্রবেশপথ। এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ।

আরব উপদ্বীপের অন্য প্রান্তে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল এরই মধ্যে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জ্বালানি তেল রপ্তানির জন্য সৌদি আরব ক্রমেই লোহিত সাগরের নৌপথের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখন বাব আল-মানদেব প্রণালির ওপর হুতিরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় বৈশ্বিক তেলের বাজার চরম ঝুঁকিতে পড়ল।

লোহিত সাগরের গোটা ইয়েমেন উপকূল ও বাব আল-মানদেব প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলমান মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানকে বেশ সুবিধাজনক অবস্থান পাইয়ে দেওয়া এ বিদ্রোহী আসলে কারা জেনে নেওয়া যাক-

হুতি বিদ্রোহীরা ইয়েমেনের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী। ইয়েমেনের রাজধানী সানাসহ দেশটির বেশির ভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে তারা।

২০১৫ সালের মার্চে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ করে। এ অভিযানে সৌদিকে সমর্থন দেয় পশ্চিমারা। সামরিক জোট ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিমান ও স্থল হামলা শুরু করে। তবে তারা শেষ পর্যন্ত ইরান-সমর্থিত হুতিদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়।

গোষ্ঠীটির আবির্ভাব ঘটে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে। তবে তারা প্রথমবারের মতো দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে ২০১৪ সালে। সে সময় তারা ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখল করে। দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদরাব্বু মনসুর হাদিকে তারা ইয়েমেন ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে।

২০১৫ সালের মার্চে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ করে। এ অভিযানে সৌদিকে সমর্থন দেয় পশ্চিমারা। সামরিক জোট ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিমান ও স্থল হামলা শুরু করে। তবে তারা শেষ পর্যন্ত ইরান-সমর্থিত হুতিদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়।

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ইয়েমেনে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এরপর ইয়েমেন ও সৌদি আরবের মধ্যে শান্তি আলোচনা চলছিল।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

বহুমেরু বিশ্বে মধ্যম শক্তির সুযোগ যেভাবে বাড়ছে

লুসিয়ানো জাকারিয়া

চলতি সপ্তাহে বিশকেকে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমর্থন পেয়েছেন। সম্মেলনে সংস্থাটি ইরানের ওপর সামরিক হামলার নিন্দা করেছে। এসব হামলাকে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরানের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সমর্থনও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। সংঘাত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে সমাধানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

তবে সংস্থাটি ইরানকে সামরিকভাবে রক্ষার কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। রাজনৈতিক সংহতি আর সম্মিলিত প্রতিরক্ষার নিশ্চয়তা এক বিষয় নয়। ইরানের এ অভিজ্ঞতা শুধু সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সীমাবদ্ধতাই নয়, গড়ে উঠতে থাকা নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ধরনও স্পষ্ট করে।

বহু বছর ধরে বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে এমন ধারণা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে চীন, রাশিয়া এবং ব্রিকস ও সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার মতো সংগঠনকেন্দ্রিক একটি বিকল্প ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করবে। মধ্যম শক্তির দেশগুলোর কাছে এসব প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়া তাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ধারণা ছিল, পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে সম্পর্ক বাড়ালে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ ও বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি কমবে।

কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ দেখিয়েছে, এসব সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক সামরিক জোটের মতো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এর অর্থ বহুমেরুব্যবস্থা মধ্যম শক্তির জন্য ব্যর্থ হয়েছে, তা নয়; বরং নতুন ব্যবস্থাটি প্রত্যাশার চেয়ে ভিন্নভাবে গড়ে উঠছে।

একটি জোটের জায়গায় আরেকটি জোট তৈরি হওয়ার বদলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নানা ধরনের অংশীদারত্ব তৈরি হচ্ছে। এতে দেশগুলোর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকল্প বাড়ছে। কিন্তু নিরাপত্তার সংকটে কে তাদের পাশে দাঁড়াবে, সে নিশ্চয়তা বাড়ছে না। অর্থাৎ মধ্যম শক্তির দেশগুলোর চলাফেরার সুযোগ বাড়ছে, কিন্তু নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কমছে।

তুরস্ক এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। দেশটি সাত দশকের বেশি সময় ধরে ন্যাটোর সদস্য এবং পশ্চিমা নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ। তবু আঙ্কারা দেখিয়েছে, কোনো সামরিক জোটের সদস্য হওয়া মানেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হওয়া নয়। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও তুরস্ক রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়েছে এবং সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় সংলাপের অংশীদার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা নিয়েও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে তুরস্কের মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে।

এর অর্থ তুরস্ক ন্যাটো ছেড়ে চীন বা রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন কোনো জোটে যাচ্ছে না। বরং তার কৌশল হলো কোনো একটি পক্ষকে এককভাবে বেছে না নেওয়া। ন্যাটো তাকে যে নিরাপত্তাসুবিধা দেয়, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা তা দিতে পারে না। আবার রাশিয়া, চীন, ইরান, উপসাগরীয় দেশসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তুরস্কের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকল্প বাড়িয়েছে।

ব্রাজিলও একই ধরনের উদাহরণ। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক সামরিক জোটে নেই। তবে ঐতিহাসিকভাবে এমন একটি অঞ্চলে কাজ করেছে, যেখানে ওয়াশিংটন আঞ্চলিক সরকারগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট রাজনৈতিক সমর্থন আশা করে। ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আমেরিকা মহাদেশের কাউন্টার-কার্টেল জোটে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইরানের যুদ্ধসহ সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সংকটেও দেশটির অবস্থান দেখিয়েছে, আঞ্চলিক নৈকট্য মানেই যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলের সঙ্গে একমত হওয়া নয়।

তবে ব্রাজিলও পক্ষ বদল করছে না। ব্রিকসে অংশগ্রহণ, চীনের সঙ্গে বিস্তৃত অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সংস্কারের দাবির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গেও তার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ব্রাসিলিয়ার লক্ষ্য ওয়াশিংটনের ওপর নির্ভরতার বদলে বেইজিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়া নয়; বরং উভয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং প্রয়োজন হলে উভয়ের সঙ্গেই মতভেদ *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

লাতিন আমেরিকা যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে চলে যাচ্ছে

কার্লোস এইচ ব্র্যান্ড এস

লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা ক্রমে বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে গত মার্চ মাসে গঠিত আমেরিকাস কাউন্টার-কার্টেল কোয়ালিশনের (এসিসিসি) ছত্রচ্ছায়ায় মার্কিন বাহিনী মাদক পাচারের সন্দেহে বিভিন্ন জলযানে হামলা চালাচ্ছে। একই সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তারা লাতিন আমেরিকার সামরিক বাহিনীগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদার করছেন।

এটি অঞ্চলটিতে ওয়াশিংটনের সামরিকীকরণ নীতি জোরদার করার একটি প্রতিফলন, বিশেষ করে যখন সেখানে বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। লাতিন আমেরিকার জন্য এর অর্থ হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সেই পুরোনো বলপ্রয়োগকারী নীতির পুনরাবৃত্তি।

প্রতিনিধি পাঠানোর মাধ্যমে ক্ষমতার প্রদর্শন, সরাসরি মার্কিন সেনা উপস্থিতি কিংবা আঞ্চলিক ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মার্কিন সামরিক ক্ষমতার যে প্রসার ঘটছে, তা এ অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদার বা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কোনো কাজে আসবে না। বরং এটি গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং সহিংসতা ও অস্থিরতাকে আরও উসকে দিতে পারে।

মনরো নীতির প্রত্যাবর্তন

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও এসিসিসির সদস্য হিসেবে রয়েছে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ১৭টি দেশ-আর্জেন্টিনা, বাহামা, বেলিজ, বলিভিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, গায়ানা, গুয়াতেমালা, প্যারাগুয়ে, জ্যামাইকা, পানামা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, হন্ডুরাস, এল সালভাদর, ডমিনিকান রিপাবলিক, কলম্বিয়া ও পেরু।

ভেনেজুয়েলা আনুষ্ঠানিকভাবে এই জোটের অংশ না হলেও মনে হচ্ছে, দেশটি মার্কিন সামরিক অভিযানের জন্য তার ভূখণ্ড উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভেনেজুয়েলার অনানুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসিসিসি পুরো 'আন্দিয়ান আর্ক' পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সরবরাহকৃত সমস্ত কোকেন উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু। এখানেই অঞ্চলের অনেক সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

তবে এই জোট কেবল মাদকের বিরুদ্ধে লড়তেই তৈরি করা হয়নি বলেই মনে হয়। ট্রাম্প নিজেই বলেছেন, এসিসিসির অন্যতম লক্ষ্য হলো 'পশ্চিম গোলার্ধের বাইরে থেকে আসা ক্ষতিকর প্রভাব' মোকাবিলা করা, যা মূলত চীনের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সেনাবাহিনী একটি স্থল অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাত্র দুই মাস পর ফ্লোরিডায় এসিসিসি গঠিত হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

একই ধারায় আরেকটি পদক্ষেপ দেখা যায় গত ৪ আগস্ট, যখন মার্কিন সাউদার্ন কমান্ড (সাউথকম) 'ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার জয়েন্ট টাস্কফোর্স' গঠনের ঘোষণা দেয়। এর কাজ হবে 'হুমকি মোকাবিলা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার এবং দ্রুত সংকট নিরসনে মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে মার্কিন সামরিক অভিযানের সমন্বয় করা'। এই নতুন টাস্কফোর্স এসিসিসির ১৮টি সদস্যরাষ্ট্রের কমান্ড ও কন্ট্রোলকে একত্র করবে।

ওয়াশিংটন স্পষ্টতই অঞ্চলে তার একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। তারা এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায়, যা ১৮২৩ সালের 'মনরো নীতি'র এক আধুনিক সংস্করণ বা 'ট্রাম্প করোলারি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

লাতিন আমেরিকার সামরিকীকরণ

সাম্প্রতিক অভিযানগুলো নতুন করে মার্কিন সামরিক শক্তি প্রয়োগের ধরন কেমন হবে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। গত জুনে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে প্রকাশ করেন, ভেনেজুয়েলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে মার্কিন সেনাবাহিনী বলিভার রাজ্যে 'ত্রেন দে আরাগুয়া' নামের অপরাধী চক্রের নেতা হেক্টর গেরেরো ফ্লোরেসকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। পরবর্তী সময়ে ভেনেজুয়েলা সরকারও এক বিবৃতিতে দুই দেশের যৌথ অভিযানের বিষয়টি স্বীকার করে।

আগস্টের শেষ ও সেপ্টেম্বরের শুরুতে নতুন গঠিত ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার জয়েন্ট টাস্কফোর্স সন্দেহভাজন কয়েকটি জলযানে হামলা চালায়, যাতে অন্তত দুজন নিহত হয়। এটি ছিল 'সাউদার্ন স্পিয়ার' *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

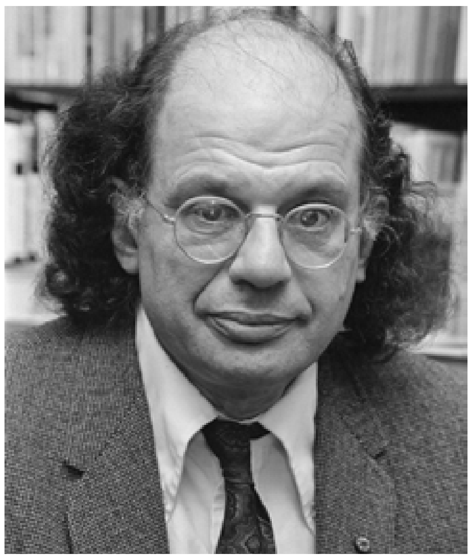

গিন্সবার্গের একটি কবিতা যেভাবে বদলে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৫৫ সালের ৭ অক্টোবর। সান ফ্রান্সিসকোর সিক্স গ্যালারিতে অল্প কয়েকজন শ্রোতার সামনে নিজের কবিতা 'হাওল' প্রথমবারের মতো আবৃত্তি করেন অ্যালেন গিন্সবার্গ।

তখনো কেউ জানত না, এই কবিতাই একসময় যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করবে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, 'হাওল' পরবর্তীতে বিট প্রজন্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করা এই বোহেমিয়ান ও অসঙ্গতিবাদী সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করতেন গিন্সবার্গ।

কিন্তু কবিতাটি প্রকাশের দুই বছরের মধ্যেই সেটি সাহিত্য থেকে আদালতের কাঠগড়ায় চলে যায়। ১৯৫৭ সালে 'হাওল' বিক্রির অভিযোগে বইয়ের দোকানের মালিক লরেন্স ফেরলিংগেট্টি ও ব্যবস্থাপক শিগ মুরাওয়ের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা মামলার বিচার শুরু হয়। সেই মামলার রায় পরবর্তী কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে সাহিত্যিক সেন্সরশিপের ধারা বদলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অশ্লীলতার অভিযোগে গ্রেপ্তার

১৯৫৬ সালে সান ফ্রান্সিসকোর সিটি লাইটস বুকসে গিন্সবার্গের 'হাওল অ্যান্ড আদার পোয়েমস' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে বইটির বিক্রি খুব বেশি ছিল না। বিবিসি জানায়, কম খরচে ছাপার জন্য বইটি ইংল্যান্ডে মুদ্রণ করা হয়েছিল। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য বইটি আমদানি করা হয়। প্রথম চালান কোনো সমস্যা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছালেও ১৯৫৭ সালের মার্চে যুক্তরাজ্য থেকে আসা ৫২০টি কপি মার্কিন কাস্টমস জব্দ করে। কারণ, সেগুলোকে অশ্লীল বলে মনে করা হয়েছিল।

একজন পরিদর্শক তখন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না আপনার সন্তানরা এটি পড়ে ফেলুক।'

এর কয়েক মাস পর জুনে দুই পুলিশ সদস্য গোপনে ক্রেতা সেজে সিটি লাইটস থেকে বইটির একটি কপি কেনেন। এরপর বইয়ের দোকানের মালিক ফেরলিংগেট্টি ও ব্যবস্থাপক মুরাওকে গ্রেপ্তার করে অশ্লীল সাহিত্য বিক্রির অভিযোগ আনা হয়।

১১২ স্তবকের কবিতাটিতে মাদক গ্রহণ ও মানসিক অসুস্থতার স্পষ্ট বর্ণনা ছিল। এর পাশাপাশি ছিল অশালীন ভাষার ব্যবহার। ফলে রক্ষণশীল মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

'আমেরিকান স্ক্রিম: অ্যালেন গিন্সবার্গস হাওল অ্যান্ড দ্য মেকিং অব দ্য বিট জেনারেশন' বইয়ের লেখক জোনাহ রাসকিন বিবিসিকে বলেন, বইটি প্রকাশের সময় যুক্তরাষ্ট্রে শীতল যুদ্ধের সংস্কৃতির চূড়ান্ত পর্যায় চলছিল। সংবাদ ও তথ্যের ওপর সেন্সরশিপ, তীব্র সামাজিক একরূপতা এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে মানুষের ওপর নিপীড়ন তখন বাস্তবতা ছিল।

'হাওল' কীভাবে তৈরি হলো

গিন্সবার্গ ১৯৫৫ সালের ৮ জুন 'হাওল' লেখা শুরু করেন। তার বন্ধু জোয়ান ভলমারের সঙ্গে স্বপ্নে কথোপকথনের পর তিনি লেখাটি শুরু করেছিলেন। ভলমারও ছিলেন বিট আন্দোলনের শুরুর দিকের একজন লেখক। ১৯৫১ সালে মেক্সিকোয় উইলিয়াম এস বারোজের গুলিতে তিনি মারা যান ভলমার।

লেখাটি প্রথমে 'ড্রিম রেকর্ড: জুন ৮, ১৯৫৫' নামে লেখা শুরু হয়েছিল। পরে সেটিই তিন অংশের দীর্ঘ কবিতা 'হাওল'-এ রূপ নেয়।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কবিতাটিতে গিন্সবার্গ মানসিক অসুস্থতাকে একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে চুরি করা মালামাল রাখার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন গিন্সবার্গ। এরপর একটি সমঝোতার অংশ হিসেবে তিনি আট মাস নিউইয়র্ক স্টেট সাইকিয়াট্রিক ইনস্টিটিউটে ছিলেন। তার মা এবং দীর্ঘদিনের সঙ্গী পিটার অরলভস্কিও গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ছাপ পাওয়া যায় কবিতার বহুল আলোচিত শুরুর পঙ্‌ক্তিতে, যেখানে তিনি লিখেছিলেন,

কবিতার দ্বিতীয় অংশ লেখার সময় গিন্সবার্গ একটি ভয়াবহ মাদকজনিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান। সেই সময় সান ফ্রান্সিসকোর ফ্রান্সিস ড্রেক ভবনকে তার কাছে দানবীয় মনে হয়েছিল।

তবে 'হাওল' শুধু মানসিক অসুস্থতা নিয়ে লেখা ছিল না। এটি ১৯৫০-এর দশকের রক্ষণশীল আমেরিকার সামাজিক রীতিনীতি ও নিপীড়নমূলক কাঠামোরও তীব্র সমালোচনা ছিল।

কবিতায় 'মোলক' নামের একটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়। হিব্রু বাইবেলে উল্লেখ থাকা এক দুর্নীতিগ্রস্ত দেবতার নাম থেকে নেওয়া এই প্রতীক গিন্সবার্গের কাছে পুঁজিবাদ, সরকারি নিপীড়ন এবং সামরিক-শিল্প কাঠামোসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কবিতাটিতে মুক্ত চিন্তা ও মাদক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়। এর ভাষা ছিল তীব্র ও চিত্রকল্প ছিল অনেকটাই পরাবাস্তব। আবৃত্তির সময় এর অনিয়মিত, জ্যাজ সংগীতের মতো ছন্দও আলাদা বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছিল। জোনাহ রাসকিনের ভাষ্য, কবিতাটির মধ্যে 'বিদ্রোহের এক সংক্রামক শক্তি' ছিল। এটি আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে ছিল বিপ্লবী।

আদালতে 'হাওল'

১৯৫৭ সালের ১৬ আগস্ট ফেরলিংগেট্টি ও মুরাওয়ের বিচার শুরু হয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের অশ্লীলতা আইনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল, যা তাদের পক্ষে যায়। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিচার শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে 'রথ বনাম যুক্তরাষ্ট্র' মামলার রায়ে নতুন একটি মানদণ্ড তৈরি হয়েছিল। সেখানে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর অধীনে সাহিত্যকর্মের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা স্বীকার করা হয়।

তবু প্রসিকিউশন দাবি করে, 'হাওল'-এর কোনো সামাজিক মূল্য নেই, এটি কিশোর অপরাধকে উৎসাহিত করে এবং বইটি বিক্রির ক্ষেত্রে ফেরলিংগেট্টি ও মুরাওয়ের অশ্লীল উদ্দেশ্য ছিল।

আসামিপক্ষের হয়ে কাজ করে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন। প্রধান আইনজীবী ছিলেন বিখ্যাত ফৌজদারি আইনজীবী জেক এরলিখ। কবিতাটির সাহিত্যিক মূল্য প্রমাণে তিনি নয়জন বিশিষ্ট গবেষক, সমালোচক ও অধ্যাপককে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আনেন।

বিচারের সময় গিন্সবার্গ ইউরোপ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। তবে তিনি ফেরলিংগেট্টির প্রতি সমর্থন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

৩ অক্টোবর বিচারক ক্লেটন হর্ন রায় দেন, 'হাওল' অশ্লীল নয়। তার গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল, কবিতাটির 'সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে'।

বিচারক আরও বলেন, সাহিত্যকর্মের কোনো অংশকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, পুরো প্রকাশনাটিকে তার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, শব্দভাণ্ডারকে যদি নিষ্প্রাণ ভদ্রভাষায় সীমাবদ্ধ করতে হয়, তাহলে সংবাদপত্র বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে কীভাবে?

রায়ের পর বদলে গেল সেন্সরশিপ

রায়টির সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল ব্যাপক। গিন্সবার্গের জন্য এটি শুধু তার কবিতার স্বীকৃতি ছিল না, বরং তাকে ব্যাপক পরিচিতিও এনে দেয়।

'হাওল অ্যান্ড আদার পোয়েমস' পরে প্রায় ১০ লাখ কপি বিক্রি হয়। এই সাফল্য গিন্সবার্গকে আরও স্বাধীনভাবে লেখার সাহস দেয়। ১৯৭৩ সালের 'দ্য ফল অব আমেরিকা: পোয়েমস অব দিজ স্টেটস' বইয়েও তিনি যুদ্ধবিরোধিতা ও কর্তৃত্ববিরোধী বিষয় নিয়ে স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন।

তার সহযাত্রী বিট লেখক উইলিয়াম এস বারোজ ও জ্যাক কেরুয়াকও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাদের লেখায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক জাগরণের মতো বিষয় গুরুত্ব পায়।

বিটডম' সাময়িকীর লেখক ও সম্পাদক ডেভিড এস উইলসের মতে, 'হাওল'-এর বিচার এত আলোচিত না হলে বিট প্রজন্মও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারত না।

তবে এর চেয়েও বড় প্রভাব পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। উইলসের মতে, বিচারক হর্নের রায় ছিল এমন একটি বাঁকবদলের মুহূর্ত, যার পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে।

পরবর্তী কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে আগে নিষিদ্ধ থাকা বেশ কয়েকটি বই আদালতের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়। এর মধ্যে ছিল ডিএইচ লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' এবং হেনরি মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যানসার'।

প্রকাশকেরাও এরপর আরও সাহসী হয়ে ওঠেন। ১৯৬২ সালে গ্রোভ প্রেস উইলিয়াম এস বারোজের বিতর্কিত উপন্যাস 'নেকেড লাঞ্চ' প্রকাশ করে।

ডেভিড উইলসের মতে, সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে এমন যেকোনো কাজের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তখন অনেক বেশি উদার হতে শুরু করে। 'হাওল' ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব হতো কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান।

এই রায়ের প্রভাব হলিউডেও পড়ে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা 'সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ' এই আইনি মানদণ্ড ব্যবহার করে চলচ্চিত্রে আগে নিষিদ্ধ থাকা বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার সুযোগ পান। এর ফলে মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের কঠোর 'হেইস কোড'-এর বিধিনিষেধ এড়িয়ে আরও বিস্তৃত বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথও তৈরি হয়।

একটি কবিতাকে ঘিরে শুরু হওয়া সেই মামলাটি তাই শেষ পর্যন্ত শুধু অ্যালেন গিন্সবার্গ বা 'হাওল'-এর ভাগ্যই বদলায়নি। যুক্তরাষ্ট্রে সাহিত্য, শিল্প ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমানাও নতুন করে নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিল।

প্রকাশকেরাও এরপর আরও সাহসী হয়ে ওঠেন। ১৯৬২ সালে গ্রোভ প্রেস উইলিয়াম এস বারোজের বিতর্কিত উপন্যাস 'নেকেড লাঞ্চ' প্রকাশ করে। ডেভিড উইলসের মতে, সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে এমন যেকোনো কাজের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তখন অনেক বেশি উদার হতে শুরু করে। 'হাওল' ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব হতো কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান।

কাকন রেজার গুচ্ছ কবিতা

দৃশ্য ও অদৃশ্য

ও'দুটো চোখের কথা বলি
সম্প্রতি চশমায় পড়েছে যা ঢাকা
ও'দুটো চোখের কথা বলি
গল্পের আড়ালে অশ্রু জুড়ে থাকা
এবার মুখের কথা বলি
ক্যানভাসে আঁকা দৃশ্যের মতো স্থির
এবার মুখের কথা বলি
কপোলে কপালে সকল রঙ অস্থির
এবং ঠোঁটের কথা বলি
থাক, যত কম বলা যায় কথা
এবং ঠোঁটের কথা বলি
কী দারুণ ধরে রাখে না বলার ব্যাকুলতা

সে যদি

দীপাবলি কি জ্বালাতে পারে আলো
যদি সে না বাসে ভালো;
আলোর ব্যাখ্যা খুব সহজ হয়ে গেলো
কী আর করা, চিন্তাটা এলেমেলো।
না, পান করিনি, নেশা নেই কোনো
শুধু সেই তুমি ছাড়া;
দীপাবলির আলো দেখায় না পথ
কেন্দ্রবিন্দু সে, চোখেরা দিশেহারা।
তুমি আলোর কথা বলো সাথে আঁধার
আঁধারের গহীনে যে আলো;
তুমিও জানো কে আছে অপেক্ষায়
খোদ আঁধার সে এবং জমকালো।
দীপাবলি কি জ্বালাতে পারে আলো
সে যদি না বাসে ভালো...

রোমান বন্ধু আমার

কতটা পথ পেরিয়ে এসেছি একান্তে, বাসস্টপে একা
রোমান, বন্ধু আমার, দুরত্বই নিয়তি, পথের কাছে শেখা
বাস ছেড়ে গেছে, পিছে পড়ে থাকা ফড়িঙ, ঘাসফুল
রোমান, বন্ধু আমার, গোছানো ব্যাগে থাকে পুরানো সব ভুল
মূলত ভুলই সত্য, আমাদের যাত্রার পুরোটা ভুলের সাথে
রোমান, বন্ধু আমার, একই শহরে বাস করি স্থবির সংঘাতে
কতটা, কতদূর গেলে আর ভুলগুলো ফোটাবে আবার ফুল
রোমান, বন্ধু আমার, এ উত্তর কারোই জানা নেই সত্যি বিলকুল

বৃক্ষপুরাণ

গাছেদের গোপন কিছু নেই, সব প্রকাশ্যে
এবং প্রণয় ও অঙ্কুরোদগম;
বৃক্ষগণ সব প্রকাশ্যেই করে, ফুল ফোটে
মিলনের সাক্ষী মনোরম।
তুমি তো পড়োনি বৃক্ষকথা
গ্রন্থিত আছে তার সেই পুরাণে;
পাখিরা জানে তাই নির্ভয়
আকাশ মেলে দেয় ডানা উজাড় উড়ানে।

পুনর্বার

অনেকদিন পর ফিরলাম,
হ্যাঁ অনেকদিন পর
তবু হয়নি তার অবসর
ফিরে তাকাবার
পুনর্বার
নির্বাসন ও অজ্ঞাত বাস
অসম্ভব সর্বনাশ
যেতে যেতে দেখি
অত:পর তাকে লিখি
কবিতা মন্ত্রের নামে
তপোধামে
তাকে জপি খুব
বদনামে আমি অপরূপ

এবং পরাবাস্তব কবিতা

খুব পরাবাস্তব কবিতা লিখবো
লিখবো, স্বপ্নেরা নিষিদ্ধ হলো তখন, যখন লিঙ্গরা উত্থিত হলো
নাকি লিঙ্গের জায়গায় শিশ্ন হবে
বড়লোকের লিঙ্গ থাকে না, শিশ্ন থাকে,
গরীবের থাকে লিঙ্গ
বাতাসে লুঙ্গি উড়ে গেলে আশ্চর্যরকম ঝুলে থাকে তা
লুঙ্গির সাথে লিঙ্গের একটা কাব্যিক মিল রয়েছে
কাব্য কাকে বলে, লিঙ্গের উত্থান
নাকি শিশ্ন থেকে নির্গত তাপিত জল
জল শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, পানির কথা থাক
দরিদ্ররা পানি খায়, ধনীরা জল পান করেন, জলেরা ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ্যবাদ রক্ষিতার অনুমতি দেয়
অপ্সরা এবং রক্ষিতার তেমন কোনো অমিল নেই
খুব পরাবাস্তব কবিতা লিখবো
যোনির স্খলিত জল শুদ্ধ সাংস্কৃতিক এবং স্বপ্নের
ভেতর উত্থিত শিশ্ন
লিঙ্গ থাক, ওটা শূদ্রদের লুঙ্গির নিচে থাকুক
বাতাস যতক্ষণ না ওড়ায়, ততক্ষণ আশ্চর্যরকমের
ঝুলে থাক
যেমন ঝুলে থাকে সময় জীবনের সকল পরম্পরায়

নেমেসিস কাব্য

কুয়াশা ঘিরেছে চারিদিক
অথচ শীত আসতে রয়েছে বাকি ঢের;
জমে যাচ্ছে মানুষ, বরফ ঠোঁট
আঙুল শাসায় চুপ, এই সংকেত কিসের?
কবিতার জন্য খুলে যায় শিরস্ত্রাণ
কবির শিরচ্ছেদ ঘোষণা হয়;
দিগন্তজোড়া সশব্দ কুয়াশার ভীড়ে
শোষক খুলিতে জাগে নেমেসিস ভয়।
জানি তো, নেমেসিস নেমেছে পথে
পথ কাঁপে গর্বের সে ভারে;
সব আবর্জনা শলা করে, যন্তর মন্তর ঘর
কার জায়গা হবে কত দূরের ভাগাড়ে।

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
PREFERRED HOME SERVICES INC.
FULL CARE
HOME CARE
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
F C
PCA / HHA
PCA (Personal Care Assistance)
HHA (Home Health Aide)
Nursing
Physical Therapy
Occupational Therapy
Medical Social Work
Nutrition
Speech-Language Pathology
আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা
347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799
Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.
REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS
ENROLLED AGENT
INDIVIDUAL
PARTNERSHIP
BUSINESS CONSULTING
BOOKKEEPING
BUSINESS
LLC
ITIN
INCOME TAX
ACCOUNTING
CORPORATION
BUSINESS FORMATION
PAYROLL
NOTARY PUBLIC
KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313
WWW.KARNAFULLYTAX.COM

GRAND SPONSOR
MEADOWBROOK
Akib Hussain
Call: 646-920-4799
139-27 Queens Blvd Suite 2
Jamaica, NY 11435
DIAMOND SPONSOR
NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
718-874-0047
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
prem's collections
New York
INDIAN ETHNIC WEAR & BRIDAL WARE
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
JALALABAD
Summer
BASH
POWERED BY
Eventure
SPONSOR
Ifjal Chowdhury
L.I.R.E Sales Agent
Cell: 917-607-1243
GREE MECHANICAL
YONKERS
Call: 914-222-9477
Net Cable
Rahman Malik
CEO
Call: 718-690-7150
SATUREDAY, SEP 12TH 2026
12:00 PM TO 8:00 PM
76TH ST, BETWEEN 37TH AVE & 37 RD
JACKSON HEIGHTS, NEW YORK
RAFFLE DRAW
RAFFLE DRAW
RAFFLE DRAW
1ST PRIZE
CAR
WAHED
KALA MIAH
RIZIA PARVEEN
SALIM CHOWDHURY
VENDOR INFO
OPU | 347-533-3375
SPONSORSHIP INFO
MOYNU ZAMAN CHOWDHURY | 212-202-0505
POWERED BY
Mega Homes
Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
MetroPlus Health
NAZRUL ISLAM
CALL: 917-459-7181
ADD: 2578, 31 SA ST, ASTORIA, NY 1110
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
SOUND
SOUND GEAR

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন-২০২৬

উৎসবমুখর পরিবেশে দুই প্যানেলের ৪২ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের আসন্ননির্বাচন দুই প্যানেলের ৪২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

এছাড়াও দুইজন স্বতন্ত্র দুই প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির উডসাইডে কুইন্স প্যালেসে গত ৬ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় উৎসবমুখরপরিবেশে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এসময় প্রার্থীদের সাথে তাদের বিপুলসংখ্যক সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে "সেলিম-আলী' এবং সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহম্মদ এর নেতৃত্বে 'কুনু-ফিরোজ'প্যানেলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ সোসাইটি (জেবিএস)-এরসাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে কর্মরত শক্তি ডি গুপ্ত যিনি পরবর্তীতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল মোতাবেক আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার সোসাইটির ত্রি-বার্ষিক (২০২৭-২০২৯) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । এদিন সিটির ৫টি কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে।

এ পর্যন্ত সোসাইটির ভোটার সংখ্যা ৩৫ হাজার ৩২১ জন ।

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ত্রি-বার্ষিক কার্যকরীপরিষদের নির্বাচন এবং সর্বাধিক ভোটারের অংশগ্রহনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।ফলে নানা কারনেই এই নির্বাচন বিগত নির্বাচনগুলোর চেয়ে কমিউনিটিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ দুই বছরের স্থলে তিন বছর এবংআরো দুটি পদ নতুন যুক্ত হওয়ায় কমিউনিটির অংশগ্রহণও বাড়ছে। ফলে সবদিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন সোসাইটি অফিসের স্থলে কুইন্স প্যালেসের বিশাল পরিসরে মনোনয়নপত্র দাখিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একাধিক সিকিউরিটি নিয়োগের মাধ্যমে নেয়া হয় নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের নির্বাচন কমিশনমনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন। কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন বদরুল হোসেন খান, মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আজাদ, রুহুল আমীন সরকার, আহবাব চৌধুরী, মিঠু হামিদ ও মোহাম্মদ দুলাল মিয়া।

মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন বিকেল ৫টার দিকে প্যানেল দুটি আর স্বতন্ত্রপ্রার্থীরা তাদের সমর্থকদের সাথে নিয়ে কুইন্স প্যালেসে সমবেত হতে থাকেন।এসময় অনেকেরই হাতে প্যানেল ও সমর্থিত প্রার্থীদের পোস্টার ছিলো।মাগরিবের নামাজের পর আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র আবেদন গ্রহণ করেনির্বাচন কমিশন। প্রথমে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শক্তি ডিগুপ্ত। এরপর বিপুল সংখ্যক সমর্থক নিয়ে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থীরা একেএকে তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। প্রথমে সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু, এরপর সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদসহ অন্যান্য প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিলকরেন। তাদের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় সমর্থকরা পোস্টার হাতে বারংবারশ্লোগান তুলে ভিন্ন আবহের সৃষ্টি করে। তারা বলেন, 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল সবার সেরা প্যানেল। এসময় প্রার্থীদের সাথে সাথে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বেলাল আহমেদ, সদস্য সচিব বাবুল চৌধুরীসহ রুহুল আমীন সিদ্দিকী, আনোয়ার হোসেন, লুৎফুল করীম, মইনুল ইসলাম প্রমুখ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের মনোনয়নপত্র দাখিলের পর 'ভয়েস ফর চেঞ্জ" শ্লোগান নিয়ে সাধারণ সম্পদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন রাব্বী সৈয়দ। এসময় তার পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে স্ত্রী ও নাতনীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আরো ছিলেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রেজাউল করীম চৌধুরী। সবশেষে বিপুল সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন 'সেলিম-আলী'প্যানেলের প্রার্থীরা। প্রথমে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, এরপর সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (কামরুল) ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী সহঅন্যান্য প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। তাদের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ও সমর্থকরা পোস্টার হাতে শ্লোগান তুলে এই প্যানেল-কে সবার সেরা প্যানেল হিসেবে কুইন্স প্যালেস মুখরিত করে তুলেন । এসময় প্রার্থীদের সাথে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক নাজমুল হাসান মানিক, সদস্য সচিব জে মোল্লা সানি ও প্রধান সমন্বয়কারী মাকছুদুল হক চৌধুরী সহ সালামত উল্লাহ, দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), তাজু মিয়া, আব্দুস শহীদ, ছদরুল নূর, জামান তপন, রোকন হাকিম, ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. মইনুল ইসলাম মিয়া ও প্রধান উপদেষ্টা সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ওয়াসি চৌধুরী।

মনোনয়নপত্র দাখিল অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন-২০২৬

কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থী যারা

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে অংশনিতে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। নির্বাচন কমিশন গত ৬সেপ্টেম্বর রোববার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন। ইসি ঘোষিত তফসিল মোতাবেককমিশন ইতিমধ্যেই প্রার্থীতা যাছাই-বাছাই করে প্রথমিকভাবে প্রার্থী তালিকাপ্রকাশ করেছেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ২৫ অক্টোবর, রোববার।

সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থী হলেন: সভাপতি- আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহসভাপতি- আবুল কালাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নওশাদহোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদজামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আহমেদ আর চৌধুরী, জনসংযোগ ওপ্রচার সম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- কয়েসআহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ও আপ্যায়নসম্পাদক- মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- বেগম এম চৌধুরী, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তিসম্পাদক- কাজী আর হাসান এবং কার্যকরী সদস্য- সিরাজুদ্দিন হক, মোহম্মদএ সিদ্দিক, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মাসুদুল হক সানু, মোহাম্মদ কাওসারআলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম।

'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থী যারা

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে অংশনিতে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। নির্বাচন কমিশন গত ৬সেপ্টেম্বর রোববার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন। ইসি ঘোষিত তফসিল মোতাবেককমিশন ইতিমধ্যেই প্রার্থীতা যাছাই-বাছাই করে প্রথমিকভাবে প্রার্থী তালিকাপ্রকাশ করেছেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ২৫ অক্টোবর, রোববার।

সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থী হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মোহাম্মদ মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী,
সহসাধারণ সম্পাদক- হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ- নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মুনসুর আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- রুমানা আহমেদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়নসম্পাদক- হাসান খান, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- এএসএম মাইন উদ্দিন, মহিলাও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- শাহানাজ হোসেন, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক- জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং কার্যকরী সদস্য- মোহাম্মদ উজ্জ্বল পিপুল, শামীম আহমেদ, সারওয়ার খান বাবু, মোহাম্মদ এ মান্নান, মোহাম্মদ আব্দুলমালেক খান ও কাজী রবিউজ্জামান। খবর ইউএনএ'র।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

BANGLADESH SOCIETY, INC.
1975
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
Together for a Stronger Community
Brighter Tomorrow
Bangladesh Society
Election 2026
Ataur Rahman Salim
Presidential Candidate
Mohammad Ali
General Secretary Candidate
Salim-Ali Parishad
Queens Election Steering Committee, Woodside Center
Invitation Letter
Dear Sir/Madam,
Assalamu Alaikum.
On the occasion of the Bangladesh Society Inc. Election 2026, the Salim-Ali Parishad extends its sincere greetings and a warm invitation to you.
An event marking the unveiling of the Election Steering Committee and the introduction of the Salim-Ali Parishad panel is scheduled to take place on Saturday, September 26, 2026, at 5:30 PM at the Queens Palace Party Hall in Woodside.
We earnestly hope for your presence—along with your family—and your sincere support at this special event organized by the Queens Election Steering Committee, Woodside Center.
Your presence, love, and support are our strength. Your valuable backing will further inspire and empower the Salim-Ali Parishad to achieve a landslide victory in the upcoming election.
Let us unite —
And ensure the victory of the Salim-Ali Parishad.
You are cordially invited.
Invited by:
Mohammad Hasan Jilani
Convener
917-971-7793
Mir Nizamul Haque
Chief Advisor
917-991-1252
Tanvir Karim
Chief Co-ordinator
917-443-2445
Kazi Aminul Islam Swapan
Member Secretary
929-462-2332
Organized by:
Stronger Together
Supporters of the Salim-Ali Parishad
Queens–Woodside Center.
For a United Community

নিউ ইয়র্কে সিলেট এম.সি. ও গভঃ কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের জাঁকজমকপূর্ণ ‘এলামনাই নাইট’ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সিটির গুলশান টেরেসে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেট এম.সি. অ্যান্ড গভঃ কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ’র বহুল প্রত্যাশিত ‘এলামনাই নাইট’ ২০২৬।

এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান।

‘এলামনাই নাইট’ ২০২৬-এর আহ্বায়ক ছিলেন আলতাফ চৌধুরী ইসবা, প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন শাহনওয়াজ চৌধুরী। নেতৃত্ব, সমন্বয় ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সম্মানিত অতিথি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রিয় ‘এলামনাই’ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরে সংগঠনের সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান আনুষ্ঠানিকভাবে ‘এলামনাই নাইট’ ২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংগঠনের স্মৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে প্রকাশিত নান্দনিক ম্যাগাজিন ‘স্মৃতিতে-শ্রুতিকে ’-এর মোড়ক উন্মোচন। অতিথিবৃন্দ ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ম্যাগাজিনটির নান্দনিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ, প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য এবং এলামনাইদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে।

দীর্ঘদিন পর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থীদের এই মিলনমেলা পরিণত হয় আনন্দ, স্মৃতি ও ভ্রাতৃত্বের এক প্রাণবন্ত উৎসবে। প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও এলামনাই-রা তাঁদের ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ, পারস্পরিক কুশল বিনিময় এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যাটি স্মরণীয় করে তোলেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি নিয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে সহযোগিতার লক্ষ্যে পরিচালিত বৃত্তি কর্মসূচিকে আরও সম্প্রসারিত করতে অর্ষসহর, শুভানুধ্যায়ী ও সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, গায়িকা ও শিল্পীদের পরিবেশনা এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিও অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ শিপু বলেন, এলামনাই-দের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও ঐক্যই সংগঠনের সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি সংগঠনের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচিকে সফল করতে সকল এলামনাই, শুভানুধ্যায়ী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।

তিনি আরও বলেন, প্রবাসে থেকেও নিজেদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও স্মৃতিকে ধারণ করে এলামনাই-দের মধ্যে বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করাই সংগঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবারের ‘এলামনাই নাইট’ ২০২৬ একটি সফল, স্মরণীয় আয়োজনে পরিণত হয়।

নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন ও চট্টগ্রামবাসীর মেজবান অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৬ সেপ্টেম্বর রবিবার প্রতি বছরের মত এবারো নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টার ও রেস্টুরেন্টে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্ঠিত হয়।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা’র উদ্যোগে বাদ আছর থেকে শুরু হয় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল ও মেজবান (নৈশভোজ) আয়োজন।

কয়েকশত নারী সহ কয়েক হাজার বাংলাদেশী মেজবানে অংশ গ্রহণ করেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিলে ইসলামী আলোচনা করেছেন মাওলানা মোদাচ্ছের আহমেদ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন বা জেবিবিএ’র কোষাধ্যক্ষ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সচিব কর্ণফুলি ট্রাভেল্স-এর মোহাম্মদ সেলিম হারুন এবং আহ্বায়ক মো: শামসুল আলম চৌধুরী। নিউইয়র্ক সফররত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

সদস্য চট্টগ্রামের আবু সুফিয়ান মাহফিলে আগতদের প্রতি শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য রাখেন। মিলাদ মাহফিলে নাত পরিবেশন করে বাহবা কুড়িয়েছেন এটর্নি মঙ্গন চৌধুরী। মিলাদ মাহফিল এর এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানস্থলে হাজির হন নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কুনু-ফিরোজ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনুসহ অন্যান্য প্রার্থীরা। এবারের ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান আয়োজনে সার্বিক সহায়তা করেছেন আয়োজক কমিটির কো-অর্ডিনেটর মনির আহমেদসহ নিউ ইয়র্কের চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান ও সাবেক কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

এবারের আয়োজনের সদস্য সচিব সেলিম হারুন বলেন, ২০১৪ সাল থেকে এই মাহফিল আয়োজন করে আসছি। ধর্মীয় সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যকে প্রবাসের মাটিতে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ আয়োজন অব্যাহত রাখা হচ্ছে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভবিষ্যতেও এ আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সবার সহযোগিতা ও আন্তরিকতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক রাসুল প্রেমিক মুসল্লিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। সকলেই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা শুনেছেন এবং আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। মিলাদ অনুষ্ঠানে বক্তাগণ মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবকল্যাণে ব্রতী হওয়ার আহবান জানান। তারা আরো বলেন, মহানবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে।

আপন ভাইকে বিয়ে করে ইমিগ্রেশন সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের বিরুদ্ধে, ডিপোর্টেশন এর হুমকি

৬২ পৃষ্ঠার পর

পূর্বের একটি বিয়ে নিয়ে তদন্ত শুরু করার কথা জানিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, ইলহান ওমর ২০০৯ সালে ব্রিটিশ নাগরিক আহমেদ নূর সাইদ এলমি নামে যাকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি আসলে ওমরের নিজের ভাই এবং অভিবাসন জালিয়াতির মাধ্যমে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে আনতেই এই বিয়ে করা হয়েছিল।

ইলহান ওমর শুরু থেকেই এই অভিযোগটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে আহমেদ নূর সাইদ এলমি তাঁর ভাই নন।

ইলহান ওমরের বিয়ের নথিপত্রে কিছু অসঙ্গতি নিয়ে অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও, আহমেদ নূর সাইদ এলমি ওমরের নিজের ভাই কি না বা এটি কোনো অভিবাসন জালিয়াতি ছিল কি না, তার কোনো অকাট্য আইনি প্রমাণ এখন পর্যন্ত কোনো আদালতে বা সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (উঐঝ) একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, নীতিগত কারণে চলমান কোনো তদন্ত বা এর কৌশল নিয়ে তারা সরাসরি কোনো মন্তব্য করবেন না। তবে তাঁরা এটি স্পষ্ট করেছেন যে, তদন্ত নিরপেক্ষভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে চালানো হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সদস্যসহ আইনের উর্ধ্বে কেউ নন।

উল্লেখ্য, সোমালিয়ায় জন্মগ্রহণকারী ইলহান ওমর ১৯৯৫ সালে শরণার্থী হিসেবে পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ২০১৮ সাল থেকে তিনি মিনেসোটা স্টেট এর প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে দায়িত্ব পালন করছেন।

চুরি থেকে অসৌজন্যমূলক আচরণ
কানাডায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনায় নানা প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশি কমিউনিটির ভাবমূর্তি

পরিচয় ডেস্ক: কানাডায় বাংলাদেশি কমিউনিটি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, পেশা, ব্যবসা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের সাফল্য যেমন কমিউনিটির জন্য গর্বের, তেমনি সাম্প্রতিক কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নতুন করে নাগরিক আচরণ, সামাজিক দায়িত্ব ও কমিউনিটির সামগ্রিক ভাবমূর্তি নিয়ে ভাবনার সুযোগ তৈরি করেছে।

মন্ট্রিয়লের একটি সুপারমার্কেটে চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণের সঙ্গে কথা বলার সময় একজন বাংলাদেশি কর্মীকে অনুবাদ করতে হয়েছে। আরেকটি ঘটনায় বাংলাদেশি এক দম্পতির বিরুদ্ধেও পণ্য চুরির অভিযোগ ওঠে।

এসব ঘটনায় কানাডায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা অনেক বাংলাদেশি বিব্রত ও হতাশ হয়েছেন। তবে অভিযোগ ওঠা ব্যক্তি বা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে পুরো কমিউনিটির পরিচয় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

টরন্টো, সাসকাটুনসহ বিভিন্ন শহরেও বাংলাদেশিদের কিছু আচরণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা দেখা গেছে। পার্কে ময়লা ফেলে যাওয়া, অনুমতি ছাড়া শিশুদের ভিডিও ধারণ, জনসমক্ষে উচ্চস্বরে কথা বলা কিংবা নারীদের বিব্রত করার মতো অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে সামনে এসেছে। এসব অভিযোগের সবগুলো একই মাত্রায় সত্য বা প্রমাণিত, এমন দাবি করারও সুযোগ নেই। তবে এ ধরনের ঘটনা স্থানীয় সমাজে বাংলাদেশিদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে, তাই অভিযোগগুলো থেকে নাগরিক আচরণ ও সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন।

কানাডায় বাংলাদেশি কমিউনিটির অবদান অবশ্য এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত। চিকিৎসা, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা, রাজনীতি, সরকারি-বেসরকারি চাকরি ও বিভিন্ন পেশায় বাংলাদেশিরা কাজ করছেন। নিজেদের দক্ষতা, পরিশ্রম ও পেশাগত সাফল্যের মাধ্যমে অনেকেই কানাডার সমাজ ও অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। নতুন প্রজন্মও উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, পেশা ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমে নিজেদের পরিচিতি তৈরি করছে। কানাডায় বাংলাদেশিদের অভিবাসনের ইতিহাসও কয়েক দশকের পুরোনো। টরন্টো, মন্ট্রিয়ল, অটোয়া, ক্যালগেরি, ভ্যাঙ্কুভার ও এডমন্টনসহ বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও পরিচয় ধরে রাখার পাশাপাশি কানাডার বহুসাংস্কৃতিক সমাজের অংশ হিসেবেও ভূমিকা রাখছেন। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পর দীর্ঘদিনের প্রবাসীদের একটি অংশ মনে করছেন, নতুন-পুরোনো সবাইকে কানাডার আইন, সামাজিক শিষ্টাচার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবেশ এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নতুন দেশে বসবাসের ক্ষেত্রে আইন মেনে চলা যেমন ব্যক্তিগত দায়িত্ব, তেমনি নিজের আচরণের মাধ্যমে কমিউনিটির পরিচয়কে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অনুমতি ছাড়া কারও ছবি বা ভিডিও ধারণ, জনসমক্ষে অন্যকে বিব্রত করা, যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলা কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানে আইনবিরুদ্ধ আচরণ করা স্থানীয় সমাজে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। এ ধরনের আচরণ এড়িয়ে চলা এবং শিশু-কিশোরদেরও স্থানীয় আইন ও সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে সচেতন করা কমিউনিটির দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত।

একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তির অপরাধ বা অসচেতনতার দায় পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির ওপর চাপিয়ে দেওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সেটি প্রমাণের আগে তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিত্তিতে একটি পুরো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও অনুচিত।

কানাডার বহুসাংস্কৃতিক সমাজে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয় ধরে রাখার পাশাপাশি দেশটির আইন ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা জরুরি। একজন বাংলাদেশির সাফল্য যেমন কমিউনিটির জন্য ইতিবাচক পরিচয় তৈরি করে, তেমনি দায়িত্বহীন আচরণও সেই পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।

তাই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে পুরো কমিউনিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে না দেখে আত্মসমালোচনা ও সচেতনতার সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। পরিবার, কমিউনিটি সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক নেতাদেরও নতুন প্রজন্মের মধ্যে আইন মেনে চলা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সম্মান, পরিবেশ সচেতনতা ও নাগরিক দায়িত্বের বিষয়ে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

কানাডায় বাংলাদেশি কমিউনিটির অর্জন বহু মানুষের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল। সেই সুনাম ধরে রাখতে নতুন-পুরোনো সব প্রজন্মের দায়িত্বশীল আচরণ, পারস্পরিক সম্মান এবং স্থানীয় সমাজের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কানাডার মূলধারায় নিজেদের পরিচয়কে মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরাই হতে পারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘমেয়াদি সম্মিলিত লক্ষ্য।

- ওয়েব পোর্টাল “প্রজন্ম কথা” থেকে

সোনালী এক্সচেঞ্জ এখন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায়

পরিচয় ডেস্ক: সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক্, যুক্তরাষ্ট্রে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বানিজ্যক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান।

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রায় দীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের মাঝে রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে সোনালী এক্সচেঞ্জ নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, মিশিগান, জর্জিয়া, মেরিল্যান্ড, ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া, কানেকটিকাট এবং পেনসিলভানিয়াসহ ৯টি স্টেটে রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সেবা প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ ব্যাংকিং এবং সিকিউরিটিজ থেকে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক্, সম্প্রতি মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স এর অনুমোদন লাভ করেছে। এখন থেকে পেনসিলভানিয়ায় বসবাসরত সকল সম্মানিত বাংলাদেশী রেমিটারগন Sonali Exchange (SECI) Mobile app কোম্পানীর website ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন স্টেট এ সোনালী এক্সচেঞ্জ এর ০৯টি শাখা/বুথ এর রেজিষ্টার্ড ঠিকানায় চেক মইল করেও বিনা খরচে, দ্রুততম সময়ে ও নিরাপদে বাংলাদেশে প্রিয়জনদের নিকট টাকা পাঠাতে পারবেন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক্, যুক্তরাষ্ট্র এর প্রেসিডেন্ট এন্ড চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবীর Sonali Exchange (SECI) Mobile app ব্যবহার এর মাধ্যমে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করার জন্য সকল সম্মানিত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি Sonali Exchange (SECI) Mobile app ডাউনলোড ও রেজিষ্ট্রেশনসহ রেমিট্যান্স সংক্রান্ত যে কোন সেবার জন্য তথ্য পেতে ২১২-৮০৮-০৭৯০ এই নম্বরে সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং ২৪/৭ sonali@onaliexchange.com. এ যোগাযোগ করার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। সোনালী এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www. Sonaliexchange.com. প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

৯ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে উনবাঙালের সপ্তসুর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলা গানের সাত অমর সুরস্রষ্টার গান নিয়ে উনবাঙাল নিবেদন করছে সপ্তসুর অনুষ্ঠান। সাতটি দলীয়, তিনটি দ্বৈত এবং দশটি একক গান দিয়ে সাজানো হয়েছে এই আয়োজন। যে সাত সুরস্রষ্টার গান নিয়ে এই আয়োজন তারা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন ফকির, হাসন রাজা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রাধারমণ দত্ত এবং শাহ আব্দুল করিম।

আগামী ৯ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তসুর।

উনবাঙালের প্রতিষ্ঠাতা কবি কাজী জহিরুল ইসলাম জানান “পঞ্চকবির গান” এই শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান হয়। মূলত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাই এটি করেন। বাংলাদেশের কিছু সংগঠনও পঞ্চকবির গান করেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ডিএল রায়, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এই পাঁচজনের গান নিয়ে পঞ্চকবির গান। পাঁচজনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি সুরস্রষ্টা। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো সংগঠন যখন আয়োজনটা করে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে লালন কোথায়, হাসন রাজা কোথায়? পশ্চিম বঙ্গের জন্য হাসন রাজা হয়ত গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু লালন কেন নেই? এই চিন্তা থেকেই পঞ্চকবির প্রথম তিনজনের সঙ্গে হাসন, লালন, রাধারমণ এবং শাহ আব্দুল করিমকে যুক্ত করে আমরা সপ্তসুর নির্মাণ করেছি। আশা করছি আমরা একটি ভালো অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারবো।

উনবাঙালের নৃত্যশিল্পী রিমঝিম নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে দুটি নৃত্য পরিবেশন করবেন। আরো থাকছে আবৃত্তি এবং নিবেদিত কবিতা পাঠ।

নিউইয়র্ক সিটিতে বিনামূল্যে গ্রোসারি ও খাবার; কেন্দ্রগুলোর ঠিকানা, সময়সূচি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে খাবারের সংকটে থাকা মানুষদের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যে গ্রোসারি, রান্না করা খাবার ও অন্যান্য খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। পাঁচটি বরোতেই রয়েছে খাদ্য সহায়তা কেন্দ্র, খাদ্যভান্ডার, কমিউনিটি রান্নাঘর ও মোবাইল খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি। নিউইয়র্ক সিটির সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কাছাকাছি খাদ্য সহায়তা কেন্দ্র খুঁজতে 'ফুড হেল্প এনওয়াইসি' ব্যবহার করা যায় অথবা ৩১১ নম্বরে ফোন করে 'ফুড প্যান্ট্রিজ' বলতে পারেন।

পাঁচ বরোতে বিনামূল্যে গ্রোসারি

নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব প্রোবেশনের পরিচালিত নিওন নিউট্রিশন কিচেন পাঁচটি বরোতে বিনামূল্যে সংরক্ষণযোগ্য খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে। এসব কেন্দ্র মূলত বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য চালু হলেও বর্তমানে কমিউনিটির সবার জন্য উন্মুক্ত। অর্থাৎ খাদ্য সহায়তা নিতে প্রবেশন বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচির আওতায় থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

ব্রঙ্কস: ১৯৮ ইস্ট ১৬১ স্ট্রিট। বর্তমান সরকারি সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেবা দেওয়া হয়।

ব্রুকলিন: ৩৪৫ অ্যাডামস স্ট্রিট, ষষ্ঠ তলা। বুধবার ও শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

ম্যানহাটন: ১২৭ ওয়েস্ট ১২৭ স্ট্রিটের কাছে ওবেরিয়া ডেম্পসি বিল্ডিং। বুধবার ও শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

কুইন্স: ১৬২-২৪ জামাইকা অ্যাভিনিউ, দ্বিতীয় তলা। মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

স্ট্যাটেন আইল্যান্ড: ৩৪০ বে স্ট্রিট। সোমবার ও বুধবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

নিওন নিউট্রিশন কিচেনে সাধারণত ক্যানজাত খাবার, সিরিয়াল, পাস্তা ও অন্যান্য সংরক্ষণযোগ্য খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যেতে পারে। তবে কী ধরনের খাবার পাওয়া যাবে, তা সরবরাহের ওপর নির্ভর করে। সেখানে গিয়ে সাইন-ইন করতে হয় এবং কর্মীরা খাদ্যসামগ্রী বেছে নিতে সহায়তা করেন।

প্রায় ৮০০ জায়গায় বিনামূল্যে খাবার ও গ্রোসারি

শুধু নিওন নিউট্রিশন কিচেন নয়, পুরো নিউইয়র্ক সিটিতে আরও বিস্তৃত খাদ্য সহায়তা নেটওয়ার্ক রয়েছে। ফুড ব্যাংক ফর নিউইয়র্ক সিটির বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৮০০টি প্যান্ট্রি, স্যুপ কিচেন ও মোবাইল প্যান্ট্রির মাধ্যমে বিনামূল্যে গ্রোসারি, রান্না করা খাবার ও এসএনএপি সহায়তা খোঁজা যায়।

নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি ফুড কানেকশন কর্মসূচির আওতায়ও শত শত খাদ্যভান্ডার ও কমিউনিটি রান্নাঘর পরিচালিত হচ্ছে। খাদ্যভান্ডার থেকে বাড়িতে রান্নার জন্য গ্রোসারি এবং কমিউনিটি রান্নাঘর থেকে গরম খাবার পাওয়া যায়।

মোবাইল প্যান্ট্রি থেকেও পাওয়া যায় গ্রোসারি

স্থায়ী খাদ্যভান্ডারের পাশাপাশি ফুড ব্যাংক ফর নিউইয়র্ক সিটি বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল প্যান্ট্রি পরিচালনা করে। এসব বিতরণে মৌসুমি তাজা ফল ও সবজি, সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য এবং হিমায়িত প্রোটিনজাত খাবার পাওয়া যেতে পারে। সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর প্রকাশিত সূচিতে উদাহরণ হিসেবে ব্রঙ্কসের ১৩০ ওয়েস্ট কিংসব্রিজ রোড, ১৯৬৭ টার্নবুল অ্যাভিনিউ ও ৯৯ ইস্ট ১৬৭ স্ট্রিট এবং কুইন্সের ৩৩-৩৪ ৭৭তম স্ট্রিটে মোবাইল প্যান্ট্রির সময়সূচি রয়েছে। ম্যানহাটন, ব্রুকলিনসহ অন্যান্য এলাকাতেও নির্দিষ্ট দিনে এমন বিতরণ হচ্ছে। তবে মোবাইল প্যান্ট্রির তারিখ ও সময় নিয়মিত পরিবর্তিত হতে পারে এবং খাবার সরবরাহ শেষ হয়ে গেলে বিতরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রান্না করা খাবার কোথায় পাওয়া যায়?

যারা বাড়িতে রান্নার জন্য গ্রোসারির পাশাপাশি সরাসরি রান্না করা খাবার চান, তারা কমিউনিটি কিচেন ও স্যুপ কিচেনের সন্ধান করতে পারেন। ফুড ব্যাংক ফর নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি কিচেনসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে গরম খাবার এবং অন্যান্য সহায়তা পাওয়া যায়। কাছাকাছি একটি কেন্দ্রের উদাহরণ হিসেবে ফুড ব্যাংক ফর নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি কিচেনের ঠিকানা ২৫২ ওয়েস্ট ১১৬ স্ট্রিট, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০২৬। সেখানে সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিভিন্ন সেবা দেওয়া হয়। তবে সব সেবা প্রতিদিন একই সময়ে পাওয়া যায় না।

এসএনএপি থাকলে বাড়তি খাদ্য সুবিধা

এসএনএপি বা ইবিটি সুবিধাভোগীদের জন্য নিউইয়র্ক সিটির গেট দ্য গুড স্টাফ কর্মসূচিও রয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী নির্দিষ্ট সুপারমার্কেটে এসএনএপি দিয়ে যোগ্য ফল, সবজি ও ডালজাতীয় খাবার কিনলে প্রতি ১ ডলারের বিপরীতে আরও ১ ডলার পর্যন্ত ম্যাচিং সুবিধা পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা দিনে ১০ ডলার এবং তা পরবর্তী যোগ্য খাদ্য কেনাকাটায় ব্যবহার করা যায়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, এটি সাধারণ খাদ্যভান্ডার থেকে বিনামূল্যে খাবার নেওয়ার কর্মসূচি নয়। এটি এসএনএপি ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দিষ্ট দোকানে অতিরিক্ত খাদ্য কেনার সুবিধা।

সবচেয়ে কাছের কেন্দ্র খুঁজবেন যেভাবে

নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী কেউ নিজের এলাকার খাদ্য সহায়তা কেন্দ্র খুঁজতে ফুড হেল্প এনওয়াইসি ব্যবহার করতে পারেন। ৩১১ নম্বরে ফোন করেও কাছাকাছি খাদ্যভান্ডার ও কমিউনিটি কিচেনের তথ্য পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক সিটি সরকার জানিয়েছে, ৩১১-এ খাদ্য সহায়তার তথ্য চাওয়া যায় এবং সেবাটি ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাত দিন চালু রয়েছে। ফুড ব্যাংক ফর নিউইয়র্ক সিটির 'ফাইন্ড ফুড' ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রায় ৮০০টি স্থানে খাদ্য সহায়তার তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

যাওয়ার আগে যা মনে রাখবেন

খাদ্যভান্ডার বা মোবাইল প্যান্ট্রিতে যাওয়ার আগে সর্বশেষ সময়সূচি দেখে নেওয়া ভালো। কারণ কেন্দ্রভেদে বিতরণের দিন, সময়, খাবারের ধরন এবং নিয়ম পরিবর্তিত হতে পারে। বিশেষ করে মোবাইল প্যান্ট্রিতে খাবার সরবরাহ সীমিত থাকায় নির্ধারিত সময়ের আগেই বিতরণ শেষ হতে পারে।

কিছু কেন্দ্রে সাইন-ইন করতে হয়। নিওন নিউট্রিশন কিচেনের ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সেখানে গিয়ে সাইন-ইন করার পর কর্মীরা খাদ্যসামগ্রী বেছে নিতে সহায়তা করেন। কতবার খাবার নেওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রেও কেন্দ্রটির নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। সুত্র Food Bank For NYC বা Food Help NYC

২০২৭ সালে নিউইয়র্কে স্বাস্থ্যবিমার খরচ বাড়ছ, প্রভাব

৬২ পৃষ্ঠার পর

আবেদন করেছিল। ডিপার্টমেন্ট অব ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেটি কমিয়ে গড়ে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছে। ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্যবীমা রাখা পরিবার ও ব্যক্তিদের আগামী বছর কিছুটা বেশি প্রিমিয়াম দিতে হবে।

ছোট ব্যবসার স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনায় প্রভাব আরও বড়। ১০০ বা তার কম কর্মী থাকা ব্যবসাগুলোর স্বাস্থ্যবিমা পরিকল্পনায় প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার মানুষ যুক্ত রয়েছেন। এই বাজারে গড়ে ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ প্রিমিয়াম বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু অনুমোদন দেওয়া হয়েছে গড়ে ৮ শতাংশ। অর্থাৎ ছোট ব্যবসা মালিক এবং তাঁদের কর্মীদের ওপরও ২০২৭ সালে বাড়তি খরচের চাপ পড়বে।

স্থানীয় বিমা কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত একরকম হয়নি। আলবেনিভিত্তিক সিডিপিএইচপি ব্যক্তি পর্যায়ের বিমায় ১ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধির আবেদন করলেও কোনো বৃদ্ধি অনুমোদন পায়নি। অন্যদিকে শেনেকট্যাডিভিত্তিক এমভিপি হেলথ প্ল্যান ১০ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধির আবেদন করে এবং পুরো বৃদ্ধিই অনুমোদন পেয়েছে।

অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, নিউইয়র্কবাসীর স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমানো গভর্নর ক্যাথি হোকুল প্রশাসনের অগ্রাধিকার। ইনসুলিন, ইনহেলার এবং ফুসফুসের ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের মতো কিছু প্রতিরোধমূলক ও প্রাথমিক সেবায় রোগীর নিজস্ব খরচ কমানো বা বাদ দেওয়ার পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানিগুলোর দাবি, চিকিৎসা, হাসপাতাল ও প্রেসক্রিপশন ওষুধের ব্যয় দ্রুত বাড়ছে। তাদের মতে, অনুমোদিত হার প্রকৃত খরচের তুলনায় কম। নিউইয়র্ক স্টেট কনফারেন্স অব ব্লু ক্রস অ্যান্ড ব্লু শিল্ড প্ল্যানস বলেছে, ওষুধের দাম ও সরকারি নীতিগত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ না করলে স্বাস্থ্যবিমার খরচ কমানো কঠিন হবে। এদিকে বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্বাস্থ্যবিমার খরচও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মার্সারের গবেষণা বলছে, ২০২৭ সালে বড় নিয়োগকর্তাদের কর্মীপ্রতি স্বাস্থ্যবিমা ব্যয় ৮ দশমিক ২ শতাংশ বাড়তে পারে। ফলে নতুন বছরে স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় ব্যক্তি, ছোট ব্যবসা এবং বড় কর্মক্ষেত্র সব জায়গাতেই বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে যাচ্ছে।

ট্রাম্প যতদিন ক্ষমতায় আছেন, ততদিন চলতে পারে

৫ পৃষ্ঠার পর

ব্রিকসের 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র' গৃহীত: জাতিসংঘ সংস্কার, যুদ্ধের নিন্দা ও নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের আহ্বান

মোদি বলেন, 'আজকের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই পরিবর্তনশীল বিশ্বকে কোনো সেকেলে প্রতিষ্ঠান দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। বিশ্ব প্রতিনিধিত্ব, দায়িত্বশীলতা এবং নীতি-নিয়ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এখন অপরিহার্য।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছি, ভবিষ্যতের প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং তা পরিচালনার নীতিমালা তৈরিতে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের সমান অংশীদারিত্ব থাকতে হবে।'

ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে জোর দিয়ে মোদি বলেন, 'আজ গৃহীত এই নয়াদিল্লি ঘোষণা আমাদের যৌথ সংকল্পের এক স্পষ্ট রূপরেখা। এখন আমাদের মূল দায়িত্ব হলো এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবগুলোকে দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপে রূপান্তর করা।' শনিবারের এই শীর্ষ সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সহ ব্রিকস জোটের শীর্ষ বৈশ্বিক নেতারা অংশ নেন। সম্মেলনে আগত সব রাষ্ট্রনেতাদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান মোদি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us 718-874-0047
We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054
Jamaica Office: 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch Mohammad Khair(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047
Ozone Park Office 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432
Fulton Office: 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657
Bronx Office 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office: 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlem Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446
Albany Office 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

৯/১১ হামলা: নিউইয়র্কের

৯ পৃষ্ঠার পর

করছি। আমরা জয়ের জন্যই লড়ছি।

নিউইয়র্কের লোয়ার ম্যানহাটানের ‘গ্রাউন্ড জিরো’র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। সেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগের চার জীবিত সাবেক প্রেসিডেন্টও এসেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন রিপাবলিকান জর্জ ডব্লিউ বুশ, যিনি হামলার সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অন্য তিনজন হলেন ডেমোক্র্যাট দলের জো বাইডেন, বারাক ওবামা ও বিল ক্লিনটন।

আরো উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটির বর্তমান মেয়র জোহরান মামদানি, তিনজন সাবেক মেয়র যথাক্রমে রুডি জুলিয়ান (যিনি সেসময় মেয়র এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন), মাইকেল ব্লুমবার্গ, বিল ডেবলাজিও, কংগ্রেসওমেন ওকাসিও কর্টেজ নিউ ইয়র্ক স্টেটের বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও সাবেক গভর্নর জর্জ পাটাকি ও অ্যান্ড্রু কুওমো প্রমুখ।

শোকাবহ এ বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিপুলসংখ্যক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের (গ্রিনিচ মান সময় ১২টা ৪০ মিনিট) ঠিক পরপরই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এতে নাইন-ইলেভেনের সেই দিনের প্রতিটি ঘটনা মিনিট ধরে স্মরণ করা হয়।

প্রতিবারের মতো এবারও নিহত ব্যক্তিদের নাম পড়ে শোনানো হয়। আর সেদিনের হামলার বড় বড় মুহূর্ত স্মরণ করে বাজানো হয় ঘণ্টা।

সাধারণত অনুষ্ঠানটি রাজনীতিমুক্ত থাকে এবং এখানে কোনো ভাষণ দেওয়া হয় না।

তবে নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের মধ্যে যাঁরা নাম পড়ে শুনিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই সৌদি আরবের সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরও কড়া সমালোচনা করেছেন। - সংবাদসুত্র এএফপি

৯/১১ হামলার ঘটনা কখনো ভুলবে না যুক্তরাষ্ট্র বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা যুক্তরাষ্ট্র কখনো ভুলবে না এবং সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই চালিয়ে যাবে বলে অঙ্গীকার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৯/১১ হামলার ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) পেন্টাগনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

ট্রাম্প বলেন, হামলায় নিহতদের স্মরণে এক শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ আগে যে অঙ্গীকার যুক্তরাষ্ট্র করেছিল, আজ তা আবারও নবায়ন করা হচ্ছে। ৯/১১ হামলার ঘটনা আমরা কখনোই ভুলব না। এ কারণেই আজ আমরা লড়াই করছি।

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমাদের কোনো বিকল্প নেই। জয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমরা কঠোরভাবে লড়াই করি, জয়ের জন্যই লড়াই করি।

এবার ৯/১১-এর মূল স্মরণানুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিতে নিউইয়র্কে না গিয়ে পেন্টাগনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন ট্রাম্প।

ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ট্রাম্প আরও বলেন, বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান যাতে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে মার্কিন সেনারা বর্তমানে কাজ করছে।

তিনি বলেন, ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র পাবে না এটি নিশ্চিত করতে এখন যারা দায়িত্ব পালন করছেন, আমরা তাদের স্যালুট জানাই।

উল্লেখ্য, ৯/১১ হামলায় আল-কায়েদার ১৯ সদস্য চারটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ছিনতাই করে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। এতে প্রায় ৩ হাজার মানুষ নিহত হন। খবর বিবিসির।

নভেম্বরের নির্বাচনের আগে

৫ পৃষ্ঠার পর

নভেম্বরের এই নির্বাচনের ফলাফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে যেতে পারে।

ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জনমত জরিপে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তাই ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির ভেতর থেকেও চাপের মুখে রয়েছেন ট্রাম্প।

গত সপ্তাহ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা তীব্র হওয়ার কারণে গতকাল বুধবার তেলের দাম আবার ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারে পৌঁছে গেছে, যা জুলাইয়ের পর প্রথম।

সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘নির্বাচনের পরপরই তেলের দাম দ্রুত কমতে শুরু করবে। আমার মনে হয়, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর আরও কিছুটা বেশি সময় লাগবে।’

ইরান মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ইরান নির্বাচনে প্রভাব ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে, যাতে সেখানে আমরা দুর্বল একটি গোষ্ঠীকে পেতে পারি এবং তাদের ছেড়ে দিতে পারি, যাতে তারা (ইরান) তাদের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারে।’

এখানে দুর্বল গোষ্ঠী বলতে ট্রাম্প খুব সম্ভবত ডেমোক্রেটিক পার্টির কথা বলেছেন।

ইরান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে-এ দাবির পক্ষে ট্রাম্প কোনো প্রমাণ দেননি। তেহরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টার অভিযোগও বারবার অস্বীকার করেছে।

টেক্সাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও ট্রাম্প একই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা জেতার সঙ্গে সঙ্গেই তেলের দাম দ্রুত কমে যাবে।’

নির্দিষ্ট কিছু প্রেক্ষাপট ও

৫ পৃষ্ঠার পর

আপনারা নন, দিল্লির অনেকেই-বিশেষ করে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত শীর্ষ ব্যক্তিরা জানেন যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যেই ব্যাপক আলোচনা হয়েছে।’

এই আলোচনাগুলো বেশ জটিল বা কঠিন ছিল কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে রিয়াজ হামিদুল্লাহ বলেন, ‘এ কারণেই তো কূটনীতিকদের অদ্ভুত এক ধরনের প্রাণী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।’

প্রধানমন্ত্রী কেন ভারতে গেলেন না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি আপনি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন, তা আপনার নিজস্ব বিষয়। তবে আমি বা অন্য কেউ বিষয়টিকে সেভাবে দেখবে বলে আমার মনে হয় না।’

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে আঞ্চলিক জোট বিমসটেকের সভাপতি। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে বিমসটেক ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রিত হওয়ায় জোটের সভাপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে এই সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হাইকমিশনার জোর দিয়ে বলেন, এবারের ব্রিকস সম্মেলন দক্ষিণ এশিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেখানে বিমসটেকের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশি এই দূত যুক্তি দেখান যে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক সম্পর্ককে কেবল কোনো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ওপর সীমাবদ্ধ করে দেখা ঠিক নয়। দুই দেশের সম্পর্ককে ‘অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত’ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, এটি দুই দেশের জনগণের মধ্যকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে গভীরভাবে প্রোথিত।

কোনো একজন ব্যক্তি কি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে জিম্মি করতে পারেন-এমন প্রশ্নের জবাবে রিয়াজ হামিদুল্লাহ বলেন, ‘এসব উদ্বেগের সমাধান না হলে আমি মনে করি যেকোনো দেশের পক্ষেই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।’

ট্রাম্প যতদিন ক্ষমতায়

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত বুধবার (০৯ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের জানান, নভেম্বরের নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই যুদ্ধ শেষ হবে। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, নির্বাচনের পরপরই যুদ্ধ শেষ হবে। কারণ তারা আর বেশি সময় টিকে থাকতে পারবে না।’

তবে ভ্যান্স ও রুবিও ব্যক্তিগত আলোচনায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, যুদ্ধ ২০২৯ সালের জানুয়ারির পরও চলতে পারে। ওই সময় ট্রাম্পের বর্তমান মেয়াদ শেষ হবে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপের মধ্যে ইরানের প্রতিরোধ সক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্র খাটো করে দেখেছে বলে সমালোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ইরান সম্প্রতি আবার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন শুরু করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ মোকাবিলায় তেহরানের সক্ষমতা আরও বাড়তে পারে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, যুদ্ধের শুরুর দিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করাকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হয়েছিল। তবে পরে দেশটির ভূগর্ভস্থ কয়েকটি স্থানে এসব স্থাপনা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

এদিকে ট্রাম্প ও ভ্যান্স দুজনই সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশ্যে যুদ্ধের প্রভাবকে কম গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে ভ্যান্স বলেন, ‘আমি এটিকে যুদ্ধ বলব না।’

জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউর ফুটপাতে পুলিশের অভিযান

ছোট দোকান ও ভ্যান সরিয়ে জায়গা খালি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকা এলাকায় হিলসাইড অ্যাভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রিটের আশপাশে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ফুটপাতের দুই পাশে ছোট ভ্যান, স্টল ও পণ্য সাজিয়ে বিক্রি করায় পথচারীদের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল। সাম্প্রতিক অভিযানে এসব স্থাপনা ও ভ্যান সরিয়ে এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে বলে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিশেষ করে সবজি ও অন্যান্য পণ্য বিক্রির ছোট ভ্যান এবং ফুটপাতের ওপর বসানো অস্থায়ী দোকান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। তাদের ভাষ্য, ফুটপাতের বড় অংশ ব্যবসার কাজে ব্যবহার হওয়ায় অনেক সময় সাধারণ মানুষের হাঁটার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না।

সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন শিশুদের স্ট্রলার নিয়ে চলা মা-বাবা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরা। ফুটপাত দিয়ে চলাচলের জায়গা সংকুচিত হয়ে গেলে অনেককে রাস্তার কাছাকাছি বা কখনো রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে হয় বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। ব্যস্ত হিলসাইড অ্যাভিনিউ এলাকায় এ ধরনের পরিস্থিতি পথচারীদের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে।

এলাকায় ভেন্ডরদের কার্যক্রম নিয়ে কর্তৃপক্ষের নজরদারি অবশ্য নতুন নয়। কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ৮-এর ২০২৫ সালের এক সভায় ১৬৪ থেকে ১৬৯ স্ট্রিট পর্যন্ত হিলসাইড অ্যাভিনিউ এলাকায় ভেন্ডরদের কার্যক্রম নিয়ে অভিযোগের কথা উঠে আসে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা অবৈধ ভেন্ডিং, আবর্জনা এবং ফুটপাত ব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরেন। স্যানিটেশন বিভাগের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছিল, এলাকায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম চালানো হচ্ছে এবং নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে ভেন্ডিং কার্ট জব্দ করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির নিয়ম অনুযায়ী, বৈধ লাইসেন্স ও পারমিট থাকলেও ভেন্ডরদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হয়। পথচারীদের চলাচলের রাস্তা, ভবনের প্রবেশপথ, বাসস্টপ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। শহরের নিয়মে ফুটপাত ও জনসাধারণের চলাচলের পথ বাধামুক্ত রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শহরের স্যানিটেশন বিভাগ ২০২৩ সাল থেকে স্ট্রিট ভেন্ডর এনফোর্সমেন্টে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের এনফোর্সমেন্টের অন্যতম লক্ষ্য হলো ফুটপাত, কার্ব, গণপরিবহনের প্রবেশপথ এবং দোকানের প্রবেশপথ যেন ভেন্ডিং বা পণ্য দিয়ে বাধাগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে, ফুটপাতে ব্যবসা করা অনেক ছোট ভেন্ডরের জন্য এটি জীবিকার বিষয়। তাই স্থানীয় কমিউনিটির আলোচনায় একদিকে যেমন পথচারীদের জন্য ফুটপাত খোলা রাখার দাবি রয়েছে, অন্যদিকে বৈধভাবে ব্যবসা করা ছোট ব্যবসায়ীদের নিয়ম মেনে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

হিলসাইড অ্যাভিনিউ জ্যামাইকার অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক ও যাতায়াত করিডোর। এলাকায় যানবাহন ও পথচারীর চাপ বেশি হওয়ায় ফুটপাত দখল এবং ভেন্ডিং নিয়ে নিয়মিত অভিযোগ তৈরি হয়। কুইন্স কমিউনিটি বোর্ডের নথিতেও এই করিডোরে ভেন্ডরদের কার্যক্রম ও এনফোর্সমেন্ট নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ফুটপাত কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসার ব্যক্তিগত জায়গা নয়। এটি সবার চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকা দরকার। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা জরুরি।

তবে সাম্প্রতিক অভিযানে ঠিক কোন সংস্থা কতগুলো ভ্যান বা দোকানের সরঞ্জাম সরিয়েছে এবং কতজনকে জরিমানা বা সামন্স দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত সরকারি তথ্য এখনো প্রকাশ্যে পাওয়া যায়নি। তাই অভিযানের নির্দিষ্ট পরিসর সম্পর্কে চূড়ান্ত সংখ্যা বা দাবি করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক তথ্যের অপেক্ষা করাই যথাযথ।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নজরদারিতে

৫ পৃষ্ঠার পর

আহ্বান জানিয়েছেন। আজ সোমবার ৭ সেপ্টেম্বর জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ৬৩তম অধিবেশনে বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ আহ্বান জানান।

ফলকার টুর্ক বলেন, আমরা বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজের ওপর নজরদারি করতে পারে, এমন একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আসছি। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিতের কথা বারবার বলেছেন।

তিনি এসব সংস্থার কাজের বিষয়ে স্বাধীন নজরদারির জন্য আরও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের বিক্ষোভে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি একটি তথ্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে ৪৪টি সুপারিশ করা হয়। তার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকাণ্ড তদারকিতে স্বাধীন নজরদারির ওপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বেসামরিক নজরদারি ও জবাবদিহির ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ ছিল। ওই প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন তদারকির জন্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের বিভিন্ন ট্রিটি বডির সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছিল।

৩১ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUAA)-এর অ্যানুয়াল অ্যালামনাই ডিনার

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUAA)-এর উদ্যোগে অ্যানুয়াল অ্যালামনাই ডিনার ২০২৬ সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটির এক প্রস্তুতি সভা গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক বেলাল মাহমুদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সদস্য সচিব ইকবাল মোর্শেদ সভা পরিচালনা করেন। সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি এস. এম. আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সরকার। প্রধান সমন্বয়ক আজহার আলী খান, উপদেষ্টা তাজুল ইসলাম ও আবুল কালাম আজাদ তালুকদার এবং যুগ্ম সমন্বয়ক ইউসুফ আলী ও সাইফুল ইসলাম ভুঁইয়া।

সভায় বক্তারা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিতব্য অ্যানুয়াল অ্যালামনাই ডিনার সফলভাবে আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সংগঠনের কার্যকরী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অ্যানুয়াল অ্যালামনাই ডিনার ২০২৬ সফল ও সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২৭ সেপ্টেম্বর রোববার কুইন্স প্যালেসে রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ এর মিউজিক্যাল নাইট

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে প্রবাসে বাংলা সঙ্গীত ও সংস্কৃতির চর্চাকে আরও প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'এ মেসমারাইজিং মিউজিক্যাল নাইট'। এ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে লাইভফিউশন এন্টারটেইনমেন্ট। আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন দুই জনপ্রিয় ও বাংলাদেশে জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ। তাঁদের পরিবেশনায় বিভিন্ন ধারার গান উপভোগের সুযোগ পাবেন নিউইয়র্ক ও আশপাশের এলাকার সঙ্গীতপ্রেমীরা। কুইন্সের উডসাইডে ৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিটে অবস্থিত কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠানটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাতটায়। জমকালো এ আয়োজনের টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত রয়েছে উৎসব গ্রুপ।

লাইভফিউশন এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবং বাংলা সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অনুরাগীদের জন্য একটি আনন্দময় ও স্মরণীয় সন্ধ্যা উপহার দিতেই এ আয়োজন। একই সঙ্গে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা গান ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করাও অনুষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, পরিচিত শিল্পীদের পরিবেশনা, বাংলা গানের মনোমুগ্ধকর সব একক কম্পোজিশন, মায়াবী আবহের পাশাপাশি সঙ্গীত ও সংস্কৃতির একটি প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হবে এ আয়োজন। জীবনে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি করবে এই সঙ্গীত সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানটি সফল করতে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সংগঠন সহযোগী হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

স্পন্সরদের মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল কেয়ার নেটওয়ার্ক, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, গুড নেবারহুড হোম কেয়ার, মাইগ্রেশন সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল, টিএমআর ট্রেনিং একাডেমি, আরমানা রেড রুন, সিলেট মোটরস এবং প্রাইম হেলথ এলএলসি। টিভি/মিডিয়া পার্টনার হলো টিবিএন ২৪ এবং নবযুগ। লাইভফিউশন এন্টারটেইনমেন্ট ও উৎসব গ্রুপের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কসহ আশপাশের এলাকার প্রবাসী বাংলাদেশি, সঙ্গীতপ্রেমী, সাংস্কৃতিক অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগ অথবা ই-মেইল: tjsoundsnyc@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মিলনমেলা

বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে নিউইয়র্কে সম্পন্ন হলো ৪০তম ফোবানা সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক: বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে নিউইয়র্কে সম্পন্ন হলো ৪০তম ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা সংক্ষেপে “ফোবানা” সম্মেলন যা পরিনত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মিলনমেলায়।

এনআরবি অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ-র আয়োজনে ৪ঠা সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী সন্ধ্যায় খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক ও কবি হুমায়ূন কবীর ঢালীর কথায়, ইবরার টিপুর সুরে এবং শাহ মাহবুব ও বিন্দুকণার কণ্ঠে পরিবেশিত “অক্ষরে সাজাই বর্ণমালা, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, পরিচয় আমার বাঙালি, নেই বিদ্বেষ। একই আকাশ, একই বাতাস, একই মাটির টান-ফোবানা মানে প্রবাসের বুকে বাংলাদেশের সম্মান।’-এই থিম সংয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে শুরু হওয়া নিউইয়র্কের ইভানজেল খ্রিস্টিয়ান সেন্টারে ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনব্যাপী ৪০তম ফোবানা সম্মেলন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এনআরবি অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ-র প্রেসিডেন্ট ও আয়োজক কমিটির আহবায়ক নূরুল আমীন বাবু। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন প্রধান উপদেষ্টা, একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন “ফোবানা” চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু, আফ্রিকান উইমেন ফেডারেশনের প্রতিনিধি, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ডেমোক্র□্যাট লীডার ড. দিলীপ নাথ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞানী ড. জিনাত নবী, সাবেক হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু, বাংলাদেশ জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, প্রবীণ সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ওয়াশিংটন থেকে আগত সাংবাদিক দস্তগীর জাহাঙ্গীর, দিল্লিতে নিযুক্ত সাবেক প্রেস মিনিস্টার শাবান মাহমুদ, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সাবেক প্রেস মিনিস্টার সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান, নিউ ইয়র্কের হোস্ট কমিটির সদস্যসচিব ছড়াকার মনজুর কাদের, চীফ পেট্রন শফিক আলম, কমিউনিটি একটিভিস্ট মিনহাজ আহমেদ, সাংবাদিক আব্দুল হামিদ, পিনাকী তালুকদার, একটিভিস্ট রামদাস ঘরামী, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি আব্দুল কাদের মিয়া, রাফায়েত চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, সুব্রত তালুকদার এবং জাতিসংঘে কর্মরত মানবাধিকার কর্মী ব্যারিস্টার ড. এনামুল হকসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট ও কানাডা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী শাহ মাহবুব ও বিন্দু কনা। নাচ, গান, কবিতা ও গীতিনাট্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)-এর শিক্ষার্থীরা।

০৫ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত দর্শক ও আয়োজকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তিনি প্রবাসীদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দেশের প্রয়োজনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। “ফোবানা” সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রবীণ মা-বাবাদের নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ছিলো তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য শিল্পী, সংগঠক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৬ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের ৩য় ও শেষ দিনে ওয়াশিংটন ডিসিকে ৪১তম ফোবানা সম্মেলনের ভেন্যু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ সময় ৪১তম ফোবানা আয়োজক কমিটির নতুন সভাপতি দস্তগীর জাহাঙ্গীর ও সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ হোসেনের হাতে ফোবানার পতাকা হস্তান্তর করেন ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী ও সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান।

তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের বিভিন্ন পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় শিল্পী আঁখি আলমগীর, স্বনামধন্য জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, নজরুলসংগীত শিল্পী দিনার মণি, তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আলভান চৌধুরী, সাগ্নিক মজুমদার, জেরিন মাইশা, বাউল মেলাল করিমসহ আরও অনেকে। কনভেনশন সেন্টারের লবিতে দেশীয় পণ□্যের মেলা বসেছিলো। সাংস্কৃতিক সংগঠক গোপাল সান্যাল এর উদোগে বসেছিলো বুকস্টল, যেখানে বিক্রি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সহ প্রগতিশীল গ্রন্থ। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় প্রয়াত চিত্রনায়ক সালমান শাহর ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। চিত্রনায়িকা মৌসুমী গানে গানে স্মরণ করেন সালমান শাহকে। ‘ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথচলা’ গানটি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে যখন মৌসুমী পরিবেশন করেন, তখন হলভর্তি দর্শকের মাঝে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। আয়োজকদের মতে, তিন দিনের এই সম্মেলন শুধু বিনোদন ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং প্রবাসে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বাংলাদেশকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্প্রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছিলো।

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

কানাডার টরন্টোতে সম্পন্ন হলো ৩ দিনব্যাপী জমকালো ৪০তম ফোবানা সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক : গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে ৬ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত কানাডার টরেন্টোর ডন ভ্যালি হোটেলে ৩ দিনব্যাপী ৪০ তম ফেডারেশন অফ বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা - "ফোবানা" সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে।

'একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪ এর আন্দোলনের চেতনাকে লালন করে ঘোষিত 'ফিফা ৪০তম ফোবানা কনভেনশন-২০২৬' এর যৌথ আয়োজক সংগঠন ছিলেন "টেষ্ট অব বাংলাদেশ" এবং "বাংলাদেশ সোসাইটি অব কানাডা"।

টরন্টোতে অনুষ্ঠিত উক্ত "ফোবানা" সম্মেলনের শ্লোগান ছিল 'অনুভবের চেতনায় আমাদের বাংলাদেশ'।

৫ম ও ৬ই সেপ্টেম্বর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন শনিবার ও রোববার "ফোবানা" এবং 'টেস্ট অব বাংলাদেশ'-এর যৌথ উদ্যোগে ড্যানফোর্থ রোড ও বার্চমাউন্ট রোড এলাকায় বড় আকারের উন্মুক্ত বাংলাদেশি মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে খাবার, পোশাক, গয়না ও দেশীয় পণ্যের স্টলের পাশাপাশি সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করে বিপুলসংখ্যক দর্শক।

নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর প্রধান নির্বাহী, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান এবং ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব শাহ নেওয়াজের পৃষ্ঠপোষকতায় "ফোবানার ব্যানারে" টরন্টোতে আয়োজিত উক্ত ৪০তম সম্মেলনে বাংলাদেশের কৃষ্টি, কালচার, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সৃজনশীলতাকেও প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের নিয়ে বিজনেস নেটওয়ার্ক তৈরি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, বিজনেস লাঞ্চ, বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি, ঐতিহ্য তুলে ধরে বিভিন্ন আসর, ইয়ুথ গ্রুপের কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ নানা বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আয়োজকদের মতে, সবমিলিয়ে এবারের সম্মেলন হয়েছে ফোবানার ইতিহাসে সেরা সম্মেলন।

কয়েক ভাগে বিভক্ত ফোবানা-র এই অংশের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ফিরোজ আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, কোষাধ্যক্ষ ওয়াহিদ কাজী এলিন টরন্টো সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন নি।

স্টিয়ারিং কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান এ ৪০তম সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক জনাব শাহ নেওয়াজ এবং টরন্টো ফোবানা সম্মেলনের "চীফ নেগোসিয়েটর" ড. আবু জুবায়ের দারার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এবারের টরন্টোতে আয়োজিত ৪০ তম ফোবানা সম্মেলনে সাবিক সহায়তা করেছেন কনভেনরদ্বয় দেওয়ান আজীম ও খোকন রহমান এবং মেম্বার সেক্রেটারীদ্বয় জহুরুল ইসলাম ও জাহিদ চৌধুরী।

সম্মেলনের প্রথম দিন ৪ঠা সেপ্টেম্বর

শুক্রবার বাংলাদেশের সংস্কৃতি, বিনোদন ও ক্রীড়াঙ্গনের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিংবদন্তি অভিনেত্রী ফরিদা আখতার ববিতা, জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, সাবেক ফুটবলার এনায়েতুর রহমান এবং অভিনেত্রী শান্তা ইসলাম। উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন সেলিম চৌধুরী ও আঁখি আলমগীর, রানো নেওয়াজসহ নিউ ইয়র্ক, বাংলাদেশ ও টরন্টোর স্থানীয় শিল্পীরা।

সমাপনী দিনে মঞ্চ মাতান ডলি সায়ন্তনী, ফকির সাহাবুদ্দিন ও শাহনাজ বেলী, রানো নেওয়াজ, অনিক রাজ প্রমুখ।

স্থানীয় মূলধারার রাজনীতিবিদদেরও উপস্থিতি ছিল। সম্মেলনের বিভিন্ন দিনে উপস্থিত বা বক্তব্য প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন টরন্টোর মেয়র অলিভিয়া চাও, কানাডা পার্লামেন্টের নবনির্বাচিত সদস্য বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তানভীর শাহনাওয়াজ, কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী ডা. আমানউল্লাহ তরুণ, টরন্টো সিটি কাউন্সিলর পার্থি কান্দাভেলসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনের প্রতিনিধিরা।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

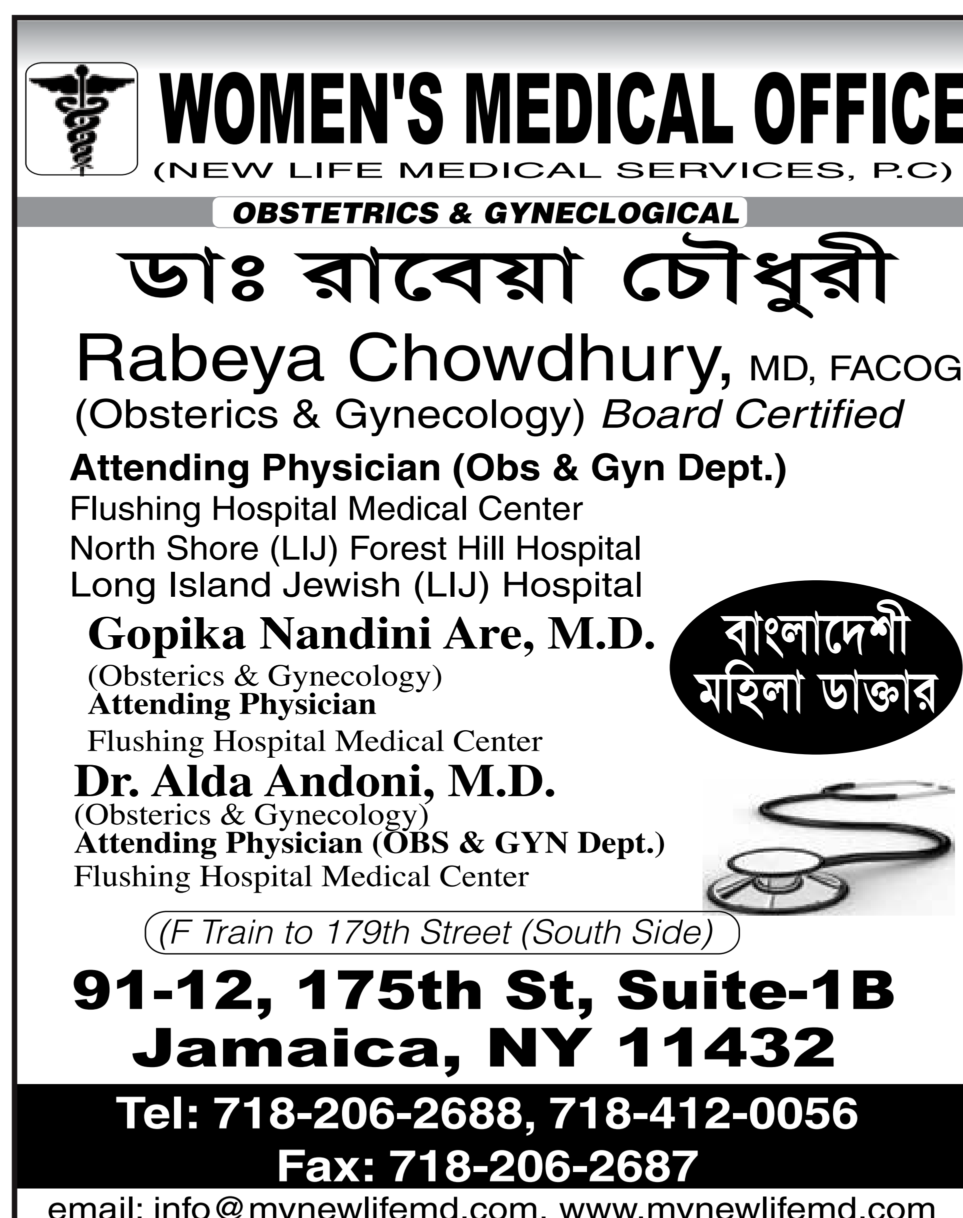
WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ফ্যাটি লিভার থেকে বাঁচতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি

পরিচয় ডেস্ক : লিভার বা যকৃতে অল্প চর্বি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অতিরিক্ত চর্বি জমে গেলে তা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিষয়টি লিভার ক্যানসার ও সিরোসিসের দিকে যেতে পারে।

হাঁটু এবং পিঠে ব্যথার কারণে বছরখানেক আগে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন ইয়ানিক ফ্যাশার। সেই সময় তার লিভার পরীক্ষা করা হলে ডা: ফ্রিডহেল্ম জাইক তাকে জানান, তার ফ্যাটি লিভার রোগ হয়েছে।

ফ্যাশার জানতেন, তার ওজন বেশি। ১.৮০ মিটার উচ্চতার ফ্যাশারের ওজন ১৩০ কেজি ছিল। তবে লিভারের সমস্যা তাকে অবাক করেছিল।

ডা: ফ্রিডহেল্ম জাইক বলছেন, ‘‘আগামী বছরগুলোতে আমরা এই সমস্যা আরও বেশি দেখবো- ফ্যাটি লিভার, নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়বে। এটা আমাদের ও লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টারগুলোর জন্য উদ্বেগের। ফ্যাশার নিশ্চিতভাবেই সেদিকে এগোচ্ছেন”

ফ্যাটি লিভারের কারণে ক্যানসার ও সিরোসিস হতে পারে। এক পর্যায়ে ট্রান্সপ্ল্যান্টই একমাত্র সমাধান হতে পারে। ফ্যাশার সেটি এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো: ফ্যাটি লিভারের জন্য কোনো ওষুধ নেই।

ডা: জাইক বলেন, ‘‘ফ্যাটি লিভারের জন্য কোনো পিল নেই। অনেক গবেষণা চলছে, কিন্তু এখনও প্রমাণিত কোনো চিকিৎসা নেই। তাই জীবনযাপনে পরিবর্তন আনাই এখন পর্যন্ত একমাত্র সমাধান”

ফ্যাশারের কাছে জীবনযাপন পরিবর্তন মানে ওজন কমানো।

© magicmine/Zoonar/picture alliance

কিডনির ভালোর জন্য দূরে রাখবেন যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক : শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো কিডনি। মূত্র থেকে বিভিন্ন হরমোন তৈরি, ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণসহ একাধিক জরুরি কাজ করে এই অঙ্গটি। তাই তো কিডনি ভালো না থাকলে শরীরও তাড়াতাড়ি খারাপ হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিডনির রোগগুলো ধরা পড়ে অনেক দেরিতে।

শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো কিডনি।

মূত্র থেকে বিভিন্ন হরমোন তৈরি, ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণসহ একাধিক জরুরি কাজ করে এই অঙ্গটি। তাই তো কিডনি ভালো না থাকলে শরীরও তাড়াতাড়ি খারাপ হয়।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিডনির রোগগুলো ধরা পড়ে অনেক দেরিতে।

অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয় যে একটি কিডনি বিকল হয়ে গেলেও কাজ চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে। ফলে ক্ষতির আঁচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাই প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া জরুরি।

আমাদের অতি পরিচিত কিছু খাবারই কিডনির হাল খারাপ করে।

এমনকি এসব খাবার নিয়মিত খেলে মারাত্মক কিডনির সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কিডনির স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কোন কোন খাবার ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, জেনে নিন-

প্রক্রিয়াজাত খাবার

যেকোনো প্রক্রিয়াতজাত খাবারে অত্যধিক মাত্রায় সোডিয়াম ও ফসফরাস যুক্ত থাকে। যা দীর্ঘদিন খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং কিডনির ক্ষতি হয়।

সফট ড্রিংকস

বাজার চলতি জুস, এনার্জি ড্রিংকসসহ বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিংকসে উচ্চ মাত্রায় সুগার থাকে।

কিডনির পাথর ও অন্যান্য সমস্যার কারণ হতে পারে এসব সফট ড্রিংকস।

কিডনির পাথর ও অন্যান্য সমস্যার কারণ হতে পারে এসব সফট ড্রিংকস।

একই সঙ্গে বাড়ে রক্তচাপ, কিডনির ওপরও প্রভাব ফেলে।

ওজনের সঙ্গে ব্লাড সুগারও নিয়ন্ত্রণে রাখবে যে চালের ভাত

পরিচয় ডেস্ক : আমরা বাঙালিরা সাদা ভাত খেতেই অভ্যস্ত। আমাদের রান্নাঘরে সাদা ভাতই বেশি রান্না হয়। তবে আমাদের মধ্যে যারা একটু বেশি স্বাস্থ্য সচেতন কিংবা ওজন কমাতে চান, তারাই সাদা ভাত ছেড়ে ব্রাউন রাইস খান। দানাশস্য হিসেবে ব্রাউন রাইস সবচেয়ে বেশি উপকারী।

একটু দামি হলেও অনেকেই এই চালের ভাত খেতে পছন্দ করেন সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য।

আজকের প্রতিবেদনে জানবেন ব্রাউন রাইস বা বাদামি চালের ভাতের গুণাগুণ। চলুন দেখা যাক কী আছে এই ব্রাউন রাইসে।

ব্রাউন রাইসের মধ্যে ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে।

ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সেলেনিয়াম থেকে শুরু করে ভিটামিন বি, ফাইবার সবই রয়েছে এই ব্রাউন রাইসের মধ্যে। উচ্চ পরিমাণে ডায়েটরি ফাইবার রয়েছে এই খাবারে। ফাইবার বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাকে দূর করে। দেহের সঠিক ওজন বজায় রাখার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে ব্রাউন রাইস।

ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও ফাইটোকেমিক্যালের খনি এই লাল চাল হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ব্রাউন রাইস খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এভাবে হার্টের স্বাস্থ্যকেও ভালো রাখে। দানাশস্য, তার ওপর গ্লাইসেমিক সূচক কম। ব্রাউন রাইস খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ে না।

ব্রাউন রাইসে থাকা কার্বোহাইড্রেট ও ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এতে টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়।

পুষ্টিতে ভরপুর এই খাবার ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। ব্রাউন রাইস খেলে খিদে কম পায়। এতে ক্যালোরির মাত্রাও কম। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রাউন রাইসে অনেক বেশি পরিমাণে ফাইবার থাকে। বাকি পুষ্টিগুণও অনেক বেশি থাকে।

সুগারের সঙ্গে মেদও ঝরাবে যে শাক

পরিচয় ডেস্ক : শীতের সময় ত্বকের সঙ্গে শরীর নিয়েও আলাদা করে ভাবতে হবে। অন্যথায় পিছু নেবে একাধিক জটিল অসুখ। তবে এই সময়ে নিয়মিত পালং শাক খেলে শরীর সুস্থ থাকবে অনেকটাই।

পালং শাকে রয়েছে ভিটামিন সি, আয়রন, ভিটামিন এ থেকে শুরু করে একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজ।

শুধু তাই নয়, এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবারও রয়েছে। যে কারণে পালং শাক খেলে অনায়াসে সুস্থ-সবল জীবন কাটানো যায়। এড়িয়ে চলা যায় নানাবিধ জটিল রোগ। এগুলো ছাড়াও আর কী কী উপকারে আসে এই শাক, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে

এই সময় একাধিক ভাইরাস সক্রিয় হয়ে উঠে। আর এসব থেকে বাঁচতে হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। আর এ কাজে সাহায্য করতে পারে পালং শাক। কারণ এতে রয়েছে ভিটামিন সি-এর ভাণ্ডার।

আর এই ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শুধু তাই নয়, এতে মজুত অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের গুণে কমে প্রদাহ। যার ফলে একাধিক জটিল অসুখের ফাঁদ এড়িয়ে চলা যায়। তাই আপনার প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই পালং শাক রাখার চেষ্টা করবেন।

ওজন কমাবে

শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমাতে চাইলে ভরসা রাখতে পারেন পালং শাকের ওপর।

কারণ, এতে রয়েছে ফাইবারের ভাণ্ডার। আর এই উপাদান পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে খিদে পায় কম। আজেবাজে খাবার খাওয়ার প্রবণতাও কমে। আর কম খেলে বা হাই ক্যালোরি খাবারের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে নিলেই কমবে ওজন।

পেট ভালো রাখবে

শীত মানেই পেট খারাপ হবেই। এই সময়ে আজেবাজে খাবার খেলেই গ্যাস, অ্যাসিডিটি পিছু নিতে পারে। এমনকি বিরক্ত করে কোষ্ঠকাঠিন্যও। তাই চেষ্টা করুন যে ভাবেই হোক পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখার। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পালং শাক। এই শাকে উপস্থিত ফাইবার অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং বাড়ায় ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা।

সুগার কমাবে

ডায়াবেটিক রোগীদের যে ভাবেই হোক সুগার লেভেল কমাতে হবে। আর সেই কাজে সাহায্য করতে পারে পালং শাক। এই শাকে উপস্থিত রয়েছে আলফা লিপোলিক অ্যাসিড।

শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে পাঁচ খাবার

পরিচয় ডেস্ক : দিন দিন তাপমাত্রা কমছে। জেঁকে বসছে শীত। আর এই শীত-ঠাণ্ডা আসতেই বাড়ছে সর্দি-কাশি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি। মূলত শীতের আবহাওয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া।

বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থ াকলে বিপদ আরো বাড়ে। তাই এই সময়ে ইমিউনিটি ঠিক রাখা জরুরি।

শীতে ডায়েটে রাখতে হবে নির্দিষ্ট কিছু খাবার। তবেই অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

কী সেই খাবারগুলো, তা নিয়েই আজকের প্রতিবেদন। চলুন দেখে নেওয়া যাক।

সবুজ শাক-সবজি

পালং শাক, ব্রকলির মতো সবজি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবার সমৃদ্ধ এসব শাক-সবজি।

যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা বেশি সবুজ শাক-সবজি খান, তাদের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

আদা

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলতে আদা অত্যন্ত কার্যকর। আদায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা মেটাবলিজম উদ্দীপিত করার পাশাপাশি, অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি করতেও সহায়তা করে।

তুলসী

শুধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতেই নয়, তুলসীর নানাবিধ গুণ রয়েছে। এটি চাপা কাশি, উদ্বেগ, ক্লান্তি, চাপ থেকেও মুক্তি দেয়। তুলসীতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য।

ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার

ভিটামিন-সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও উপকারী বলে মনে করা হয়। শ্বেত রক্ত কণিকার উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক ভিটামিন সি।

অনিয়মিত ঘুম বাড়াতে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক : ঘুমানোর নির্দিষ্ট সময় না থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। শুধু তা-ই নয়, এটি প্রাণঘাতীও হতে পারে। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাস হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো বড় ধরনের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এমনকি আপনি যদি প্রতিদিন ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমান, তা-ও এ সমস্যাটি হতে পারে।

সম্প্রতি এমন এক গবেষণার এ কথা জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক পোস্ট। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত সময়ের চেয়ে ঘুমের নিয়মিততা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, 'আমাদের ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে ঘুমের নিয়মিততা যথেষ্ট ঘুমের সময়ের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক।'

গবেষণায় ৪০ থেকে ৭৯ বছর বয়সী ৭২ হাজার ২৬৯ জনকে স্যাম্পল হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

এক সপ্তাহ ধরে অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার ব্যবহার করে তাদের ঘুমের ধরন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের কারো ইতোপূর্বে হার্টের রোগ বা স্ট্রোকের ইতিহাস ছিল না।

তাদের ঘুমের তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি ইনডেক্স স্কোর তৈরি করা হয়েছে। যারা ৮৭ বা তার বেশি স্কোর অর্জন করেছেন, তাদের ঘুমের ধরন নিয়মিত বলে বিবেচিত হয়েছে।

স্কোর ৭২-এর নিচে থাকা ব্যক্তিদের ঘুম অনিয়মিত এবং মাঝামাঝি স্কোরধারীদের 'মডারেটলি রেগুলার' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

পরবর্তী আট বছরে এই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর এবং স্ট্রোকের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা গেছে, যারা অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাসে অভ্যস্ত, তাদের বড় ধরনের কার্ডিওভাসকুলার সমস্যার ঝুঁকি ২৬ শতাংশ বেশি। তুলনামূলকভাবে মাঝারি নিয়মিত ঘুমধারীদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি ৮ শতাংশ বেশি।

গবেষণায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, যারা নিয়মিত ঘুমের সময় মেনে চলেন, তাদের অধিকাংশই পর্যাপ্ত সময় ঘুমান। ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য সাত থেকে আট ঘণ্টা এবং ১৮ থেকে ৬৪ বছরের ব্যক্তিদের জন্য সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুম সুপারিশ করা হয়।

গবেষণাটি জানিয়েছে, 'যারা পূর্বের নির্ঘুমে কাটানো সময়কে পুষিয়ে নিতে চান, অনিয়মিত ঘুমের কারণে তারা সৃষ্ট হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন না।

যদিও গবেষণাটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন এক সপ্তাহের ঘুমের তথ্য সংগ্রহ, ন্যাপিং বা চোখ বন্ধ করে বিশ্রামকে বিবেচনায় না নেওয়া ইত্যাদি। তবুও এটি অনিয়মিত ঘুম এবং কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকির মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ নির্দেশ করে।

কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ

পরিচয় ডেস্ক : বাঙালিদের বরাবরই সব মুখরোচক খাবারের খ্যাতি আছে। মোটামুটিভাবে লতি দিয়ে বেশি ভালো হয় ইলিশ মাছ আর চিংড়ি। কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না হলে অনাসায়ে ভাত খাওয়া যায় পেট পুরে।

রান্নার জন্য যা যা প্রয়োজন: ১. কচুর লতি এক কেজি, ২. চিংড়ি মাছ এক কাপ, ৩. হলুদ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ ৪. মরিচ গুঁড়ো দেড় টেবিল চামচ ৫. লবণ প্রয়োজন মতো ৬. পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ ৭. তেল পরিমাণমতো ৮. আদা বাটা ২ টেবিল চামচ ৯. রসুন বাটা দেড় টেবিল চামচ ১০. কাঁচা মরিচ ৬-৮ টি ১১. জিরাবাটা ১ টেবিল চামচ ১২. লেবুর রস ১ টেবিল চামচ

যেভাবে রান্না করবেন : প্রথমে চিংড়ি মাছগুলো সামান্য হলুদ গুঁড়া ও সামান্য লবণ দিয়ে মেখে কড়াইয়ে তেল গরম করে ভেজে উঠিয়ে রাখতে হবে। তারপর অন্য একটি হাঁড়িতে হালকা ভাবে লতিগুলো সিদ্ব করে নিতে হবে। এখন একটি কড়াউতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি হালকা বাদামি করে ভেজে সব গুঁড়া ও বাটা মসলা দিয়ে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে কষিয়ে নিন।

এবার সিদ্ধ করে রাখা লতি ও ভাজা চিংড়ি মাছের সঙ্গে লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে নেড়ে একটু কষিয়ে নিন। একটু পর ঢাকনা খুলে সামান্য পানি দিয়ে নেড়ে কাঁচা মরিচ ও লেবুর রস দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন। মাখা মাখা হয়ে লতি সেদ্ধ হলে কিছুক্ষণ দমে রাখুন। তেল ছাড়া শুরু করলে নামিয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কচুর ছড়া দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক : ভোজনরসিক বাঙ্গালিদের অনেক পছন্দের আরেকটি খাবার হলো কচুর ছড়া দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল। বাঙালির প্রিয় ইলিশ মাছ দিয়ে যে পদই রান্না হোক না কেন তাই সুস্বাদু লাগে।

উপকরণ : ইলিশ মাছ চার টুকরা, কচুর ছড়া খোসা ছাড়ানো ২৫০ গ্রাম, আদা বাটা দুই টেবিল চামচ, জিরা বাটা দুই টেবিল চামচ, রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ মতো, হলুদ গুঁড়া ও মরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো

প্রণালি : প্রথমে মাছে সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া ও লবণ দিয়ে হালকা ভেজে নিন। এবার সব বাটা মসলা আর লবণ দিয়ে কচুর ছড়া কষিয়ে নিন। কষানো হলে তাতে পানি দিয়ে চুলায় আঁচ কমিয়ে রান্না করুন। কচুর ছড়া সিদ্ধ হলে তাতে মাছগুলো দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করুন। এর উপর কিছু কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে ফেরুন। গরম গরম পরিবেশন করুন মজাদার স্বাদের কচুর ছড়া দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

লাউ ইলিশের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক :ভোজনরসিক বাঙ্গালিদের অনেক পছন্দের আরেকটি খাবার হলো লাউ ইলিশের ঝোল।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৫ টুকরা, লাউ মাঝারি ১টা, আদা বাটা, রসুন বাটা ১ চামচ, পিয়াজ কুচি: ১/২ কাপ, হলুদ গুড়া: ৩/৪ চা চামচ, মরিচ গুড়া: ১/২ চা চামচ, ধনিয়া গুড়া: ১/২চা চামচ, পানি: পরিমান মত, লবন: স্বাদমত, তেল:৩ চা চামচ

প্রণালী: আমি প্রথমে মাছের পিসগুলিকে হাল্কা লবন মেখে রেখেছি,কারন আমার কাছে পরে মাছ টা তে লবন কম মনে হয়। লাউ কেটে আকার অনুযায়ি করে নিতে হবে।

একটি কড়াইতে তেল দিয়ে পিয়াজ,দিয়ে হাল্কা ভেজে নিয়ে একে একে সব মস্লা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।

এবার লাউ দিয়ে কষিয়ে ঢাক্না দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।এক্ষেত্রে লাউ থেকে পানি বের হবে।১০মি,পরে সামান্য পানি দিয়ে মাছ গুলি দিয়ে আবার ঢেকে দিতে হবে। মৃদু আঁচে ঝোল ঘন হলে লবন চেখে নামিয়ে নিতে হবে।

ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর লতি

পরিচয় ডেস্ক : ভোজনরসিক বাঙ্গালিদের অনেক পছন্দের একটি খাবার হলো ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর লতি । আমাদের প্রত্যাহিক জীবনের খাবারের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছ দিয়ে যে পদই রান্না হোক না কেন তাই ভালো লাগে।

উপকরণঃ কচুর লতি ১কেজি, ইলিশ মাছের মাথা ২ টি, পেঁয়াজ কুঁচি হাফ কাপ, রসুন থেতো করা ১/৩ কাপ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, সরিষা বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৮-১০ টি, লবন পরিমাণ মতো, হলুদ গুড়া হাফ চা চামচ, ভাজা জিরা গুড়া হাফ চা চামচ, তেল ৩ টেবিল চামচ, লেবু পাতা ২ টি।

প্রনালীঃমাছের মাথা ভালো করে পরিষ্কার করে সামান্য লবন ও হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে। এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি লালচে করে ভেজে নিতে হবে। এরপর একে একে রসুন কুঁচি, রসুন বাটা, সরিষা বাটা ও পরিমাণ মতো লবন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে মাছের মাথা দিতে হবে।

মাথা গুলো ভালো করে কষানো হলে তা একটি বাটি তে তুলে রেখে তাতে লতি দিয়ে নেড়ে চেড়ে সামান্য পানি দিতে হবে। লতি সিদ্ধ হয়ে এলে তাতে মাছের মাথা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে কিছু সময় দমে রাখতে হবে। নামানোর আগে লেবু পাতা ও ভাজা জিরা গুড়া দিয়ে আরো কিছু সময় দমে রেখে দিতে হবে।

মামলা না করে দেশে

১৮ পৃষ্ঠার পর

তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এই অভিনেত্রী।

বাঁধন দাবি করেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তার সক্রিয় ভূমিকার কারণেই ইতালিতে তার ওপর হামলা হয়েছে। ফেসবুক লাইভে তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তার অবস্থান ও ভূমিকা বিস্তারিত তুলে ধরেন।

"জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় আমি বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি মনে করি, এটি ছিল আমার জীবনের নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তগুলোর একটি। আমি একজন গর্বিত জুলাই যোদ্ধা," বলেন তিনি

বাঁধন জানান, অনেকেই তাঁকে ফোন ও মেসেজ করে সাহস না হারানোর পরামর্শ দিয়েছেন। "সবাই আমাকে একটি কথাই বলছেন-সাহস হারাবেন না। বাঁধন সাহস হারানোর জন্য জন্মায় নাই। এ কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন। আমাকে ভয় দেখানো বা ভেঙে ফেলা এত সহজ নয়," যোগ করেন তিনি।

লাইভে বাঁধন আরও বলেন, তার ছোট ভাই ও তার পরিবারের সঙ্গে যা ঘটেছে, সেটি তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে। বিশেষ করে তার ভাইয়ের স্ত্রী এবং তিন বছর বয়সী শিশুকে হয়রানি করার ঘটনায় তিনি গভীরভাবে ব্যথিত।

"আমার ছোট ভাই, তার পরিবার, ছোট্ট সন্তান এবং স্ত্রীকে যেভাবে হয়রানি করা হয়েছে, তাতে আমি ভীষণভাবে কষ্ট পেয়েছি," বলেন তিনি।

তিনি তাদের ওপর হামলাকে 'ন্যাক্কারজনক' বলে উল্লেখ করেন।

ইতালির প্রচলিত আইনে শাস্তি কী?

ইতালির আইনে কাউকে মারধর করা হলে প্রথমেই দেখা হবে, এতে তার শরীরে কোনো আঘাতের দাগ বা অসুস্থতা আছে কিনা।

এক্ষেত্রে যদি কাউকে মারধর করা হয়, কিন্তু তাতে কোনো শারীরিক অসুস্থতা বা আঘাত না বোঝা হয়, তাহলে সেটি 'পারকোসে' বা মারধরের অপরাধ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা ৩০৯ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

মারধর, আঘাত, হুমকি বা জোর করে কিছু করানোর অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ইতালির সাধারণ ফৌজদারি আইনেই মামলা হতে পারে। তার নাগরিকত্ব বাংলাদেশি কি না বা তিনি বৈধভাবে বসবাস করছেন কি না, এসব কারণে অপরাধের বিচার প্রভাবিত হবে না।

কিন্তু মারধরের কারণে শরীরে আঘাত বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা তৈরি হলে বিষয়টি আরও গুরুতর হতে পারে। ইতালির পেনাল কোডের আর্টিকেল ৫৮২ অনুযায়ী, সাধারণ ধরনের শারীরিক আঘাতের ক্ষেত্রে ৬ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

বাঁধনকে জোর করে কিছু স্লোগান বলানোর চেষ্টাও করা হয়েছে। অভিযোগটি প্রমাণিত হলে বিষয়টি শুধু মারধরের অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে।

ইতালির আইনে হুমকি দিয়ে কাউকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করাকে 'ভিওলেনজা প্রিভাতা' বা ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর জোরজবরদস্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। এ অপরাধে সর্বোচ্চ ৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

তবে বাঁধনের ঘটনায় ঠিক কোন কোন ধারা প্রযোজ্য হবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না। পুলিশ ও প্রসিকিউটরের তদন্ত, ভিডিও, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, চিকিৎসার কাগজপত্র এবং ঘটনার অন্যান্য প্রমাণের ওপর বিষয়টি নির্ভর করবে।

হামলাকারী ইতালিতে বৈধভাবে থাকলে শাস্তির মাত্রা কী?

মারধর, আঘাত, হুমকি বা জোর করে কিছু করানোর অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ইতালির সাধারণ ফৌজদারি আইনেই মামলা হতে পারে। তার নাগরিকত্ব বাংলাদেশি কি না বা তিনি বৈধভাবে বসবাস করছেন কি না, এসব কারণে অপরাধের বিচার প্রভাবিত হবে না।

তবে ফৌজদারি মামলার পাশাপাশি তার ইতালিতে থাকার অধিকার নিয়েও কিছু ক্ষেত্রে আলাদা সিদ্ধান্ত হতে পারে। বিশেষ করে গুরুতর অপরাধ বা জননিরাপত্তার বিষয় সামনে এলে বিদেশিকে ইতালি থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। তবে অপরাধের অভিযোগ উঠলেই বৈধ রেসিডেন্স পারমিট বাতিল হয়ে যাবে বা সঙ্গে সঙ্গে ইতালি থেকে বহিষ্কার করা হবে এমন নয়। এ বিষয়ে আলাদা আইনি প্রক্রিয়া ও নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে।

যদি কেউ অবৈধভাবে ইতালিতে থাকেন?

কেউ যদি ইতালিতে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া থাকেন, তাহলেও তার বিরুদ্ধে মারধর বা আঘাতের মামলা হতে পারে। বরং তার ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলার পাশাপাশি অভিবাসন আইনের বিষয়টিও সামনে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলার পাশাপাশি তার অভিবাসন-সংক্রান্ত অবস্থাও আলাদা করে বিবেচনা করা হতে পারে। ইতালির আইনে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অবৈধভাবে থাকা বিদেশিকে দেশ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বহিষ্কার কার্যকর করার জন্য তাকে হেফাজতেও রাখা যেতে পারে।

তবে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, 'অবৈধভাবে ইতালিতে আছেন' বলেই হামলার অপরাধে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেশি বছরের কারাদণ্ড হবে, এমন নয়। হামলার শাস্তি নির্ভর করবে কী ঘটেছে এবং তা কতটা গুরুতরভাবে প্রমাণিত হয়েছে তার ওপর।

অর্থাৎ, এখানে বাঁধনের ওপর হামলার জন্য ফৌজদারি মামলা ও শাস্তি এবং ওই ব্যক্তি ইতালিতে বৈধভাবে থাকার অধিকার রাখেন কি না, সে বিষয়ে অভিবাসন আইনের ব্যবস্থা, এই দুটি বিষয় উঠে আসবে।

রিফিউজি বা রাজনৈতিক আশ্রয়ে বা অ্যাসাইলামে থাকার ক্ষেত্রে আইন কী?

অ্যাসাইলাম সিকার হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বা আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। কিন্তু তার আবেদন এখনো চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়নি। আর রিফিউজি হলেন যার রিফিউজি মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

২০২৬ সালের ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন 'ইইউ রিসেপশন ডিরেক্টিভ' অনুযায়ী, শুধু কেউ অ্যাসাইলাম সিকার- এই কারণে তাকে আটক করা যাবে না। তাকে আটক করতে হলে নির্দিষ্ট আইনি কারণ থাকতে হবে এবং পরিস্থিতি ব্যক্তিভেদে বিবেচনা করতে হবে।

অর্থাৎ, অ্যাসাইলাম সিকার হওয়ার কারণে কেউ অপরাধের মামলা থেকে বাঁচবেন না; তবে শুধু আশ্রয়ের আবেদনকারী হওয়ার কারণেও তাকে শাস্তিমূলকভাবে আটক করা যাবে না।

আর কেউ যদি ইতোমধ্যে রিফিউজি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন, তার ক্ষেত্রেও অপরাধ করলে ফৌজদারি মামলা হতে পারে। তবে শুধু অভিযোগ উঠলেই রিফিউজি মর্যাদা বাতিল হয়ে যায় না।

২০২৬ সালের ১২ জুন থেকে প্রযোজ্য নতুন ইইউ রিফিউজি নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বিশেষভাবে গুরুতর অপরাধে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত হন এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের সমাজের জন্য বিপজ্জনক হন, তাহলে রিফিউজি মর্যাদা প্রত্যাহারের আইনি ব্যবস্থা হতে পারে।

একইভাবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ থাকলেও মর্যাদা প্রত্যাহারের বিষয়টি আসতে পারে। অর্থাৎ, শুধু গ্রেফতার বা সাধারণ কোনো অপরাধের মামলা হলেই রিফিউজি মর্যাদা বাতিল হয়ে যাবে, এমন নয়। বিশেষভাবে গুরুতর অপরাধ, চূড়ান্ত সাজা এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার বিষয়-এসব আইনি শর্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সঙ্গে করা

১৯ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হবে। ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঢাকায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনির কাছে ওই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাওয়া হয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ মউ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে নূরুল বলেন, "আমরা চুক্তিগুলি, মানে ১০১টি মউ নিয়ে আলোচনা করছি। সেটার ফল আপনারা দ্রুত জানতে পারবেন।"

হাসিনার আমলে, ২০১৫ সালের জুনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরে ২০১৮ সালের অক্টোবরে ওই ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দিল্লির এক হোটেলে দু'দেশের জাহাজ মন্ত্রক এই সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করে। সমঝোতার বিষয় হল, উত্তর পূর্ব ভারতে পণ্য সরবরাহের জন্য চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার করা। হাসিনা জমানায় ভারতের সঙ্গে এমন আরও বিভিন্ন মউ স্বাক্ষর করেছিল বাংলাদেশ। এ বার ওই মউগুলি পর্যালোচনা করে দেখতে শুরু করেছে ঢাকা। ২০২৪ সালের অগস্টে হাসিনার সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে এক চাপানউতর তৈরি হয়েছিল। চলতি বছরের শুরুতে তারেক রহমানের সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করার বিষয়ে উদ্যোগী হয় দু'দেশেই। তবে গত অগস্টে দিল্লিতে হাসিনার এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে ফের দু'দেশের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়। এরই মধ্যে ব্রিক্স সম্মেলনের আউটরিচ পর্বে যোগ দেওয়ার জন্য বিমসটেকের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দিল্লি। দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্যও আলাদা আমন্ত্রণ জানানো হয় তাঁকে। তবে বাংলাদেশ জানিয়েছে, তারেক ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না এবং কোনও সরকারি প্রতিনিধিও পাঠানো হবে না। দ্বিপাক্ষিক সফরের বিষয়েও এখনও কোনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। - আনন্দবাজার.কম থেকে

দল নির্বাচনে জিতলে প্রত্যেক আমেরিকান ৫ হাজার ডলার পাবেন, ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

৮ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'আমি ব্যালটে আছি, আমি ব্যালটে আছি-আর মাত্র একবারের জন্য।' বেশিরভাগ জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের প্রতি সমর্থনের হার মাত্র ৩০ শতাংশের আশপাশে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং ইরানের বিরুদ্ধে তার শুরু করা যুদ্ধ নিয়ে ভোটারদের ক্ষোভ বাড়ছে।

ডিসিশন ডেস্ক এইচকিউর পূর্বাভাস অনুযায়ী, নভেম্বরে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটরা ২৩০-২০৫ ব্যবধানে এবং সিনেটে ৫১-৪৯ ব্যবধানে জয় পেতে পারে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

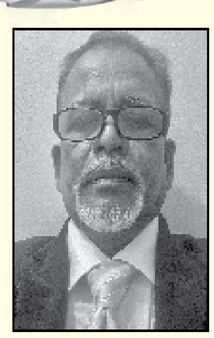

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

আইনজীবীদের আয় কমে গেছে’ শুনে

১৮ পৃষ্ঠার পর

করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলাম।’’

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বলেন, ‘‘এই মন্তব্যের পর প্রধান বিচারপতি জানতে চান যে তার নিয়োগের পর সত্যিই আইনজীবীদের আয় কমেছে কি না।’’

‘আগে ১১ জন বিচারপতির সমন্বয়ে তিনটি বেঞ্চ ছিল, এখন একক বেঞ্চ’ জবাবে মাহবুব উদ্দিন খোকন প্রধান বিচারপতিকে বলেন, ‘‘আপিল বিভাগে আগে ১১ জন বিচারপতির সমন্বয়ে তিনটি বেঞ্চ ছিল, যেখানে আরো বেশি মামলার শুনানি সম্ভব হতো। এখন একক বেঞ্চ থাকায় মামলার শুনানির জন্য আইনজীবীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।’’

তিনি আরো বলেন, ‘‘আপিল বিভাগে কোনো মামলা কেন ওপর থেকে নিচে নেমে গেল বা কেন এর শুনানি হচ্ছে না-তা উল্লেখ (মেনশন) করার কোনো সুযোগ নেই।’’

এই পরিস্থিতির কারণে বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবী উভয়েই চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘মামলার শুনানি না হওয়ায় মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আইনজীবীরা যদি কম মামলা পান, তবে তারা আয় করবেন কীভাবে? তাদের আয় অনেক কমে গেছে।’’ মাহবুব উদ্দিন খোকন জানান, তার মন্তব্যের পর প্রধান বিচারপতি এত কড়া প্রতিক্রিয়া দেখাবেন এটা তিনি আশা করেননি। তিনি আরো বলেন, আইনজীবীদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান বিচারপতির সামনে তাদের অবস্থা তুলে ধরা তার দায়িত্ব।

যে কারণে জুনিয়র আইনজীবীর পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা

তথ্য গোপন এবং নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ নিয়ে একই বিষয়ে একাধিক রিট পিটিশন দায়েরের অভিযোগে আপিল বিভাগ রিট আবেদনকারী মো. নূর আলম এবং তার আইনজীবী সুফিয়া আহমেদকে ৫ লাখ করে মোট ১০ লাখ টাকা খরচা আরোপ (জরিমানা) করেন। আদালত আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই টাকা ঢাকা শিশু হাসপাতালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। মূলত এই আদেশ চলাকালেই বিতর্কের সূত্রপাত। আদালতে নূর আলমের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন। অন্যদিকে, আরেক নিকাহ রেজিস্ট্রার মিজানুর রহমান মুরাদের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অনীক আর হক, মোহাম্মদ শিশির মনির এবং আইনজীবী অমিত দাস গুপ্ত।

আপিল বিভাগে ঠিক কী ঘটেছিল এবং প্রধান বিচারপতি কেন এজলাস ত্যাগ করেছিলেন-এ বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন আপিল বিভাগে আসেন এবং বলেন আদালত এক আইনজীবীকে জরিমানা করেছেন। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, দেখুন, আমরা সবকিছু বিবেচনা করেই আদেশ দিয়েছি। আমরা আমাদের আদেশ পরিবর্তন করব না।’’

আয়শা ওয়াহাবের বিজয় আমেরিকার যে চেহারা তুলে ধরে

২৭ পৃষ্ঠার পর

এগিয়ে আছেন। নভেম্বরে যদি তিনি সিনেটর নির্বাচিত হতে পারেন, তাহলে আবদুল আল-সাইয়েদই হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলমান সিনেটর।

আজকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের আরেকজন মুসলমান রাজনীতিবিদকে নিয়ে কথা বলব, তাঁর নাম ড. আয়শা ওয়াহাব। তিনি এক আফগান শরণার্থী দম্পতির মেয়ে, যিনি ছোটকালে মা-বাবা হারিয়ে এক ফস্টার কেয়ারে (সরকারি তত্ত্বাবধানে পালিত হওয়ার ব্যবস্থা) বড় হয়েছেন। আজ তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের একজন সম্মানিত সদস্য।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার এক ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস সদস্য পদত্যাগ করাতে যে আসনটি খালি হয়, সেখানে বিশেষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আয়শা ওয়াহাব কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর জয় সহজ ছিল না। তাঁকে পরাজিত করার জন্য ইসরায়েলি লবি আইপাক চার মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার ১৪ কংগ্রেস এলাকা সান ফ্রান্সিসকোর জনগণ আয়শা ওয়াহাবকে বিপুলভাবে নির্বাচিত করেন তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে। এটা শুধু আয়শা ওয়াহাবের জয় নয়; যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল রাজনীতির এক বিরাট জয় এবং ইসরায়েলি লবি যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে

যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর অভিবাসী ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন এবং প্রাথমিক নির্বাচন করে বড় দলগুলোর মনোনয়ন পাচ্ছেন। তাঁদের সাফল্য গর্ব করার মতো।

আফগানিস্তানে এখন মেয়েদের চলাফেরা অনেক সীমাবদ্ধ, লেখাপড়ার সুযোগ আরও সীমিত। আয়শা ওয়াহাব যদি আফগানিস্তানে বড় হতেন, তাহলে আজ আয়শার মেধা ও স্বপ্ন কোনোটাই বিকশিত হওয়ার সুযোগ হতো না।

১৯৮৭ সালে নিউইয়র্কে আয়শা ওয়াহাবের জন্ম। তাঁর বাবা-মা ছিলেন আফগান শরণার্থী। আয়শার খুব অল্প বয়সেই তাঁর বাবা আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান এবং এর কিছুকাল পরেই তাঁর মা মারা যান। এরপর আয়শা ও তাঁর বোনকে ফস্টার কেয়ারে নেওয়া হয়; পরবর্তী সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি আফগান পরিবার তাঁদেরকে দত্তক নেয়।

এই জয় ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে প্রগতিশীল ও ইসরায়েলি সমর্থক অংশের মধ্যকার বৃহত্তর দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। এইবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অনেক ইসরায়েলপন্থী প্রার্থী কুপোকাত হয়েছেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ এখন দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন, গাজা যুদ্ধে ইসরায়েল গণহত্যা করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচিত ইসরায়েলে অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া।

আয়শা ওয়াহাব ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সমাজকর্মে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। নির্বাচনী রাজনীতিতে আসার আগে আয়শা প্রযুক্তি খাত, অলাভজনক সংস্থা এবং সামাজিক ও জনস্বার্থমূলক প্রচারণায় কাজ করেছেন।

তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো বে এলাকায় অবস্থিত হেওয়ার্ডে স্থানীয় রাজনীতি এবং সাশ্রয়ী আবাসনবিষয়ক প্রচারণায় ক্রমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ২০১৮ সালে তিনি হেওয়ার্ড সিটি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০২২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট সিনেটে নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত সেখানে দায়িত্ব পালন করেন।

সাম্প্রতিক কংগ্রেস নির্বাচনে ইসরায়েল ও গাজা যুদ্ধ নিয়ে আয়শার মতামত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এপ্রিল মাসে প্রার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এক ফোরামে তিনি বলেছিলেন যে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর যা ঘটছে, তাকে তিনি 'গণহত্যা' হিসেবেই বিবেচনা করেন।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হার্নান্দেজ অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত হননি। হার্নান্দেজও ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য, তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য ইসরায়েলি লবি আইপাক বিপুল অর্থ ব্যয় করে। আইপাকের এই অর্থব্যয় বিফলে গেল, আয়শা ওয়াহাবই নির্বাচনে জয়লাভ করলেন।

এই জয় ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে প্রগতিশীল ও ইসরায়েলি সমর্থক অংশের মধ্যকার বৃহত্তর দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। এইবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অনেক ইসরায়েলপন্থী প্রার্থী কুপোকাত হয়েছেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ এখন দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন, গাজা যুদ্ধে ইসরায়েল গণহত্যা করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচিত ইসরায়েলে অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীলেরা, বিশেষ করে মুসলমান রাজনীতিবিদেরা মার্কিন জনমতের সুযোগ নিয়ে এইবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অনেক ভালো করতে পারবেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা আশা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকেও বাহবা দিতে হয়-ইলহাম ওমর, রাশিদা তালিব, লতিফ সাইমন, গাজালা হাশমি, জোহরান মামদানি, আবদুল আল-সাইয়েদ, আয়শা ওয়াহাবের মতো অপরিচিত নামের মুসলমান প্রার্থীদের ভোট দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করছেন, বিশেষভাবে ইসরায়েলি লবি ও রিপাবলিকান পার্টি যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনবরত বিষোদ্গার করছে। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই তা সম্ভব, এই যেন আরেক যুক্তরাষ্ট্র!

সালেহ উদ্দিন আহমদ শিক্ষক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। ই-মেইল: ংধষবযঁফফরহ৭১১@মসধরষ.পড়স

মালয়েশিয়ায় অবৈধ বাংলাদেশিদের কঠোর

১৪ পৃষ্ঠার পর

রাখতে হবে পাসপোর্ট বা ট্রাভেল পারমিট, পাসপোর্টের বায়োডাটা পৃষ্ঠার কপি, সংশ্লিষ্ট ইমিগ্রেশন পাসের কপি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুরোনো ও নতুন পাসপোর্ট। থাকতে হবে নিশ্চিত বিমান টিকিটও। অবৈধ বাংলাদেশিদের সতর্ক করে তরিকুল ইসলাম বলেন, পিআরএম২.০-এর আবেদন করতে দালাল, প্রতিনিধি বা তৃতীয় পক্ষকে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেউ বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলে টাকা চাইলে সতর্ক থাকতে হবে। মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকায় হাইকমিশনের এ বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রেফতার আইনি জটিলতায় পড়ার আগেই সরকারি কর্মসূচির আওতায় দেশে ফেরার সুযোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

হাইকমিশনের পক্ষ থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সংশ্লিষ্ট ইমিগ্রেশন অফিস ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সর্বশেষ তথ্য জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যে ঘটনার পর পৃথিবী আর

৪ পৃষ্ঠার পর

আসছিল। ঈওঅ পরিচালক জর্জ টেনেট পরে বলেছিলেন, "The system was blinking red." ৬ আগস্ট প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের হাতে পৌঁছায় বিখ্যাত সেই গোয়েন্দা ব্রিফিং, "Bin Ladin Determined to Strike in US." অ্যারিজোনার এক FBI কর্মকর্তা বিমান প্রশিক্ষণকেন্দ্রে উগ্রপন্থীদের উপস্থিতি নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। আগস্টে জাকারিয়াস মুসাউই নামে এক সন্দেহভাজনকে আটকও করা হয়েছিল।

আর দুই ভবিষ্যৎ ছিনতাইকারী নাওয়াফ আল-হাজমি ও খালিদ আল-মিহদারকে CIA আগেই শনাক্ত করেছিল। তাঁদের আল-কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগের তথ্যও গোয়েন্দাদের হাতে ছিল। এমনকি আল-মিহদারের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা থাকার কথাও CIA জানত। তারপরও ২০০০ সালের জানুয়ারিতে দুজন নিজেদের আসল নাম ও সৌদি পাসপোর্ট ব্যবহার করেই যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়েন এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের আমেরিকায় অবস্থানের তথ্য ঋইও-এর কাছে পৌঁছায় অনেক দেরিতে। হামলার মাত্র ১৮ দিন আগে ঋইও জানতে পারে, এই দুজন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই রয়েছেন। এরপর সামনে আসে আরেক সৌদি নাগরিক ওমর আল-বাইয়ুমির নাম।

সান ডিয়েগোতে আল-হাজমি ও আল-মিহদারকে বাসা পেতে সাহায্য করেছিলেন এই সৌদি নাগরিক। ভাড়ার চুক্তিতে সহযোগিতা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, টাকা ধার দেওয়া, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, সবই করেছিলেন তিনি।

আজ ২৫ বছর পর, ২০২৬ সালে, ProPublica-র অনুসন্ধানে সেই পুরোনো কাহিনি আবার সামনে আসে। ৯/১১-এর পর ব্রিটিশ পুলিশ বাইয়ুমির বাড়ি ও অফিস থেকে বাক্সভর্তি কাগজপত্র, কম্পিউটার ডিস্ক ও ভিডিও জব্দ করেছিল। তাঁর হাতে আঁকা একটি চিত্রে বিমানের গতিপথের হিসাবের মতো রেখা ছিল। একটি ভিডিওতে তাঁকে ক্যাপিটল ভবনের চারপাশের রাস্তা ও অবস্থান ক্যামেরায় ধারণ করতে দেখা যায়। আরও বিস্ময়কর, এসব আলামতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ FBI-র মাঠপর্যায়ের তদন্তকারীদের কাছেও সময়মতো পৌঁছায়নি।

এমন ঘটনাগুলোই ৯/১১ ঘিরে সন্দেহকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। তথ্য ছিল, মানুষগুলো নজরে ছিল, সূত্র ছিল, তারপরও পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা ব্যবস্থা হামলাটি ঠেকাতে পারেনি।

কিন্তু হামলার পর সিদ্ধান্ত নিতে ওয়াশিংটনের সময় লাগেনি। মাত্র সাত দিনের মাথায় মার্কিন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে সামরিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়। ২০ সেপ্টেম্বর বুশ তালেবানকে আল-কায়েদার নেতাদের যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে এবং আফগানিস্তানে তাদের সব প্রশিক্ষণশিবির বন্ধ করার আলটিমেটাম দেন। তালেবান সেই শর্ত মানেনি। ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে। আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধ দ্রুত তালেবান সরকার উৎখাতের অভিযানে পরিণত হয়।

তবে এই যুদ্ধের পথটি ১১ সেপ্টেম্বরের পর হঠাৎ তৈরি হয়নি। মার্কিন নথি বলছে, হামলার আগেই আফগানিস্তানে তালেবানবিরোধী Northern Alliance-কে সহায়তা, CIA-র তৎপরতা বাড়ানো এবং অস্ত্রসজ্জিত চালকবিহীন Predator ড্রোন দিয়ে বিন লাদেনকে আঘাত করার পরিকল্পনা এগোচ্ছিল। ৪ সেপ্টেম্বর, হামলার মাত্র এক সপ্তাহ আগে, বুশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে আরও আক্রমণাত্মক একটি কৌশলের খসড়া অনুমোদন করেন। কিন্তু তখনও বড় ধরনের সামরিক অভিযানের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন ছিল না। ৯/১১ সেই পরিস্থিতি বদলে দেয়। হামলার পর জনমত যুদ্ধের পক্ষে যায় এবং মিত্র দেশগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়ায়। ফলে আগে থেকে বিবেচনায় থাকা সামরিক পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তব রূপ পায়।

এরপর ঘটনাগুলো এগোয় ঝড়ের গতিতে। ২৬ অক্টোবর পাস হয় PATRIOT Act। সরকারের নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। নভেম্বরে গড়ে তোলা হয় Transportation Security Administration বা TSA। বিমানবন্দরের যাত্রী ও ব্যাগ তল্লাশিসহ পরিবহন নিরাপত্তার বড় দায়িত্ব চলে আসে ফেডারেল সরকারের হাতে। পরের বছর ২২টি সরকারি সংস্থাকে এক ছাতার নিচে এনে Department of Homeland Security গঠনের আইন পাস হয়।

এদিকে যুদ্ধ কেবল আফগানিস্তানে থেমে থাকল না। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে সরানো ৯/১১-এর আগেই মার্কিন নীতির অংশ ছিল। হামলার মাত্র চার দিন পর ঈধসড় উধারফ-এর বৈঠকে ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী পল উলফোভিটজ ইরাক আক্রমণের যুক্তি তুলেছিলেন। বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল পরে ৯/১১ Commission-কে বলেন, উলফোভিটজ ৯/১১-কে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে সরানোর সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন।

এরপর বুশ প্রশাসন দাবি করতে থাকে, সাদ্দাম হোসেনের কাছে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রয়েছে এবং তিনি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছেন। এসবই 'Weapons of Mass Destruction' বা গণবিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে পরিচিত। এই অস্ত্রের হুমকিকেই ইরাক আক্রমণের প্রধান যুক্তি হিসেবে সামনে আনা হয়। ২০০৩ সালের মার্চে ইরাক আক্রমণ করল যুক্তরাষ্ট্র। পরে সিনেট তদন্তে দেখা গেল, ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে গোয়েন্দা মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত ছিল অতিরঞ্জিত এবং কিছু ক্ষেত্রে ভুল।

ইরাকেও যুদ্ধ থামেনি। 'War on Terror'-এর নামে মার্কিন সামরিক অভিযান, ড্রোন হামলা ও গোপন অভিযান ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, সিরিয়াসহ আরও বহু অঞ্চলে। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে থাকে সামরিক ও নিরাপত্তা শিল্পও। ২০০১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত Pentagon-এর মোট ব্যয় ১৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। এই বিপুল অর্থের বড় অংশ গেছে অস্ত্র নির্মাতা, সামরিক ঠিকাদার, গোয়েন্দা প্রযুক্তি ও যুদ্ধের সরবরাহ ব্যবস্থার পেছনে। যুদ্ধ যত ছড়িয়েছে সামরিক বাজারও তত বড় হয়েছে।

কিন্তু মানুষের হিসাব আরও ভয়ংকর। আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে সরাসরি ও পরোক্ষ মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫ থেকে ৪৭ লাখ বলে অনুমান করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটি। ঘরছাড়া হয়েছেন ৩৮ মিলিয়নের বেশি মানুষ।

আর যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও পৃথিবী পাল্টে গেছে। পরবর্তী বছরগুলোতে বিমানবন্দরে জুতা-বেল্ট খোলা, পানি, ক্রিম ও লোশন বহনে কড়াকড়ি, শরীর স্ক্যান এবং যাত্রী তালিকা যাচাই, এসব হয়ে উঠেছে বিমানযাত্রার পরিচিত দৃশ্য। ফোন, ই-মেইল, আর্থিক লেনদেন, সীমান্ত, অভিবাসন, সবকিছুর ওপর প্রশাসনের চোখ আরও গভীর হয়েছে। মুসলিম নাম, আরব চেহারা কিংবা দক্ষিণ এশীয় পরিচয়ও বহু মানুষের জন্য নতুন সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবচেয়ে বড় সামাজিক মূল্যগুলোর একটি দিতে হয়েছে মুসলিমদের। FBI-এর হিসাবে, ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষী hate crime-এর ঘটনা ছিল মাত্র ২৮টি। ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮১টিতে, বৃদ্ধি ১,৬০০ শতাংশের বেশি। মসজিদ আক্রান্ত হয়েছে, আরব ও দক্ষিণ এশীয় মানুষ হামলার শিকার হয়েছেন, এমনকি পাগড়ি পরা শিখদেরও মুসলিম ভেবে হত্যা ও আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

এক সকালে নিউইয়র্কের দুটি টাওয়ার ভেঙে পড়েছিল। তারপর যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আইন বদলেছে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেড়েছে, কোটি মানুষের জীবন ওলটপালট হয়েছে। যে ওসামা বিন লাদেন সোভিয়েতবিরোধী আফগান যুদ্ধে নেতা হয়ে উঠেছিলেন, যে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল যুক্তরাষ্ট্র, শেষ পর্যন্ত তাঁর নামই ব্যবহার হলো আরও এক দীর্ঘ ও বিস্তৃত যুদ্ধে।

পঁচিশ বছর পর Ground Zero-তে এখন স্মৃতিসৌধ। টুইন টাওয়ার নেই। বিন লাদেনও নেই। কিন্তু সেই সকালের পর যে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল, আমরা এখন সেই পৃথিবীতেই বাস করছি। তথ্যসূত্র:৯/১১ Commission Repor, ProPublica, Brown University

নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত "দেশেবিদেশে" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক

বাংলাদেশীদের ভাত খাওয়া কমেছে

১৮ পৃষ্ঠার পর

আলু ও মাছকে পেছনে ফেলে ফল পঞ্চম থেকে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। এ ছাড়া শাকসবজি খাওয়ার পরিমাণ ২৮.৬ শতাংশ বেড়ে দিনে ১৫৭ গ্রাম থেকে ২০১.৯২ গ্রামে পৌঁছেছে, যা দ্বিতীয় সর্বাধিক গ্রহীত খাবারের অবস্থান ধরে রেখেছে। ফলে ভাত ও সবজি খাওয়ার মধ্যকার ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে: ২০০৫ সালে মানুষ সবজির তুলনায় ২.৮ গুণ বেশি ভাত খেত; ২০২২ সালে সেই অনুপাত কমে ১.৬ গুণে নেমেছে। এই সময়ে আলু খাওয়ার পরিমাণ ৬৩.৩ গ্রাম থেকে ১০ শতাংশ বেড়ে ৬৯.৭ গ্রামে দাঁড়িয়েছে।

প্রধান খাদ্য হিসেবেই রয়ে গেছে মাছ

মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ ৪২.১ গ্রাম থেকে ৬০ শতাংশের বেশি বেড়ে দৈনিক ৬৭.৮৩ গ্রামে পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও জাতীয় খাদ্য তালিকার র‍্যাঙ্কিংয়ে মাছ চতুর্থ স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে মানুষ মাছ খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে; বরং ফল ও মুরগির মাংসের মতো কিছু খাবার গ্রহণ- মাছের তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে বাড়ায় তালিকায় এই স্থান পরিবর্তন ঘটেছে।

অর্থাৎ, মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি মাছ খেলেও অন্যান্য কিছু খাদ্য গ্রহণ বেড়েছে আরও দ্রুতগতিতে।

মাংস ও ডিমের অবস্থান জোরালো

প্রাণিজ আমিষ বা প্রোটিন গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় লাফ লক্ষ্য করা গেছে। গরুর মাংস খাওয়ার পরিমাণ দিনে মাথাপিছু ৭.৮ গ্রাম থেকে ৪৯.৫ শতাংশ বেড়ে ১১.৬৬ গ্রামে দাঁড়িয়েছে।

মুরগি ও হাঁসের মাংসের বেলায় তা ৬.৮ গ্রাম থেকে ২৮৫ শতাংশ বেড়ে ২৬.১৭ গ্রামে পৌঁছেছে। এ ছাড়া খাসির মাংস খাওয়া ০.৬ গ্রাম থেকে ১১৩ শতাংশের বেশি বেড়ে ১.২৮ গ্রাম হয়েছে। এর ফলে ২০০৫ সালে খাদ্য গ্রহণের তালিকায় ১৩ নম্বরে থাকা হাঁস-মুরগির মাংস ২০২২ সালে ৯ নম্বরে উঠে এসেছে।

একইভাবে ডিম খাওয়ার পরিমাণও অর্ধেকের বেশি বেড়ে দিনে মাথাপিছু ৫.২ গ্রাম থেকে ১২.৭৩ গ্রামে উন্নীত হয়েছে।

ভাত, সবজি, ফল, আলু বা মাছের তুলনায় এই পরিমাণগুলো এখনও কিছুটা কম হলেও সার্বিক প্রবণতা স্পষ্ট-বাংলাদেশিদের খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

ডাল খাওয়ার পরিমাণ ১৪.২ গ্রাম থেকে ২০.৮ শতাংশ বেড়ে ১৭.১৫ গ্রাম হলেও - অন্যান্য খাদ্যগ্রহণ বেশি বাড়ায়, তালিকায় এটি নবম থেকে একাদশ স্থানে নেমে গেছে। অন্যদিকে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের অংশ প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে, যা ৩২.৪ গ্রাম থেকে মাত্র ৫.২ শতাংশ বেড়ে ৩৪.১ গ্রাম হয়েছে।

বৈচিত্র্য মানেই কি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস?

খাদ্যাভ্যাসের এই রূপান্তরের সাথে স্বাস্থ্যগত কিছু ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। ভোজ্য তেল খাওয়ার পরিমাণ দিনে মাথাপিছু ১৬.৫ গ্রাম থেকে ৮৭ শতাংশ বেড়ে ৩০.৮৫ গ্রামে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে চিনি ও প্রাণিজ চর্বির অতিরিক্ত ভোজন যোগ হওয়ায়, দেখা যাচ্ছে খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য আসার অর্থই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুষ্টিকর বা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠা নয়।

পারিবারিক বাজেটে কমছে রান্নাঘরের ভাগ

খাবারের টেবিলের পরিবর্তন পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের পরিবর্তনের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০০৫ সালে, যখন দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত, তখন একটি পরিবারের মোট খরচের ৫৩.৮ শতাংশই চলে যেত খাবারের পেছনে; খাদ্যবহির্ভূত খাতে বরাদ্দ থাকত মাত্র ৪৬.২ শতাংশ। ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার কমে ১৮.৭ শতাংশে নেমে এলে এই সমীকরণ উল্টে যায়। খাদ্যে খরচ কমে দাঁড়ায় ৪৫.৮ শতাংশে, আর খাদ্যবহির্ভূত খাতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪.২ শতাংশে। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই খাতভিত্তিক খরচে উল্টোরথ শুরু হয় এবং এরপর থেকেই খাদ্যবহির্ভূত খাতের আধিপত্য বজায় রয়েছে। এই পরিবর্তন দেখাচ্ছে যে পরিবারের আর্থিক অবস্থা যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি খাবারের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য মৌলিক ও চাহিদামূলক খাতে খরচের পরিমাণও বেড়েছে। ড. ফাহমিদা খাতুন উল্লেখ করেন, খাদ্যবহির্ভূত খাতে বিশেষ করে আবাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহন, ইউটিলিটি ও ডিজিটাল সেবায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতির কাঠামোগত অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। টিবিএসকে তিনি বলেন, "এটি জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ারও ইঙ্গিত দেয়। ফলে অনেক পরিবারকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যবহির্ভূত খরচের সঙ্গে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের ভারসাম্য রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।" তবে এই চিত্রে এক তীব্র বৈষম্যও দৃশ্যমান। দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের খরচের ৫৯.৮ শতাংশই এখনও চলে যায় খাবারে। অন্যদিকে সবচেয়ে স্বচ্ছল বা ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের খরচের মাত্র ২৮.৯ শতাংশ যায় খাবারের পেছনে, আর বাকি ৭১.১ শতাংশ অর্থ তারা অন্যান্য পণ্য ও সেবায় খরচ করতে পারে। ড. ফাহমিদা বলেন, "দরিদ্র পরিবারগুলোতে পারিবারিক বাজেটের বড় অংশ এখনও রান্নাঘরের পেছনেই যায়। খাদ্য বৈচিত্র্য এখনো অসম। স্বল্প-আয়ের পরিবারগুলো এখনো ভাতের ওপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল। পণ্যের দাম বাড়লে তারা প্রথমেই পুষ্টিকর খাবারের বাজেট কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়।"

বদলাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস, উদয় হচ্ছে নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

অর্থনীতিবিদদের মতে, আয় বৃদ্ধি, নগরায়ণ, পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রা, বাজারে নিত্যনতুন খাবারের সহজলভ্যতা এবং তুলনামূলক মূল্যের পরিবর্তনের মতো বেশ কিছু কারণের সমন্বয়ে এই রূপান্তর ঘটছে।

বিবিএসের জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানের তথ্যমতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই) বেড়ে ৩,০২০ ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছর ছিল ২,৭৬৯ ডলার। এটি প্রথমবারের মতো ৩,০০০ ডলারের ঘর অতিক্রম করেছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এটি ছিল মাত্র ৫৭৭ ডলার। তবে খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তন সামষ্টিক অর্থনীতিতে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। বাজারে এখন চালের চেয়ে মাংস, মাছ, ফলমূল, গম ও ভোজ্যতেলের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এই পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে আমদানিনির্ভরতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যেতে পারে। এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং বাণিজ্য ভারসাম্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। - দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে

১৯ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করা হচ্ছে বলে রাষ্ট্রপতিকে জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, নিকটতম প্রতিবেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্ব দেয়। তিনি বলেন, সার্বভৌম সমতা, জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা এবং জনগণের কল্যাণকে সমুন্নত রেখে ভারতের সঙ্গে সম্মানজনক, ভবিষ্যতমুখী ও পারস্পরিকভাবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও লাভজনক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে আগ্রহী বাংলাদেশ। সাক্ষাৎকালে ভারতের হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আন্তরিক অভিনন্দন, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে ভারত অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে হাইকমিশনার ত্রিবেদী দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে তার দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তার দেশ পারস্পরিক মর্যাদা, আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো দৃঢ়, উন্নত ও শক্তিশালী করতে প্রবল আগ্রহী। রাষ্ট্রপতি তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানান এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানানোর অনুরোধ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাণিজ্য, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, সংস্কৃতি এবং দু'দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের জনগণের সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অভিন্ন শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে ভারত ও বাংলাদেশ আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে।

ভারতের হাইকমিশনার দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং তার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি এ সময় তার সফল কর্মকাল কামনা করেন এবং দুই দেশের সম্পর্ককে আরও ফলপ্রসূ, ইতিবাচক ও জনকল্যাণমুখী করার আশা প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় হাইকমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে এখনই অন্য

২২ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই পর্যায়ে মক্কা চুক্তির সম্প্রসারণ নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। ভবিষ্যৎ বৈঠকের তথ্য নিয়মিতভাবে জানানো হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তবে এসব বৈঠকের সুনির্দিষ্ট সময় এখনো জানা যায়নি। সাজ্জাদ হায়দার খান বলেন, প্রতিরক্ষা জোটটি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর 'কাঠামো, কার্যপ্রণালি ও অন্যান্য বিষয়' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তিনি বলেন, 'সংগঠনের কাঠামো, প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালি চূড়ান্ত করতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি রয়েছে।' ভবিষ্যতের যেকোনো অগ্রগতি যথাসময়ে স্পষ্ট হবে বলেও জানান তিনি। গত ৭ আগস্ট স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা চুক্তিটির লক্ষ্য হলো যৌথ প্রতিরোধ সক্ষমতা জোরদার করা।

ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের

১৯ পৃষ্ঠার পর

কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ) চেয়ারম্যান হিসেবে ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ কারণেই সরকার সম্মেলনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমন্ত্রণের এই আনুষ্ঠানিক দিকটির হয়তো একটি প্রটোকলগত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু কূটনীতি শুধু প্রটোকলের বিষয় নয়। কূটনীতির মূল কথা হলো সুযোগ চিহ্নিত করা, জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা এবং সেই সুযোগকে দেশের স্বার্থে কাজে লাগানো।

সেখানেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি প্রশ্নের জন্ম দেয়।

এমন একটি মঞ্চ, যেখানে বাংলাদেশের থাকা দরকার

ব্রিকস এখন আর শুধু ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনকে নিয়ে গঠিত আগের সেই ছোট পরিসরের জোট নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দেওয়ার পর এর পরিধি আরো বেড়েছে। পরে মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইন্দোনেশিয়াও যুক্ত হয়েছে।

ফলে ব্রিকস এখন বিশ্বের জনসংখ্যা, অর্থনীতি, জ্বালানি সম্পদ ও ভূরাজনৈতিক প্রভাবের একটি বড় অংশকে ধারণ করে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আলোচনারও এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠছে।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পাশাপাশি উন্নয়ন অর্থায়ন, প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার নানা বিষয় ব্রিকসের আলোচনায় রয়েছে। সদস্যদেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসীমান্ত লেনদেন সহজ করা এবং বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমানোর বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে।

অবশ্য ব্রিকস কোনো একক রাজনৈতিক বা সামরিক জোট নয়। সদস্যদেশগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য আছে, ভূরাজনৈতিক বিরোধ আছে, জাতীয় স্বার্থের সংঘাতও আছে। এই বাস্তবতাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ঠিক এ কারণেই সেখানে বাংলাদেশের উপস্থিতি আরো জরুরি। আন্তর্জাতিক কোনো মঞ্চে যেতে হলে সেখানে থাকা সব দেশের সঙ্গে একমত হতে হয় না। দেশগুলো যায় নিজেদের স্বার্থ তুলে ধরতে, অন্যদের অবস্থান বুঝতে এবং নতুন সুযোগ তৈরি করতে। সেখানে নেতাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থাকে, নতুন বাজারের খোঁজ মেলে, বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়, নতুন যোগাযোগের পথ খুলে যায়।

ব্রিকসের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক একেবারে নেই, তা নয়

বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ব্রিকসের অর্থনৈতিক পরিসরের সঙ্গে দেশের ইতিমধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক রয়েছে।

২০২১ সালে বাংলাদেশ ব্রিকসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এনডিবি) সদস্য হয়। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামো ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করা। ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংকটি ১৪১টি প্রকল্পে প্রায় ৪৪ বিলিয়ন ডলারের অনুমোদন দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রয়োজনও ঠিক এ ধরনের অর্থায়ন ও অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব। পরিবহন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শিল্প অবকাঠামো, জলবায়ু অভিযোজন, পানি ব্যবস্থাপনা, নগর উন্নয়ন, ডিজিটাল অবকাঠামো ও লজিস্টিকস-প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশকে আগামী দিনে বড় বিনিয়োগ করতে হবে। একই সঙ্গে রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্য আনতে হবে, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে এবং উন্নয়ন অর্থায়নের নতুন উৎস খুঁজতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে যেসব দেশের নেতারা ও নীতিনির্ধারকরা এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, তাঁরা যখন একই শহরে সমবেত হচ্ছেন, তখন বাংলাদেশের সেখানে না থাকার সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলবে। এটি শুধু একটি সম্মেলনে যাওয়া বা না যাওয়ার বিষয় নয়। এটি পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক কৌশলের সমন্বয়ের প্রশ্ন।

আমন্ত্রণের ধরন কি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ?

হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যের সবচেয়ে আলোচিত দিকটি এখানেই।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি-বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কূটনৈতিক প্রটোকলের বিচারে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের বিচারে প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল অন্য রকম এই আমন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ কী অর্জন করতে পারে? বরং বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে আমন্ত্রণ পাওয়াটা বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত একটি সুযোগ হতে পারত।

বাংলাদেশ তখন বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পারত। ভারত, চীন, রাশিয়া এবং ব্রিকসের অন্যান্য দেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় আঞ্চলিক যোগাযোগ, বাণিজ্য, জ্বালানি সহযোগিতা, জলবায়ুঝুঁকি এবং রোহিঙ্গা সংকটের মতো বিষয়গুলো তুলতে পারত। বিমসটেককে আরো কার্যকর ও দৃশ্যমান আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তুলে ধরার সুযোগও তৈরি হতে পারত। কিন্তু আমন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক পরিচয় নিয়ে বিতর্ক করতে গিয়ে যদি সেই সুযোগটাই হাতছাড়া হয়, তাহলে সেটি কূটনীতির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে যায় না। একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিকের কাছে আমন্ত্রণের ভাষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত আমন্ত্রণের সম্ভাব্য ফলাফল।

কূটনীতিতে অনেক কিছুই হয় ঘরের বাইরে

বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ অনেক সময় মূল অধিবেশন নয়। অধিবেশনের ফাঁকে হওয়া ছোট ছোট বৈঠক, করিডরের আলাপ, নৈশভোজের টেবিল কিংবা কয়েক মিনিটের অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনও কখনো কখনো বড় ফল বয়ে আনে।

একজন নেতা আরেকজন নেতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করেন। মন্ত্রীরা নতুন যোগাযোগের পথ খুলে দেন। কর্মকর্তারা ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য সম্পর্ক তৈরি করেন। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ খোঁজেন। বাংলাদেশ এসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারত।

চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জ্বালানি সহযোগিতা নিয়ে কথা বলা যেত। ভারতের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ জোরদার করা যেত। ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, উপসাগরীয় দেশগুলো ও আফ্রিকার উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বাংলাদেশ দেখাতে পারত যে তার পররাষ্ট্রনীতি কোনো একটি শক্তির বলয়ে আবদ্ধ নয়। বরং দেশের স্বার্থ যেখানে, বাংলাদেশ সেখানেই কথা বলতে এবং কাজ করতে প্রস্তুত।

ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নেওয়ার অর্থ কখনোই পশ্চিমবিরোধী হওয়া নয়। এর অর্থ চীন বা রাশিয়ার পক্ষ নেওয়াও নয়। সম্পর্ক রাখা আর জোটে থাকা এক বিষয় নয়।

একটি পরিণত পররাষ্ট্রনীতি জানে, নিজের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ভিন্নমতের দেশগুলোর সঙ্গেও কথা বলতে হয়।

আসল সংকটটি কোথায়?

একটি সম্মেলনে বাংলাদেশ গেল না-বিষয়টি শুধু এতটুকু হলে হয়তো আলোচনা এত দূর গড়াত না। উদ্বেগের জায়গাটি হলো, এই সিদ্ধান্ত দেশের পররাষ্ট্রনীতির বৃহত্তর কৌশলগত চিন্তার ধরন সম্পর্কে কী ইঙ্গিত দেয়।

পররাষ্ট্রনীতি যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রটোকল, আমন্ত্রণের ভাষা কিংবা কথিত কূটনৈতিক অবমাননার প্রতিক্রিয়ায় পরিচালিত হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করা কঠিন। বাংলাদেশের এখন প্রয়োজন আরো বেশি যোগাযোগ, আরো বেশি বিকল্প এবং আরো বেশি কৌশলগত পরিসর।

বিশ্ব ক্রমেই বহুমেরুকেন্দ্রিক হচ্ছে। এশিয়া ও বৈশ্বিক দক্ষিণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়ছে। একই সঙ্গে পুরনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে এবং নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জোট ও সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে।

এই সময়ে বাংলাদেশের উচিত যত বেশি সম্ভব দরজা খোলা রাখা-বন্ধ করা নয়। পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হওয়া উচিত : কোন সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নেয়?

ব্রিকস সম্মেলনের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। চীন, রাশিয়া ও ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ শক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগের সুযোগ; বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর সম্ভাবনা; উন্নয়ন অর্থায়নের নতুন পথ খোঁজা; এবং বিমসটেককে সামনে তুলে ধরার সুযোগ-সব মিলিয়ে এটি বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ একটি মঞ্চ ছিল।

বাংলাদেশ সেখানে থাকলে হয়তো কোনো নাটকীয় সাফল্য আসত না। কোনো বড় চুক্তিও হয়তো হতো না। কিন্তু কূটনীতিতে প্রতিটি সফরের সাফল্য তাৎক্ষণিক চুক্তিতে মাপা যায় না। কখনো কখনো উপস্থিত থাকাটাই একটি বার্তা। আর অনুপস্থিতিও একটি বার্তা দেয়।

বাংলাদেশ যদি নিজের সিদ্ধান্তে এমন একটি মঞ্চ থেকে দূরে থাকে, যেখানে তার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও কৌশলগত অংশীদাররা উপস্থিত, তাহলে প্রশ্ন উঠবেই-কেন?

ব্রিকস বাংলাদেশের জন্য দরজা বন্ধ করেনি। বরং দরজাটি খোলা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ যদি সেই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণের ভাষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে ক্ষতিটা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেরই।

বাংলাদেশের মতো একটি দেশ-যার ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ, অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং উন্নয়নের জন্য বড় পরিসরে বিনিয়োগ ও নতুন অংশীদারত্ব প্রয়োজন-তার পররাষ্ট্রনীতিতে এমন সুযোগ হারানোর সামর্থ্য খুব বেশি নেই।

কূটনৈতিক সুযোগ সব সময় আসে না। কোনো একটি মুহূর্ত, কোনো একটি সম্মেলন, কোনো একটি যোগাযোগ কখন যে ভবিষ্যতের বড় দরজা খুলে দেয়, তা আগে থেকে বলা যায় না।

পরিণত পররাষ্ট্রনীতি সেই মুহূর্তগুলো চিনতে পারে।

ব্রিকস সম্মেলন ছিল তেমনই একটি মুহূর্ত।

বাংলাদেশের সেখানে থাকা উচিত ছিল।

ঢাকার দৈনিক কালের কণ্ঠ থেকে

ইউরোপের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে

২২ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে কাজ চলছে।

এরই মধ্যে বড় একটি দরজা খুলে গেছে। কানাডা প্রথম অ-ইউরোপীয় দেশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫০ বিলিয়ন ইউরোর ঝঅঋঊ প্রতিরক্ষা অর্থায়ন ও যৌথ ক্রয় কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে। ফলে কানাডিয়ান প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ইউরোপের যৌথ প্রতিরক্ষা প্রকল্প ও ক্রয়াদেশে অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অংশীদারত্বে সাইবার নিরাপত্তা, সামরিক চলাচল, প্রতিরক্ষা শিল্প, নতুন প্রযুক্তি এবং ইউক্রেনকে সহায়তার মতো বিষয়ও রয়েছে।

অর্থাৎ সম্পর্কটি শুধু নতুন বাজার খোঁজার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। কানাডা ধীরে ধীরে এমন একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বলয় তৈরি করছে, যেখানে কোনো একটি দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে হবে না। আগামী ২৯ ও ৩০ অক্টোবর কানাডায় অনুষ্ঠেয় কানাডা-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে এই সম্পর্কের পরবর্তী ধাপ আরও আনুষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি গত কয়েক মাস ধরে 'মধ্যম শক্তিধর' দেশগুলোর মধ্যে নতুন সহযোগিতার যে কথা বলে আসছেন, এই উদ্যোগ তারই বড় উদাহরণ। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, পুরোনো মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কানাডাকে নিজের বাজার, সরবরাহ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বহুমুখী করতে হবে। ইউরোপের সঙ্গে দ্রুত বাড়তে থাকা সম্পর্ক দেখাচ্ছে, অটোয়া এখন সেই কথাকে নীতিতে পরিণত করছে।

সর্বশেষ ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, কানাডিয়ান বিমান নির্মাতা ইড়সনধৎফরবৎ যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিমান তৈরি না করলে কোম্পানিটির বিমান মার্কিন বাজারে বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ঘোষণাটি আসার পর অস্বস্তি তৈরি হয়েছে তাঁর নিজের দেশেই।

সবচেয়ে জোরালো প্রতিক্রিয়া এসেছে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কানসাস থেকে। ইড়সনধৎফরবৎ-এর মার্কিন সদর দপ্তর উইচিটায়। সেখানে কোম্পানিটির ১,৫০০-এর বেশি কর্মী রয়েছেন। রিপাবলিকান সিনেটর জেরি মরান জানিয়েছেন, ইড়সনধৎফরবৎ শুধু উইচিটার কর্মসংস্থানের জন্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারোস্পেস শিল্পের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আরেক রিপাবলিকান সিনেটর রজার মার্শাল বলেছেন, ওই চাকরিগুলো রক্ষায় তিনি লড়বেন। প্রতিষ্ঠানটির যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় ৩,৫০০ কর্মী রয়েছে। এছাড়া ৪৭টি অঙ্গরাজ্যে প্রায় ২,৮০০ মার্কিন সরবরাহকারীর সঙ্গে ইড়সনধৎফরবৎ ব্যবসা করে।

ফলে ইড়সনধৎফরবৎ-কে শাস্তি দিতে গিয়ে ট্রাম্প আসলে যুক্তরাষ্ট্রেরই শ্রমিক, সরবরাহকারী ও অ্যারোস্পেস শিল্পকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছেন। এ কারণেই ট্রাম্পের ঘোষণার বিরোধিতায় তাঁর নিজের দলের রাজনীতিকদেরও সামনে আসতে হচ্ছে।

বাস্তবতার সঙ্গে এখানেই ট্রাম্পের ঘোষণার বড় সংঘাত। আমেরিকায় উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলে এমন একটি কোম্পানিকে বাজার থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, যে কোম্পানি ইতোমধ্যেই হাজার হাজার আমেরিকানকে চাকরি দিয়েছে এবং হাজার হাজার মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসা করছে। ফলে সিদ্ধান্তটি কানাডার ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের শিল্প ও কর্মসংস্থানকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। সে বিবেচনায় ট্রাম্পের এই হুমকি শুধু অপরিণামদর্শী নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নিজের শিল্প ও কর্মসংস্থানের জন্যও আত্মঘাতী।

এ হুমকি শেষ পর্যন্ত কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। গত জানুয়ারিতেও ট্রাম্প কানাডায় তৈরি বিমান যুক্তরাষ্ট্রে চলতে না দেওয়া এবং সেগুলোর ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই হুমকির কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। আগের নজির ও বর্তমান পরিস্থিতি বলছে, এই হুমকিও শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়নের মুখ দেখবে না।

ইউরোপের সঙ্গে কানাডার নতুন জোট তাই কেবল আরেকটি আন্তর্জাতিক চুক্তির গল্প নয়। এটি বদলে যাওয়া কানাডার গল্পও। যে কানাডা একসময় প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই দক্ষিণের প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে থাকত, সেই কানাডা এখন আটলান্টিকের ওপারে নতুন বাজার, নতুন প্রতিরক্ষা অংশীদার এবং নতুন কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলছে। যুক্তরাষ্ট্রের চাপ কানাডাকে দুর্বল করেনি; বরং বিকল্প অর্থনৈতিক ও কৌশলগত পথ খোঁজার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তথ্যসূত্র: ইষড়ড়সনবৎম ঘবংি, এষড়নধষ অভভধরৎং ঈধহধফধ

নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশে বিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

সৌদি-যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে

২৩ পৃষ্ঠার পর

শূন্য ৫ বিলিয়ন ডলার করে হয়েছে। এর মধ্যে ইতালি থেকে রেমিট্যান্স ১ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার এবং ওমান থেকে ১ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলার ছিল। কুয়েত থেকে রেমিট্যান্স ১ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আর কাতার থেকে রেমিট্যান্স ১ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

আরিফুল হক বলেন, সিঙ্গাপুর থেকে রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স শূন্য দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও রেমিট্যান্স বেড়েছে, শূন্য দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার থেকে শূন্য দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারে।

ফ্রান্স থেকে রেমিট্যান্স শূন্য দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে শূন্য দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে রেমিট্যান্স শূন্য দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে শূন্য দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

জর্ডান থেকে রেমিট্যান্স শূন্য দশমিক বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে শূন্য দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আর গ্রিস থেকে রেমিট্যান্স সামান্য বেড়ে শূন্য দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার থেকে শূন্য দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

তবে সামগ্রিকভাবে রেমিট্যান্স বাড়লেও চারটি দেশ থেকে এর প্রবাহ কমেছে।

সবচেয়ে বেশি কমেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৪ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ কমেছে ১ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার বা ৩৫ দশমিক ৯ শতাংশ।

শতকরা হিসাবে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স কমেছে কানাডা থেকে। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স অর্ধেকে নেমে শূন্য দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার থেকে শূন্য দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

মালদ্বীপ থেকে রেমিট্যান্স শূন্য দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে শূন্য দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ কম।

অন্যদিকে, মরিশাস থেকে রেমিট্যান্স শূন্য দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে শূন্য দশমিক শূন্য ৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ কম।

মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা, অটিজম

১৮ পৃষ্ঠার পর

করে। দুদকের তদন্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের মধ্যেই সায়মাকে হু-র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ছুটিতে যেতে বলা হয়। এই ছুটিটি ছিল বেতনহীন। এর পর দীর্ঘ সময় তিনি ওই ছুটিতেই ছিলেন এবং দায়িত্বে ফিরতে পারেননি। হু-র তদন্ত এবং বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগকে ঘিরেই তাঁর দায়িত্ব পালন নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠান সায়মা। পদত্যাগপত্রে তিনি জানান, হু-র আঞ্চলিক অধিকর্তা হিসেবে নিজের দায়িত্ব কার্যকর ভাবে পালন করতে তাঁকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সংস্থাটির নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস আর আগের মতো নেই।

পদত্যাগ করার সময় সায়মা জানান, প্রায় এক বছর ধরে বেতন না পাওয়ায় তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী ওয়াজেদ মিয়া এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় সন্তান সায়মা। ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক হন। এর পর ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন হাসিনা-কন্যা।

২০০৪ সালে স্কুল মনস্তত্ত্বের উপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রিও অর্জন করেন। ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই সায়মা বাংলাদেশের মহিলাদের উন্নয়ন ও তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এই গবেষণা সে সময় বিশেষ স্বীকৃতিও পায়। ফ্লরিডা অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স তাঁর গবেষণাকে 'শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা' হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছিল।

২০০৪ সালে স্কুল মনস্তত্ত্বের উপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রিও অর্জন করেন। ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই সায়মা বাংলাদেশের মহিলাদের উন্নয়ন ও তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এই গবেষণা সে সময় বিশেষ স্বীকৃতিও পায়। ফ্লরিডা অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স তাঁর গবেষণাকে 'শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা' হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছিল।

খন্দকার মাশরুর হোসেনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সায়মা। দম্পতির তিন কন্যা এবং এক পুত্র রয়েছে। ২০২১ সালে এই দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক পদ থেকে অনির্দিষ্ট কালের ছুটিতে যাওয়ার পর থেকে সায়মা রয়েছেন দিল্লিতেই।

জুলাই গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা বাংলাদেশের পাশাপাশি কানাডারও নাগরিক বলে দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশের একাধিক সংবাদ প্রতিবেদনে। যদিও তিনি বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর এই দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়েও বাংলাদেশের হয়ে হু-এর পদের জন্য লড়াই করার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সেই সময়। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, দুর্নীতি প্রতিরোধকারী সংস্থাগুলি নির্বাচনের প্রাক্কালে দাবি তোলে তিনি যদি দ্বৈত নাগরিক হয়ে বাংলাদেশের মনোনয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যান, সেটা নৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২০২৫ সালে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সায়মার বিরুদ্ধে দু'টি মামলা করে। এই মামলাগুলোতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর পদ সুরক্ষিত করার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে জালিয়াতি করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছে।

এর মধ্যে রয়েছে চীন সফরকে কেন্দ্র করে আর্থিক প্রতারণা এবং তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ, সূচনা ফাউন্ডেশনকে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ২৮ লক্ষ ডলার পাইয়ে দিতে প্রভাব খাটিয়েছিলেন সায়মা। এমনকি সায়মার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একটি জমি অবৈধ ভাবে অধিগ্রহণের অভিযোগ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

তবে সায়মার আইনজীবীরা এই অভিযোগগুলির বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা তথ্য সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন। সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে গত ৩ জুলাই হু-কে একটি চিঠি দেন অভিযুক্তের আইনজীবীরা। বাংলাদেশের প্রথম সারির এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, হু-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা পদে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সায়মাকে মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছিল। আন্তর্জাতিক মহলের একাংশের দাবি ছিল, তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা হওয়ার কারণেই সায়মাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল।

ফলে তাঁর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি মনোনয়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়। তবে স্বজনপ্রীতির এই অভিযোগ সায়মা বা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কখনও স্বীকার করা হয়নি।

হু-র আঞ্চলিক অধিকর্তার পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদে থাকা ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা, রোগ প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোনও সংক্রামক রোগ বা জনস্বাস্থ্য সঙ্কট দেখা দিলে পরিস্থিতি মোকাবিলাতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে।

হু-র সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা ভোটের মাধ্যমে আঞ্চলিক অধিকর্তাকে নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত ব্যক্তি সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য এই দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৪ সালে সায়মা সদস্য দেশগুলির ভোটে হু-র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সায়মাকে শুধু ছুটিতে পাঠানো নয়, তাঁকে হু-র আঞ্চলিক অধিকর্তার পদ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। একটি সূত্রের দাবি, ১২ অক্টোবর সায়মার পদে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন আহ্বান করত হু। ডিসেম্বরে মনোনয়নের বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ছিল হু-র। সদস্য দেশগুলির কাছ থেকে মনোনয়ন চাওয়া হত। মনোনয়নগুলি যাচাই-বাছাই পর্বের পর ২৪ জানুয়ারি নতুন আঞ্চলিক অধিকর্তা নির্বাচনের পরিকল্পনা ছিল। সেই আবহেই অর্থাভাব, আস্থাহীনতার কথা জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পদ ছাড়লেন হাসিনার কন্যা সায়মা। - আনন্দবাজার.কম থেকে

বাংলাদেশের আট বিভাগীয় শহরে

২৩ পৃষ্ঠার পর

জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ময়মনসিংহ-১ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সালমান ওমরের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ-এই আট বিভাগীয় শহরের মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হাসপাতালগুলো নির্মাণের কাজ বর্তমানে এগিয়ে চলছে। প্রস্তাবিত এই হাসপাতালগুলোতে ক্যান্সার চিকিৎসার পাশাপাশি কিডনি ও হৃদরোগের চিকিৎসার সমন্বিত ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষ করে ক্যান্সার রোগীদের জন্য রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন, ডে-কেয়ার বেড এবং আধুনিক পিইটি-সিটি স্ক্যানের সুবিধা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

মন্ত্রী বলেন, এসব হাসপাতাল চালু হলে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রোগীদের ঢাকায় আসার প্রয়োজন অনেকটাই কমবে।

সংসদে দেওয়া মন্ত্রীর তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত সরকারি ক্যান্সার হাসপাতাল। ৫০০ শয্যার এই হাসপাতালের পাশাপাশি দেশের প্রায় সব সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে অনকোলজি বা ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য পৃথক ইউনিট রয়েছে।

বেসরকারি খাতের চিত্র তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ২৪টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যান্সার ইউনিট চালু রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি হাসপাতাল ও আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের মতো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোও সেবা দিচ্ছে। পাশাপাশি স্কয়ার, এভারকেয়ার, ল্যাবএইড ও ইউনাইটেডসহ বড় বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে উন্নত ক্যান্সার চিকিৎসার পৃথক ইউনিট রয়েছে।

সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, মানসম্মত, আধুনিক ও সুলভ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। ক্যান্সার চিকিৎসাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে আধুনিক সেবা পৌঁছে দেওয়াই এই নতুন হাসপাতালগুলো নির্মাণের অন্যতম লক্ষ্য।

শুল্ক হ্রাস ও এফটিএ বাংলাদেশের

ঋণদানকারী সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পর বিকল্প ব্যবস্থা না করে বর্তমান বাণিজ্য সুবিধাগুলো হারালে বাংলাদেশের ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে।

গতকাল মঙ্গলবার পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের এই গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। আগামী ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের কথা রয়েছে। তবে সরকার এই উত্তরণ অন্তত তিন বছর পেছানোর জন্য আবেদন করেছে। চলতি মাসের শেষের দিকে এই বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

যেভাবে আসবে লাভ

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, অর্থনৈতিকভাবে এই লাভ মূলত দুই স্তরের সংস্কারের ওপর নির্ভর করবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমদানিকৃত মধ্যবর্তী পণ্যের ওপর শুল্ক কমানো এবং অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক পুরোপুরি তুলে দিলে প্রকৃত জিডিপি শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। মধ্যবর্তী পণ্য বলতে ওই সব কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও পণ্যকে বোঝায়, যা ব্যবহার করে অন্য কোনো পণ্য উৎপাদন করা হয়। অন্যদিকে, প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করতে পারলে জিডিপি আরও শূন্য দশমিক ৭৩ শতাংশ বা প্রায় ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে। এই বিশ্লেষণে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভিয়েতনাম যেসব দেশের সঙ্গে চুক্তি করেছে, বাংলাদেশও সমপর্যায়ের চুক্তি করতে পারবে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, মুক্তবাণিজ্য চুক্তি থেকে যে সুবিধা আসবে, তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আসতে পারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসিয়ান ও রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ বা আরসিইপিভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে।

সম্ভাব্য ক্ষতি

বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে বলেছে, এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকার মাশুলও গুণতে হতে পারে বাংলাদেশকে। কোনো বিকল্প বাণিজ্য চুক্তির ব্যবস্থা না করে বর্তমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা হারালে জিডিপি শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ বা প্রায় ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার কমে যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলো যদি আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকার পেয়ে যায় এবং বাংলাদেশ যদি চুপচাপ বসে থাকে, তবে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে জিডিপি আরও শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ কমতে পারে। পাশাপাশি মোট রপ্তানি ২ দশমিক ৪৮ শতাংশ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দেশীয় শিল্পে অতি-সুরক্ষা

গবেষণায় বাংলাদেশের আমদানি শুল্কব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে দেওয়া অতিরিক্ত সুরক্ষার বিষয়টিও উঠে এসেছে।

বর্তমানে ৫ হাজার ৬৬৬টি পণ্যের ওপর বাংলাদেশের গড় 'মোস্ট-ফেভারড-নেশন' (এমএফএন) শুল্ক বা সাধারণ আমদানি শুল্কের হার ৭ শতাংশ। কিন্তু 'প্যারা-ট্যারিফ' নামে পরিচিত অন্যান্য সম্পূরক শুল্ক ও কর যুক্ত হলে সুরক্ষার এই মাত্রা ১৫ দশমিক ৪ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়।

কিছু খাতে এই সুরক্ষার হার অনেক বেশি। যেমন জুতা খাতে মোট সুরক্ষা শুল্ক ৭০ দশমিক ৪ শতাংশ। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৬৭ দশমিক ১ ও ২২ দশমিক ১ শতাংশ।

শুল্ক কমানোই যথেষ্ট নয়

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা শুল্ক কমানোর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে একমত হলেও সতর্ক করে বলেছেন, শুধু শুল্ক কমালেই দেশীয় শিল্প রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হতে পারবে না।

রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক বলেন, 'আমাদের দেশীয় পণ্যের মান দুর্বল। শুধু শুল্ক বাধা তুলে নিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রপ্তানি সক্ষমতা তৈরি হবে না।'

পিআরআইয়ের চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার বলেন, তৈরি পোশাক খাতের বাইরে অন্য ব্যবসায়ীদের জন্য বর্তমান শুল্ককাঠামো এমনভাবে সাজানো, যা তাদের রপ্তানির চেয়ে দেশীয় বাজারে পণ্য বিক্রি করতে বেশি উৎসাহিত করে। তিনি চূড়ান্ত পণ্য ও আমদানিকৃত কাঁচামাল-উভয় ক্ষেত্রেই শুল্ক কমানোর পক্ষে মত দেন। তিনি বলেন, 'দুটি একসঙ্গে না কমালে প্রকারান্তরে সুরক্ষার হার আরও বেড়ে যাবে, যা রপ্তানি নিরুৎসাহিত করবে।'

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. ফজলুল হক বলেন, শুল্ক সংস্কারের পাশাপাশি জ্বালানি, অবকাঠামো ও অর্থায়নের মতো দুর্বলতাগুলোও দূর করতে হবে। শুল্ক সংস্কার বহু সংস্কারের একটি অংশ মাত্র। এটি একাই পুরো পরিস্থিতি বদলে দিতে পারবে না।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, মুক্তবাণিজ্য চুক্তির সুবিধা নিতে হলে রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ অত্যন্ত জরুরি।

সেলিম রায়হান বলেন, আমাদের নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা ভালো হলেও বাস্তবায়নের সক্ষমতা খুবই দুর্বল। তিনি প্যারা-ট্যারিফ কমানোর পাশাপাশি স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি মানদণ্ড পূরণে সক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ফাহমিদা খাতুন সতর্ক করে বলেন, সব সম্পূরক শুল্কই সুরক্ষামূলক নয়; কিছু শুল্ক স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও রাজস্বের কারণে আরোপ করা হয়।

তিনি বলেন, মুক্তবাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে লাভের হিসাবটি বেশ আকর্ষণীয়, তবে বাস্তবতার নিরিখে এটি একটি অতি-উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য। তিনি শুল্ক সংস্কারের কারণে রাজস্ব আদায়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে, সে বিষয়ে আরও স্পষ্টতা দাবি করেন।

ফাহমিদা খাতুন আরও বলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক লাভের হিসাব দিয়ে বোঝা যায় না যে এই পরিবর্তনের মূল্য আসলে কে চোকাচ্ছে। কে লাভবান হচ্ছে আর কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা এই গড় হিসাবে প্রকাশ পায় না।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০৩০ সালের আদমশুমারি থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বাদ দেওয়ার প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

৬২ পৃষ্ঠার পর

নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের (Permanent Residents) গণনা করা হবে।

এর অর্থ হলো, যারা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন বা বৈধ উপায়ে সাময়িকভাবে অবস্থান করছেন, তারা এই গণনার বাইরে থাকবেন। এছাড়া ১৭৯০ সাল থেকে আদমশুমারিতে চলে আসা জাতি বা বর্ণ (Race or Ethnicity) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের অংশটিও বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় তহবিলের বরাদ্দে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী অনুযায়ী, প্রতিটি স্টেটের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যদি বিপুল সংখ্যক অভিবাসীকে গণনার বাইরে রাখা হয়, তবে অভিবাসী-অধ্যুষিত শহর ও স্টেটগুলো তাদের ন্যায্য রাজনৈতিক আসন এবং ফেডারেল অনুদান থেকে বঞ্চিত হবে।

ডেমোগ্রাফি বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক অধিকারকর্মীরা সতর্ক করেছেন যে, এই পদক্ষেপটি চরম বৈষম্যমূলক এবং এর ফলে দেশের একটি ভুল চিত্র তৈরি হবে। সিভিল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের লিডারশিপ কনফারেন্সের জ্যেষ্ঠ পরিচালক মিতা আনন্দ জানিয়েছেন, ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নীতি নির্ধারণ করা হলে তা দীর্ঘ মেয়াদে দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই আদমশুমারিতে অবৈধ অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে আসছেন। তার প্রথম মেয়াদে ২০২০ সালের আদমশুমারিতেও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট আটকে দিয়েছিল।

গত ২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগও এক সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, যেসব স্টেট তাদের অঞ্চলে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য ঠিকমতো রিপোর্ট করবে না, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিলিয়ন ডলারের ফেডারেল কল্যাণ তহবিল থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বর্তমানে এই নতুন আদমশুমারি প্রস্তাবটি ৩০ দিনের জন্য জনসাধারণের মতামতের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে ৬ লাখ মানুষের চাকরি

২৩ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে জ্বালানির দাম বাড়লে এর প্রভাব শুধু তেল বা গ্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পরিবহন খরচ বাড়বে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বাড়বে, কারখানার উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। শেষ পর্যন্ত খাবারসহ নানা পণ্যের দামও বাড়তে পারে।

জ্বালানির বাড়তি দাম যদি ধাপে ধাপে সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো হয়, তাহলে মূল্যস্ফীতি শূন্য দশমিক ৫ শতাংশের বেশি বাড়তে পারে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক।

এর পরের ধাপে খাবার ও অন্যান্য পণ্যের দামও বাড়বে। আর এই চাপ সবচেয়ে বেশি পড়বে দরিদ্র মানুষের ওপর। ফলে ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়তে পারে।

তবে অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী দ্য ডেইলি স্টারকে গত সপ্তাহে বলেছেন, জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের নিচে নেমেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু না হলে মূল্যস্ফীতি আরও কমত বলেও তিনি মনে করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, দেশে সার উৎপাদন এবং শিল্পকারখানার কার্যক্রম, সবই এর কারণে চাপে পড়ছে।

বাংলাদেশের বড় দুর্বলতা হলো, জ্বালানির জন্য আমরা অনেকটাই আমদানির ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি।

দেশের মোট প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের অর্ধেকের বেশি আসে গ্যাস থেকে। কিন্তু দেশে গ্যাসের উৎপাদন ২০১৬ সালের সর্বোচ্চ উৎপাদনের তুলনায় ১৫ শতাংশ কমে গেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ এবং এলএনজির ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ফলে ওই অঞ্চলে যুদ্ধ বা সরবরাহে কোনো বড় সমস্যা হলেই বাংলাদেশ সরাসরি ধাক্কা খায়।

যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারেও অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় গ্যাস কোম্পানি পেট্রোবাংলার ছয়টি এলএনজি সরবরাহ চুক্তির মধ্যে পাঁচটিকেই 'ফোর্স মেজর' ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যার কারণে চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে স্পট মার্কেটে এলএনজির দাম বেড়ে প্রতি মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিটে (এমএমবিটিইউ) ২৪ থেকে ২৮ ডলার হয়েছে। আগে যে দামে পাওয়া যেত, তার তুলনায় এটি দ্বিগুণেরও বেশি।

সরবরাহের সংকটের মধ্যে বাংলাদেশও এলএনজি পাওয়ার জন্য বেশি দাম দিতে বাধ্য হচ্ছে। গত সপ্তাহে সেপ্টেম্বর মাসে সরবরাহের জন্য দুটি এলএনজি চালান কিনতে বাংলাদেশকে প্রতি ইউনিটে ২৪ ডলারের বেশি দিতে হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্ববাজারে জ্বালানির সরবরাহে যে চাপ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যেই এই বাড়তি দামে এলএনজি কিনতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। এ কারণে সরকার এখন দেশে আরও বেশি এলএনজি গ্রহণ ও প্রক্রিয়াজাত করার সক্ষমতা বাড়ানোর পথ খুঁজছে।

এই সংকট নিয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু বলেছেন, সমস্যার সমাধান একদিনে হবে না। তিনি বলেন, আগের সরকার বা আগের সময় থেকে যে সমস্যাগুলো উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া গেছে, সেগুলো রাতারাতি ঠিক করা সম্ভব নয়। সময় লাগবে।

জ্বালানির দাম বাড়ার আরেকটি সমস্যা হলো সরকারের ওপর বাড়তি চাপ। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জ্বালানি খাতে সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদনের ২ দশমিক ৮ শতাংশে উঠতে পারে।

সব মিলিয়ে সরকারের মোট ভর্তুকির চাপ দাঁড়াতে পারে ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন থেকে ৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই পরিমাণ ছিল প্রায় ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন থেকে ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। সরকারকে এই বাড়তি টাকা জোগাতে হলে অন্য খাতে খরচ কমাতে হতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের আশঙ্কা, এতে সামাজিক নিরাপত্তা বা জরুরি প্রয়োজনের খাতে সরকারের ব্যয় কমে যেতে পারে।

জ্বালানি সংকট শুধু শিল্পকারখানা বা পরিবহনেই আটকে নেই। এর প্রভাব পড়ছে কৃষিতেও।

সারসহ কৃষির বিভিন্ন উপকরণ আমদানি ও সরবরাহে সমস্যা হলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বেন ছোট কৃষকেরা। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে এই কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

বিশ্বব্যাংক বলছে, কৃষির বিভিন্ন উপকরণের সরবরাহে সমস্যা হলে ছোট কৃষকেরা খাদ্যনিরাপত্তা ও আয়, দুই দিক থেকেই বড় ধাক্কার মুখে পড়তে পারেন।

বাংলাদেশের কৃষি অনেকটাই সারনির্ভর। দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে গড়ে ৩৯১ দশমিক ৯ কেজি সার ব্যবহার করা হয়। এই পরিমাণ বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণেরও বেশি। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে সার সরবরাহে সমস্যা হলে বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন দ্রুত চাপে পড়ে।

বাংলাদেশ একদিকে যেমন অনেক সার আমদানি করে, অন্যদিকে দেশে সার উৎপাদনের জন্যও নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ দরকার। এরই মধ্যে দেশের ছয়টি ইউরিয়া সার কারখানার মধ্যে পাঁচটিকে গ্যাসের সংকটের কারণে উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে।

এদিকে ইউরিয়ার দামও ৩০ শতাংশ বেড়েছে। বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে বলেছে, সংকট দীর্ঘ হলে সারের দাম দ্বিগুণও হয়ে যেতে পারে।

এ ধরনের পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালানোর পরও বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও সারের দাম দ্রুত বেড়েছিল। এতে বাংলাদেশে খাবারের দাম বেড়েছিল, পাশাপাশি কৃষকদের জন্য সারে ভর্তুকি দিতে সরকারের খরচও বেড়ে গিয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংঘাতেও অনেকটা একই ধরনের অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক।

যুদ্ধের প্রভাব পড়তে পারে দেশের স্বাস্থ্য খাতেও। বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যা এবং দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে প্রায় ১৯ হাজার সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৬ হাজার ২০০টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের খরচ বাড়ছে।

দেশের প্রায় ৬৪টি সরকারি বড় হাসপাতালের শুধু বিদ্যুৎ বিলেই মাসে প্রায় ৬ লাখ থেকে ১১ লাখ ডলার খরচ হয়। বিদ্যুৎ না থাকলে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে জেনারেটর চালাতে হয়। এতে জ্বালানি খরচও বাড়ছে।

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পও এই সংকট থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। দেশের প্রায় ২৫০টি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আনে। আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যা হলে এসব কাঁচামাল আনতেও বাড়তি খরচ হয়।

এর পাশাপাশি হাসপাতালগুলোতে ব্যবহৃত ৯০ শতাংশের বেশি সরঞ্জাম আমদানি করতে হয়। ফলে জাহাজভাড়া ও জ্বালানির দাম বাড়লে স্বাস্থ্য খাতের খরচও বেড়ে যায়।

বিশ্বব্যাংক বলছে, এমন সময়ে এসব বাড়তি খরচ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

কারণ দেশের স্বাস্থ্য খাত এমনিতেই বড় চাপের মধ্যে আছে। মার্চ থেকে দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং এতে শত শত শিশু মারা গেছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, সরকারের অর্থের সংকট ও সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে এই পরিস্থিতি মোকাবিলাও কঠিন হয়ে পড়ছে।

বিশ্বব্যাংকের এই আশঙ্কা যে শুধু ভবিষ্যতের হিসাব নয়, এর কিছু লক্ষণ বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান।

তিনি বলেন, শিল্পকারখানায় নতুন করে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না, কোথাও কাজের সময় কমানো হয়েছে, আবার জ্বালানি সংকটের কারণে কিছু কারখানা বন্ধও হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে কারখানা বন্ধ হওয়া এবং শ্রমিকদের চাকরি হারানোর ঘটনা নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, সেটিই পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝায়। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের ভাষায়, এটাই এখন বাস্তবতা। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন সেই বাস্তবতাটাকেই আরও স্পষ্ট করে দেখিয়েছে।

বাংলাদেশে ঋণ নেওয়ার খরচ কমছে

২৩ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতির মুখে না পড়েন, সেজন্য গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে আবারও ডলার কেনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ওই দিন ব্যাংকগুলো থেকে ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা দরে ৫০ মিলিয়ন ডলার কেনে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা বাজারের রেমিট্যান্সের ডলারের দর (১২২.৩০-১২২.৬০ টাকা) থেকে বেশি। এর ফলে বছর ব্যবধানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস বা মোট রিজার্ভ প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বেড়ে গত ৩ সেপ্টেম্বর নাগাদ ৩৬.৩৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সুদের হার কমার এই চিত্রটি এমন এক ভঙ্গুর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, যেখানে মন্থর প্রবৃদ্ধি, ধারাবাহিক মূল্যস্ফীতি এবং উচ্চ বেকারত্ব মিলিয়ে 'স্ট্যাগফ্লেশন' বা মন্দার মধ্য দিয়ে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা জাগাচ্ছে। আগস্টে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮.২৬ শতাংশে নামলেও, তা ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত সরকারি লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫ শতাংশের চেয়ে এখনও বেশ উপরে রয়েছে। গত বছরও পণ্যের দাম বাড়তি থাকায়-সেই উচ্চ ভিত্তির ওপর ভর করে মূল্যস্ফীতি বজায় থাকার অর্থ হলো সাধারণ ভোক্তাদের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় এখন অস্বস্তিকরভাবে চড়া। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকে চাঙ্গা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে বাজারে তারল্য জোগান দিচ্ছে এবং মুদ্রানীতি আরও শিথিল করার পরিকল্পনা করছে। তবে অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা সতর্ক করে বলছেন, অর্থনীতির কাঠামোগত বাধাগুলো দূর না করে কেবল টাকা ঢাললে প্রকৃত চাহিদা তৈরি হবে না, বরং উল্টো তা মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিতে পারে।

নীতি সুদহার কেন কমাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক?

বেসরকারি বিনিয়োগে গতি আনতে গত জুলাই মাসে নীতি সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৯.৫ শতাংশ নির্ধারণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি ছিল ২০২২ সাল থেকে বজায় রাখা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি থেকে সুনির্দিষ্ট সরে আসার ইঙ্গিত। উল্লেখ্য, ঐ সময় নীতি সুদহার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পর্যায়ক্রমে ১০ শতাংশ করা হয়েছিল এবং ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে প্রায় দুই বছর তা ওই উচ্চ পর্যায়ে ধরে রাখা হয়েছিল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের আগের ধারণা ছিল, নীতি সুদহার বাড়ালে টাকা ব্যয়বহুল হবে, বাজারের তারল্য কমবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সেই পদ্ধতি কার্যকর হয়নি। টানা দুই বছর সুদহার উঁচুতে রাখার পরও মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব হয়নি।"

তিনি আরও যোগ করেন, উল্টো সুদের হার বেশি থাকায় করপোরেট অর্থায়ন ও উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছিল, যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। "আমরা এখন সাপ্লাই-সাইড বা সরবরাহভিত্তিক কৌশল পরীক্ষা করছি: নীতি সুদহার কমিয়ে উৎপাদন ও আমদানি খরচ কমানো। সরবরাহ বাড়লে এবং পণ্যের ইউনিট কস্ট কমলে-পণ্যের দামও স্বাভাবিকভাবে কমে আসবে।"

সহজ ঋণের সুবিধা মূল্যস্ফীতি উসকে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) মহাপরিচালক মো. এজাজুল ইসলাম মনে করেন, কম সুদের হার প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক অচলাবস্থারই এক লক্ষণ। তিনি বলেন, "গ্যাস ও বিদ্যুতের তীব্র সংকট, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার দীর্ঘমেয়াদি ধাক্কা এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কারণে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থমকে রয়েছে।"

ব্যাংকগুলোতে আমানত প্রবাহ স্বাভাবিক থাকলেও ঋণের চাহিদা না থাকায়-ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ সৃষ্টি করতে পারছে না। এজাজুল ইসলাম বলেন, "স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকগুলো অলস টাকা সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে নিরাপদ সরকারি সিকিউরিটিজে সবাই বিনিয়োগ করতে চাওয়ায়-সেগুলোর সুদের হার কমে যাচ্ছে। এটি স্বাভাবিক বাজার গতিশীলতার ফল।" তিনি আরও জানান, বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা না ফেরা পর্যন্ত এই প্রবণতা বজায় থাকবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, "উৎপাদন সক্ষমতা না বাড়িয়ে বাজারে তারল্য বাড়ালে মূল্যস্ফীতি মারাত্মক রূপ নিতে পারে। কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মূল দায়িত্ব মূলত রাজস্ব খাতের। সরকার যদি অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে চায়, তবে বাজেটীয় কাঠামোর মাধ্যমেই রাজস্ব নীতি ব্যবহার করতে হবে-যেমন কর ছাড় দেওয়া, অবকাঠামোগত ব্যয় বাড়ানো এবং জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করলে চলবে না।"

ঋণের চাহিদা কমার পেছনে কাঠামোগত বাধা

ঋণ নেওয়ার খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও- ঋণের চাহিদায় ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দেশের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্যিক ব্যাংক দ্য সিটি ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আমানতের প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে থাকলেও-চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ব্যাংকটির ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ, যা তাদের ঐতিহাসিক গড়ের অর্ধেকেরও কম।

ব্যাংকটির একজন জ্যেষ্ঠ নির্বাহী জানান, নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়ার পরও প্রত্যাশিত ঋণের চাহিদা তৈরি হয়নি। তিনি বলেন, "আমরা যখন বড় বড় করপোরেট গ্রাহকদের খুবই প্রতিযোগিতামূলক রেটে ঋণের প্রস্তাব দিই, তখন অনেকেই গ্যাস সংকটের কারণে নতুন ঋণ নিতে অস্বীকৃতি জানায়।" ফলে সিটি ব্যাংক তাদের উদ্বৃত্ত টাকা সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করেছে এবং প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রণোদনা তহবিলে জমা দিয়েছে।

গত জুনের বেসরকারি খাতের ৪.৪৭ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক হিসাব নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন ওই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, "বাস্তবে এই প্রবৃদ্ধি হয়তো ঋণাত্মক (নেগেটিভ)। সরকারি হিসাবে যে প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তার একটি বড় অংশই হলো পূর্বের ফোর্সড লোন এবং অর্জিত সুদ।" তিনি উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৬০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজটি দেশের মোট ব্যাংক ঋণের প্রায় ৩ শতাংশের সমান। এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করলেও ঋণ প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৭ থেকে ৮ শতাংশে পৌঁছাবে-যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৬.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ১৫-১৬ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। তিনি আরও বলেন, "তাছাড়া কেবল টাকা সস্তা হয়েছে বলেই কোনো ব্যাংক ঝুঁকিপূর্ণ বা লোকসানী প্রতিষ্ঠানে ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না।"

কম সুদে ঋণের চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ জরুরি

ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারেক রেফাত উল্লাহ খান জোর দিয়ে বলেন, "উদ্বৃত্ত তারল্যের ফলেই সুদের হার কমেছে, এটা কোনো পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রণোদনা থেকে হয়নি। যখন ঋণের প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ে, তখন ব্যাংকে টাকা জমতে থাকে। সার্বিক ব্যবসার পরিবেশ যদি অনুকূল না হয়, তবে কেবল সুদের হার কমিয়ে ঋণের চাহিদা বাড়ানো সম্ভব নয়।" বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংক করপোরেটে ঋণের সুদহার কমিয়ে ১১-১২ শতাংশ করেছে (প্রতিষ্ঠিত বড় গ্রাহকদের ক্ষেত্রে যা ৯-১০ শতাংশ)। এসএমই ঋণের হার নেমে এসেছে ১৪-১৫ শতাংশে এবং রিটেইল ঋণের হার ১১-১২ শতাংশে। সবল ব্যাংকগুলোতে আমানতের সুদের হার ৮-৯ শতাংশে থিতু হয়েছে। অন্যদিকে সংকটাপন্ন বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ বিতরণের পরিবর্তে-কেবল নিজেদের তারল্য ধরে রাখতেই আমানতে ১১-১২ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিচ্ছে।

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মো. শিরিন এর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, সার্বিক অনিশ্চয়তার কারণে বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলো তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে। তিনি বলেন, "যখন তারল্য প্রচুর থাকে আর ঋণের চাহিদা কমে যায়, তখন সুদের হার স্বাভাবিকভাবেই নিচে নেমে আসে। বাংলাদেশ ব্যাংক বছরের পর বছর নানা নির্দেশনা জারি করে সুদের হার কমানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে সেই সমন্বয় ঘটছে-আর একটি বাজার অর্থনীতিতে ঠিক এমনটিই হওয়া উচিত।"- দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আর ভরসা নয়,

২২ পৃষ্ঠার পর

কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত। ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে শিগগির বৈঠক করার পরিকল্পনা করেছেন। একই সঙ্গে খরচের অজুহাতে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া কমিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। তার দাবি, এসব মহড়ায় অনেক টাকা নষ্ট হয় এবং উত্তর কোরিয়াকে অযথা উসকে দেওয়া হয়।

সিউলের আশঙ্কা, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে বাধ্য না করে শুধু নতুন অস্ত্র তৈরি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার কোনো চুক্তিতে রাজি হয়ে যেতে পারে। এ কারণে ডেমোক্রেটিক পার্টি মনে করে, ওয়াশিংটন ও পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যে হঠাৎ কোনো চুক্তি হলেও যেন দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন না হয়, সে জন্য স্বাধীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই। পাশাপাশি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সংঘাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ পথ খোঁজারও পরামর্শ দিয়েছে তারা।

বহুমেরু বিশ্বে মধ্যম শক্তির সুযোগ

২৯ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রাখা। ভারত এ কৌশলকে আরও স্পষ্টভাবে অনুসরণ করছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়াডের সদস্য। একই সঙ্গে ব্রিকস ও সাংহাই সহযোগিতা সংস্থারও সদস্য। বিশকেকের সম্মেলনে ভারত ইরানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে ঘোষণাকে সমর্থন করেছে। আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পেজেশকিয়ানের সঙ্গে আলোচনায় হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে নৌ চলাচল ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের সদস্যদেশগুলোও একই ধরনের বৈচিত্র্য আনছে। সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। একই সঙ্গে তারা চীন, ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়াচ্ছে এবং নতুন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে। তারা ওয়াশিংটনের জায়গায় বেইজিংকে বসাতে চায় না। উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে চায়।

বহুমেরু বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুযোগ এখানেই। বিকল্প শক্তির কেন্দ্র যত বাড়ছে, কোনো একটি পরাশক্তিকে 'না' বলার ঝুঁকি তত কমছে। একটি দেশ ওয়াশিংটনের সঙ্গে মতবিরোধ হলে বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে পারে, চীনের মিত্র না হয়েও। আবার চীনের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা সম্পর্ক বাড়াতে পারে, সেটা ওয়াশিংটনের সব নীতি মেনে না নিয়েও। ব্রিকসের সদস্য হওয়া পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার পথে বাধা নয়। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হওয়াও চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের পথে বাধা নয়।

তবে এই স্বাধীনতার মূল্য আছে। পক্ষ বেছে না নেওয়ার সুযোগ বাড়লেও অস্তিত্বের সংকটে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কমে যায়। ব্রিকসের কোনো সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থাও নিজেকে অসামরিক সংগঠন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। কৌশলগত অংশীদারত্ব অস্ত্র, বিনিয়োগ, কূটনৈতিক সমর্থন ও রাজনৈতিক সহযোগিতা দিতে পারে। কিন্তু একে অপরের হয়ে যুদ্ধে নামার বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না।

তাই নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্ব থেকে সরাসরি চীনের নেতৃত্বাধীন বিশ্বে রূপ নেবে-এমন সম্ভাবনা কম। আবার এটি দুটি স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী জোটেও বিভক্ত হবে না। ন্যাটো এখনো ইউরোপ ও তুরস্কের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্ক অপরিহার্য। এর পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বেছে নেওয়া অংশীদারত্ব এবং প্রয়োজনভিত্তিক সম্পর্ক।

ফলে বহুমেরু বিশ্বে মধ্যম ও ছোট দেশগুলোর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ছে। তারা পাচ্ছে বেশি অংশীদার, বেশি দর-কষাকষির সুযোগ এবং 'না' বলার বেশি স্বাধীনতা। কিন্তু বিপদের সময় সুরক্ষার জন্য সাহায্য চাইলে কে পাশে দাঁড়াবে, সে নিশ্চয়তা আগের চেয়ে কম।

লুসিয়ানো জাকারিয়া কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপসাগরীয় অধ্যয়ন কেন্দ্রে উপসাগরীয় রাজনীতির অধ্যাপক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

লাতিন আমেরিকা যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের

২৯ পৃষ্ঠার পর

অভিযানের ধারাবাহিকতা, যে অভিযানে এ পর্যন্ত অন্তত ২২০ জন নিহত হয়েছে। অথচ নিহত ব্যক্তিদের সবাই সত্যি সত্যি মাদক পাচারে জড়িত ছিল কি না, তা নিয়ে কোনো তদন্ত করা হয়নি।

এর পাশাপাশি যোগ হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের ঘোষণা। তিনি জানান, কলম্বিয়ার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অ্যাবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েল্লা 'মাদক-সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার' নামে কলম্বিয়ায় মার্কিন বাহিনীকে সামরিক অভিযান পরিচালনার অনুমতি দিয়েছেন।

এসবের অর্থ দাঁড়ায়, যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় তার সামরিক প্রভাব আরও বিস্তার করতে চায়-তা যৌথ অভিযানের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার মাধ্যমেই হোক কিংবা আকাশসীমা ব্যবহার বা সামরিক ঘাঁটিগুলোয় প্রবেশাধিকারের মতো একতরফা পদক্ষেপের মাধ্যমে।

মার্কিন দৃষ্টিতে যে ঘটনাকেই হুমকি মনে হবে, তা নিশ্চিহ্ন করতে মাঠে সরাসরি মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি দেখা যেতে পারে।

লাতিন আমেরিকার জন্য মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ নতুন কিছু নয়। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে ওয়াশিংটন গোপনে নানা কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, আবার কিউবায় 'বে অব পিগস' আক্রমণ বা গ্রেনাডায় আগ্রাসনের মতো প্রকাশ্য অভিযানও চালিয়েছে।

স্নায়ুযুদ্ধের পর মার্কিন প্রভাব রূপ নেয় মাদকবিরোধী অভিযানের নামে, যা সাধারণ মানুষের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনেনি। ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের 'প্ল্যান কলম্বিয়া'র কথাই ধরা যাক, যার উদ্দেশ্য ছিল মাদক পাচার এবং বামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মোকাবিলা করা।

যদিও এটি বিদ্রোহী সংগঠনগুলোকে দুর্বল করতে ভূমিকা রেখেছিল, তবে এটি ভয়াবহ সহিংসতার জন্ম দেয়। মার্কিন প্রশিক্ষিত কলম্বিয়া সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তারা নিজেদের সফলতা দেখাতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করে বিদ্রোহী বলে চালিয়ে দিয়েছিল।

'প্ল্যান কলম্বিয়া'র নামে ১০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন তহবিল দেওয়া হলেও দিন শেষে তা কলম্বিয়ার নিরাপত্তাকে কেবল সামরিকীকরণের দিকে ঠেলে দেয়, সশস্ত্র সংঘাত ও কার্টেল সহিংসতা বাড়ায় এবং শ্রমিকনেতা, কৃষক ও সাধারণ জনগণের ওপর নিপীড়ন বাড়ায়। এটি কোকা চাষের বিস্তার রোধ করতেও ব্যর্থ হয়।

অতীতের এই রক্তাক্ত ইতিহাস বিবেচনা করলে বলা যায়, লাতিন আমেরিকান দেশগুলোয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং মার্কিন উপস্থিতি বাড়ানোর তাগিদ অঞ্চলে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

অঞ্চলে বর্ধিত মার্কিন সামরিক উপস্থিতির প্রভাব কেবল নিরাপত্তা খাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

ওয়াশিংটন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এসিসিসির সদস্য হওয়ার অর্থ হলো প্রথাগত জাতীয় প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করা।

এর ফলে জাতীয় বাজেটের ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে অর্থ সরিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ঢালা হবে। সেবা খাতের অবক্ষয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়াবে।

এরপর আসে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নীতি তৈরিতে, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সামরিক সহযোগিতার পরিধি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে। ওয়াশিংটন তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ও আইনসভার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

এমনকি মার্কিন কর্মকর্তারা এসিসিসি সদস্যদেশগুলোকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) থেকে বেরিয়ে আসার জোর তাগিদ দিয়েছেন, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য শুভ লক্ষণ নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচার থেকে পার পাইয়ে দেওয়া বা দায়মুক্তি নিশ্চিত করা।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির এ অভাব লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে উদীয়মান কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এর পরিণতি আমাদের সবার জানা-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার বৃদ্ধি, আইনের শাসনের অবক্ষয় এবং এর ফলে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি।

কার্লোস এইচ ব্র্যান্ড এস একজন রাজনীতিবিষয়ক বিজ্ঞানী ও হাইড্রোকার্বন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। আল-জাজিরা থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

স্বপ্নের আমেরিকায় গত ১৬ মাসে

৬২ পৃষ্ঠার পর

মাসে তাঁদের গল্প এসে মিলেছে এক নির্মম জায়গায়। উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম 'দেশে বিদেশে'র অনুসন্ধানে এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের চারটি অঙ্গরাজ্যে অন্তত আটজন বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারানোর তথ্য পাওয়া গেছে। সাতটি পৃথক ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন সরাসরি কাজ করতে গিয়ে বা কর্মস্থলে।

সংখ্যাটি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মোট জনসংখ্যার তুলনায় হয়তো খুব বেশি নয়। এসব হত্যার মধ্যে পরস্পরের কোনো যোগসূত্রও পাওয়া যায়নি। জাতিগত পরিচয়ের কারণে তাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছিল, এমন প্রমাণও নেই। কিন্তু আটটি নাম পাশাপাশি রাখলে আমেরিকায় অভিবাসী জীবনের আরেকটি ছবি সামনে আসে। উচ্চশিক্ষার ক্যাম্পাস থেকে গ্যাস স্টেশন, রাতের রেস্তোরাঁ থেকে খাবার ডেলিভারির রাস্তা, নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে ছোট দোকানের কাউন্টার পর্যন্ত সেই ছবিতে বারবার ফিরে আসে একই প্রশ্ন, জীবনের নতুন শুরু করতে এসে কতটা অনিরাপদ পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে অনেক প্রবাসীকে?

এই আটজনের মধ্যে প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল ফ্লোরিডায়। ২০২৫ সালের ২ মে সকালে মাউন্ট ডোরার ঋপবহরপ ঐরষষং উৎরাব ও ডড়ষভ ইৎধহপয জড়ধফ এলাকার পাশে পড়ে ছিল ৪৪ বছর বয়সী মনিকা ইসলামের নিথর দেহ। কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি ছিলেন নিজের কর্মস্থলে।

বাংলাদেশ থেকে আসা মনিকা ২০২১ সালে মেয়েকে নিয়ে ফ্লোরিডার ইউস্টিস শহরে বসবাস শুরু করেছিলেন। একটি কনভিনিয়েন্স স্টোরে ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। সেদিন ভোরে মেয়ের সঙ্গে দোকানে পৌঁছেছিলেন তিনি। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরে রাস্তার পাশে মরদেহ খুঁজে পান এক পথচারী। ময়নাতদন্তে জানা যায়, তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

তদন্ত ধীরে ধীরে পরিবারের ভেতরের পুরোনো বিরোধের দিকে যায়। খধশব ঈড়ঁহঃু ঝযবৎরভভ'ং ঙভভরপব-এর তদন্তকারীদের ভাষ্য, বাংলাদেশে সম্পত্তি ও জমির কাগজপত্র নিয়ে বিরোধ চলছিল মনিকার স্বামী রাশেদুল ইসলাম ও তাঁর ভাই শাহিদুল ইসলামের সঙ্গে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মনিকা পুলিশের কাছে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগও করেছিলেন। তদন্তকারীরা বলেন, হত্যার সকালে শাহিদুলের সঙ্গে মনিকাকে দেখা যায় এবং তাঁর গাড়ির গতিপথ, নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজ, গাড়িতে পাওয়া রক্ত ও ডিএনএসহ বিভিন্ন আলামত তাঁকে মামলার সঙ্গে যুক্ত করে।

হত্যার পর শাহিদুল নিউইয়র্কে চলে যান বলে তদন্তকারীদের অভিযোগ। পরে তাঁকে ফেডারেল অভিবাসন মামলায় আটক করা হয় এবং ফ্লোরিডায় ফিরিয়ে আনা হয়। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে একটি গ্র্যান্ড জুরি (মৎধহফ লঁৎু) তাঁর বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে পূর্বপরিকল্পিত প্রথম ডিগ্রির হত্যা (ঢ়ৎবসবফরঃধঃবফ ভরৎংঃ-ফবমৎবব সঁৎফবৎ রিঃয ধ ভরৎবধৎস)-এর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনে। তিনি বর্তমানে জামিনের সুযোগ ছাড়াই আটক রয়েছেন। প্রসিকিউটররা তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড চাইছেন। বিচার কার্য এখনো শেষ হয়নি।

মনিকা ইসলামের মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পর আমেরিকার সবচেয়ে ব্যস্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন এক ঘটনা ঘটে, যা শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটি নয়, গোটা নিউইয়র্ককে নাড়িয়ে দেয়।

২০২৫ সালের ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় ম্যানহাটনের ৩৪৫ পার্ক অ্যাভিনিউয়ের আকাশচুম্বী অফিস ভবনে অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়ে শেন তামুরা নামের এক বন্দুকধারী। ভবনটিতে ঘখখ, ইষধপশংঃড়হব, কচগএ-সহ বড় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় ছিল। লবিতে ঢুকেই সে গুলি শুরু করে। প্রথম দিকেই তার গুলির সামনে পড়েন নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ৩৬ বছর বয়সী কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম।

দিদারুল সেদিন তাঁর নিয়মিত পুলিশ ডিউটিতে ছিলেন না। ঘণচউ-এর অনুমোদিত একটি ব্যবস্থার অধীনে ইউনিফর্ম পরেই ভবনটির অতিরিক্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। বন্দুকধারীর হামলায় দিদারুলসহ চারজন নিহত হন। পরে হামলাকারীও আত্মহত্যা করে।

বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসা দিদারুল নিউইয়র্ক পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে। ব্রঙ্কসে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পৃথিবীতে আসার কথা ছিল তাঁদের তৃতীয় সন্তানের। যে বাবা সন্তানের জন্মের অপেক্ষায় ছিলেন, সেই সন্তানের মুখ আর দেখা হয়নি তাঁর।

ঘণচউ পরে দিদারুল ইসলামকে উবঃবপঃরাব ঋরৎংঃ এৎধফব পদে মরণোত্তর পদোন্নতি দেয়। ২০২৬ সালের জুনে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মান মেডেল অব অনার (গবফধষ ড়ভ ঐড়হড়ৎ)। এক বছর পর তাঁর মৃত্যুদিনে নিউইয়র্ক সিটি আবার তাঁকে স্মরণ করেছে।

২০২৬ সালের এপ্রিল আসতে না আসতেই ফ্লোরিডায় আবার বাংলাদেশি কমিউনিটিকে স্তব্ধ করে দেয় দুটি ঘটনা। একটি ফোর্ট মায়ার্সে, আরেকটি টাম্পায় টহরাবৎংরঃু ড়ভ ঝড়ঁঃয ঋষড়ৎরফধ ঘিরে।

ফোর্ট মায়ার্সের একটি ঈযবাৎড়হ গ্যাস স্টেশনের কনভিনিয়েন্স স্টোরে কাজ করতেন ৫১ বছর বয়সী নিলুফা ইসমিন, যিনি পরিচিত ছিলেন ইয়াসমিন নামেও। প্রায় তিন দশক আগে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন তিনি। দুই মেয়ের মা নিলুফা দক্ষিণ ফ্লোরিডার বিভিন্ন এলাকায় থাকার পর পশ্চিম উপকূলে এসে বসবাস শুরু করেন। কনভিনিয়েন্স স্টোরের কাজের পাশাপাশি আরও একটি কাজও করতেন বলে তাঁর পরিচিতরা জানিয়েছেন।

এপ্রিলের এক সকালে তিনি যখন কর্মস্থলে ছিলেন, তখন জড়হবৎং ওঁড়ধপযরহ নামে এক ব্যক্তি তাঁর গাড়ির কাচ হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে শুরু করে বলে সিসিটিভি ক্যামেরার ভিডিও ও তদন্তকারীদের অভিযোগ। শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন নিলুফা। এরপর সেই হাতুড়িই তাঁর মাথায় একের পর এক আঘাত করে হামলাকারী। ঘটনাস্থলেই শেষ হয়ে যায় প্রায় তিন দশক ধরে আমেরিকায় গড়ে তোলা একটি জীবন।

প্রথমে দ্বিতীয় ডিগ্রির হত্যার অভিযোগ আনা হলেও পরে খবব ঈড়ঁহঃু-এর গ্র্যান্ড জুরি (মৎধহফ লঁৎু) ঔড়ধপযরহ-এর বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির হত্যা (ভরৎংঃ-ফবমৎবব সঁৎফবৎ)-এর অভিযোগ আনে। প্রসিকিউটররা এ মামলাতেও মৃত্যুদণ্ড চাইছেন। তিনি জামিন ছাড়াই আটক রয়েছেন।

ফোর্ট মায়ার্সের সেই হত্যাকাণ্ডের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই টাম্পায় শুরু হয় দুই বাংলাদেশি তরুণ গবেষককে ঘিরে রহস্য।

২৭ বছর বয়সী জামিল আহমেদ লিমন এবং একই বয়সী নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি দুজনই টহরাবৎংরঃু ড়ভ ঝড়ঁঃয ঋষড়ৎরফধ-তে পিএইচডি করছিলেন। লিমনের গবেষণার বিষয় ছিল ভূগোল, পরিবেশবিজ্ঞান ও নীতি। দক্ষিণ ফ্লোরিডার জলাভূমির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি। পিএইচডি শেষ করে বাংলাদেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার ইচ্ছার কথা পরিবারকে জানিয়েছিলেন। বৃষ্টি পড়ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। বাংলাদেশে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন তিনি।

১৬ এপ্রিল তাঁদের শেষবার দেখা যায়। পরদিন নিখোঁজের খবর দেওয়া হয়। কয়েক দিন ধরে পরিচিতজন ও পরিবারের উৎকণ্ঠার পর ২৪ এপ্রিল ঐড়ধিৎফ ঋৎধহশষধহফ ইৎরফমব-এর কাছে কালো আবর্জনার ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায় লিমনের মরদেহ। দুই দিন পর ঞধসঢ়ধ ইধু এলাকায় আরেকটি ব্যাগে পাওয়া মরদেহ ডিএনএ ও দাঁতের রেকর্ডের মাধ্যমে বৃষ্টির বলে নিশ্চিত করা হয়।

লিমনের সাবেক রুমমেট ২৬ বছর বয়সী ঐরংযধস অনঁমযধৎনরবয-এর বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত প্রথম ডিগ্রির হত্যার দুটি অভিযোগ (ঃড়ি পড়ঁহঃং ড়ভ ভরৎংঃ-ফবমৎবব ঢ়ৎবসবফরঃধঃবফ সঁৎফবৎ) আনা হয়েছে। তিনি দোষ স্বীকার করেননি এবং জামিন ছাড়াই আটক রয়েছেন। মামলায় প্রসিকিউশন মৃত্যুদণ্ড চাইছে। আদালতের সর্বশেষ নথি অনুযায়ী, জুরি বিচার (লঁৎু ঃৎরধষ) শুরু হওয়ার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩ নভেম্বর ২০২৭।

তাঁদের যে ডক্টরেট ডিগ্রি হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত সেই ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন অন্যরা। ২০২৬ সালের ৮ মে টঝঋ-এর সমাবর্তনে দুটি চেয়ার খালি রাখা হয়েছিল। চেয়ারে ছিল ডক্টরাল গাউন, ক্যাপ ও হুড। জামিল ও বৃষ্টিকে মরণোত্তর ডক্টরেট দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেটের প্রতিনিধি পরিবারের পক্ষে সেগুলো গ্রহণ করেন।

এই দুই তরুণ গবেষকের মৃত্যু এমন সময়ে ঘটেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ওহংঃরঃঁঃব ড়ভ ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঊফঁপধঃরড়হ-এর ঙঢ়বহ উড়ড়ৎং ২০২৫ অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন ২০ হাজার ১৫৬ জন। আগের বছরের তুলনায় সংখ্যাটি ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পাঠানোর হিসাবে বাংলাদেশ তখন বিশ্বে নবম স্থানে।

এপ্রিলের সেই শোক কাটতে না কাটতেই জুলাইয়ে পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া থেকে আসে আরেকটি খবর। এবার নিহত ব্যক্তি শুধু একজন খাবার ডেলিভারি কর্মী ছিলেন না। তাঁর জীবনের পেছনে ছিল আরেক গল্প।

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক বাংলাদেশে একজন চিকিৎসক ছিলেন। স্ত্রী মিনারা রহমানও চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করেছিলেন। তাঁদের পরিচয় মেডিকেল কলেজে, তারপর বিয়ে। পরে পরিবারটি কানাডায় চলে আসে এবং কয়েক বছর ভ্যাঙ্কুভারে বসবাস করে। ২০২৩ সালে স্ত্রীর অপটোমেট্রি পড়ার সুযোগ হলে তাঁরা ১৪ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে ফিলাডেলফিয়ায় যান। স্ত্রীর পড়াশোনার সময় সংসারের খরচ সামলাতে ৪৩ বছর বয়সী মাহফুজ উড়ড়ৎউধংয-এর মাধ্যমে খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতেন।

৭ জুলাই রাত প্রায় সাড়ে ৯টায় করহমংবংংরহম এলাকার ঝড়ঁঃয ওঃযধহ ঝঃৎববঃ-এ খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে মাথার পেছনে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে তাঁর গাড়ির ইঞ্জিন তখনো চলছে, পাশে পড়ে আছে খাবারের ব্যাগ। যে ঠিকানায় খাবার পৌঁছানোর কথা ছিল, সেখানকার বাসিন্দারা পুলিশকে জানান, তাঁরা কোনো উড়ড়ৎউধংয অর্ডারই করেননি।

তদন্তের পর ১৫ বছর বয়সী তধশধয ঔড়যহংড়হ নামে এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বয়স ১৫ হলেও তার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে মামলা চালানো হচ্ছে (পযধৎমবফ ধং ধহ ধফঁষঃ)। হত্যা (সঁৎফবৎ), ডাকাতি (ৎড়ননবৎু), ষড়যন্ত্র (পড়হংঢ়রৎধপু) ও আগ্নেয়াস্ত্রসংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। পুলিশ আরও দুজনকে খুঁজছে বলে জানিয়েছে।

নিউইয়র্কের নাম কীভাবে হয়েছে?

৬২ পৃষ্ঠার পর

ডাচদের হয়ে এই অঞ্চল আবিষ্কার করেন। এরপর ১৬২৪ সালে ডাচরা এখানে প্রথম কলোনি স্থাপন করে এবং নাম দেয় "ঘব অসংঃবৎফধস" - আমস্টারডাম শহরের নামে। তারা মাত্র ৬০ গিল্ডার (প্রায় ২৪ ডলার) দিয়ে আদিবাসীদের কাছ থেকে ম্যানহাটন দ্বীপ কিনে নেয় - ইতিহাসের সবচেয়ে সস্তা জমি কেনা!

নিউইয়র্ক নামটি কীভাবে হলো?

১৬৬৪ সালে ইংরেজরা ডাচদের কাছ থেকে এই শহর দখল করে নেয়। তখন ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস তার ভাই উঁশব ড়ভ ণড়ৎশ কে এই শহর উপহার দেন। উঁশব ড়ভ ণড়ৎশ এর নাম অনুসারে ঘব অসংঃবৎফধস এর নাম বদলে রাখা হয় "ঘব ণড়ৎশ"। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই নামই চলছে।

২০০০ বছরের ইতিহাসের টাইমলাইন:

০-১৬০০ সাল: খবহধঢ়ব আদিবাসীদের বাস
১৬২৪: ঘব অসংঃবৎফধস প্রতিষ্ঠা
১৬৬৪: নাম হলো ঘব ণড়ৎশ
১৭৮৮: নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের ১১তম রাজ্য
১৮৮৬: স্ট্যাচু অফ লিবার্টি স্থাপন
১৯৩১: এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং তৈরি
২০০১: ৯/১১ হামলা
২০২৬: আজকের ৮ মিলিয়ন মানুষের মেগাসিটি

আজ নিউইয়র্ক শুধু একটি শহর নয়, এটি বিশ্বের রাজধানী।

ডিসক্লেইমার: এই ইতিহাস ঘব ণড়ৎশ ঐরংঃড়ৎরপধষ ঝড়পরবঃু এবং ইৎরঃধহহরপধ এর তথ্যের ভিত্তিতে লেখা।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আদালতকে

১৩ পৃষ্ঠার পর

বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্যও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যাদের অভিবাসন মামলা আদালতে রয়েছে, যারা ভিসা, গ্রিন কার্ড বা অন্য কোনো অভিবাসন সুবিধার অপেক্ষায় আছেন, তাদের ক্ষেত্রে শুনানির সময়সীমা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত রাখার গুরুত্ব আরও বাড়তে পারে।

তবে প্রত্যেক অভিবাসীর মামলা আলাদা। কোনো সাধারণ সংবাদকে ব্যক্তিগত আইনি পরামর্শ হিসেবে নেওয়া উচিত নয়। আদালতের নোটিশ, নির্ধারিত শুনানির তারিখ এবং নিজের আইনজীবীর নির্দেশনা অনুসরণ করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতি বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সীমান্ত, নির্বাসন, বৈধ অভিবাসন ও আদালতের কার্যক্রম-সব ক্ষেত্রেই প্রশাসনের কঠোর অবস্থান দেখা যাচ্ছে।

ফলে অভিবাসন আদালতের নতুন নির্দেশনাগুলো বাস্তবে কীভাবে প্রয়োগ হয় এবং আদালতগুলো কীভাবে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও ন্যায্য বিচার-দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখে, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ।

হুতিদের শক্তি কোথায়, বিলিয়ন

২৭ পৃষ্ঠার পর

গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে এবং ফিলিস্তিন ও হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ২০২৩ সালের নভেম্বরে লোহিত সাগরে চলাচলকারী ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট জাহাজ নিশানা করে হামলা শুরু করে হুতিরা।

গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। যুদ্ধবিরতির পর হুতিরা জাহাজ নিশানা করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ করে দেয়।

যে কারণে ইরান যুদ্ধে হুতিরা

এরই মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে আকস্মিক হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। জবাবে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটি ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাপনায় ব্যাপক হামলা চালায় ইরান।

ট্রাম্পের নেতৃত্বে হুতিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কৌশলগত ব্যর্থতার একটি ধ্রুপদি উদাহরণ হয়ে থাকবে। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। অন্যদিকে হুতিরা আরও শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

ইরান যুদ্ধ শুরুর এক পর্যায়ে তেহরানের অনুরোধে হুতিরা মধ্যপ্রাচ্যের এ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, হামলা চালায় দক্ষিণ ইসরায়েলে। এভাবে ইরান যুদ্ধে হুতিদের অংশগ্রহণ করার পেছনে সুস্পষ্ট একটি কৌশলগত সামরিক কারণ রয়েছে। লোহিত সাগর ও বাব আল-মানদেব প্রণালি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানবাহী রণতরিগুলোর অবাধ চলাচল ব্যাহত করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

এখন, বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত রাখতে কড়া পদক্ষেপ নেন বা পারস্য উপসাগরে আকাশ, নৌ ও স্থলপথে বড় ধরনের কোনো অভিযান চালান, তবে সেটি শুরুতেই নস্যাৎ করা হুতিদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক ড্রোন ও বিস্ফোরকবোঝাই স্পিডবোটের সাহায্যে বড় আকারের নৌযানের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করার সক্ষমতা হুতিদের রয়েছে। তা ছাড়া সাগরের বুকে মাইন পেতে রেখে বাব আল-মানদেব প্রণালির স্বাভাবিক নৌ চলাচলকেও তারা প্রবলভাবে বিঘ্নিত করতে পারে।

হুতিদের এসব সক্ষমতা ইরান যুদ্ধে মোতায়েন মার্কিন যুদ্ধজাহাজ চলাচলের পথকে রীতিমতো কণ্টকাকীর্ণ ও সময়সাপেক্ষ করে তুলতে পারে। মার্কিন রণতরিগুলো চাইলে অবশ্য সৌদি আরবের উপকূল ঘেঁষে লোহিত সাগরের উত্তরাঞ্চল থেকে নিজেদের অভিযান চালাতে পারে। তবে হুতিদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ওই এলাকা পর্যন্ত গিয়েও অনায়াস আঘাত হানতে সক্ষম। পাশাপাশি সৌদি উপকূল থেকে হরমুজ প্রণালির এক হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব মার্কিন বাহিনীর জন্য আরেক বড় বাধা।

সম্প্রতি হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার ঘটনা ও এর অন্তর্নিহিত সতর্কবার্তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সমাবেশ প্রতিহত করা। মূলত ইরানের ওপর কোনো বড় হামলার আগে অথবা কড়া পাহারায় হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মার্কিন চেষ্টাকে আটকে দিতেই এ কৌশল নিয়েছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্র অতীতে বহুবার হুতির ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মাঝ-আকাশেই ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আগামী দিনেও সেই প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তাদের রয়েছে। এরপরও ডোনাল্ড ট্রাম্প বড় ধরনের কোনো সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলে হুতিদের এ অব্যাহত হুমকি মার্কিন বাহিনীর সমরপ্রস্তুতি ও সৈন্যসমাবেশের গতি বেশ খানিকটা মন্থর করে দিতে পারবে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেটের কাছে হুতিবিরোধী ইয়েমেনি একটি সূত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছে। সেই সূত্রের ভাষ্যমতে, সংঘাতের পেছনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে সৌদি আরবের পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে বয়ে যাওয়া তেলের বিশাল পাইপলাইন (ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন)।

লোহিত সাগর দিয়ে নিজেদের তেল পরিবহনের এ ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন গতকাল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে সৌদি আরব। ইরাক থেকে ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীর ড্রোন হামলার পর তারা তেল রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ এ পাইপলাইন বন্ধ করে দিল। পাইপলাইনটি দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২০ লাখ ব্যারেল তেল পরিবাহিত হয়। ইউরোপে জ্বালানি তেলের জোগান স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রেও এ পাইপলাইনের ভূমিকা অনেক।

বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় হুতিদের কড়া জবাব দিতে এবং নিজেদের রণতরিগুলো ঝুঁকিমুক্ত রাখতে যুক্তরাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলি সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হতে পারে।

এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে হুতিদের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা শুরু করতে পারে ইসরায়েল। এর মধ্য দিয়ে পুরো যুদ্ধের মানচিত্রে খুলে যেতে পারে নতুন আরেকটি বিপজ্জনক রণাঙ্গন। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এমন সম্ভাব্য একটি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আগেভাগে নিজেদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে।

হুতিদের কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের কাছে সম্প্রতি নিজেদের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) কমান্ডার, সামরিক উপদেষ্টা, মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন-সংক্রান্ত সরঞ্জাম পাঠিয়েছে ইরান।

১৩ জুলাই তেহরান থেকে মাহান এয়ারের একটি ফ্লাইটে আইআরজিসির সদস্য ও সামরিক সরঞ্জাম ইয়েমেনে পৌঁছায়। এসব বিষয়ে জানাশোনা আছে, এমন চারটি সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে।

চারটি সূত্রের মধ্যে দুজন ইরানি কর্মকর্তা, ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক মহল স্বীকৃত সরকারের তথ্যমন্ত্রী এবং একজন আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক রয়েছেন। তাঁদের ভাষ্যমতে, লোহিত সাগরে হুতিদের সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তেহরান এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

এ পদক্ষেপ ইঙ্গিত দিচ্ছে, ইরান তার মিত্র হুতিদের এমনভাবে শক্তিশালী করতে চাইছে, যাতে তারা লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথে আরও কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বাব আল-মানদেব পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মধ্য দিয়ে হুতিরা ইরানের এ লক্ষ্য আপাতত ভালোভাবেই পূরণ করেছে বলে মনে হচ্ছে।

জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক ড্রোন ও বিস্ফোরকবোঝাই স্পিডবোটের সাহায্যে বড় আকারের নৌযানের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করার সক্ষমতা হুতিদের রয়েছে। তা ছাড়া সাগরের বুকে মাইন পেতে রেখে বাব আল-মানদেব প্রণালির স্বাভাবিক নৌ চলাচলও তারা প্রবলভাবে বিঘ্নিত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র কেন পিছু হটল

২০২৫ সালের বসন্তে লোহিত সাগর যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়েমেনের হুতিদের মধ্যে একটা উত্তেজনাকর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইরানের 'প্রতিরোধ অক্ষশক্তি'র অংশ হিসেবে হুতিরা আন্তর্জাতিক জাহাজে তাদের হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছিল।

পরিস্থিতি মোকবিলায় হুতিদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'অপারেশন রাফ রাইডার' নামে বড় সামরিক অভিযান শুরু করেন। এর খরচ হয় ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার।

এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত, ড্রোন ও সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করা। কিন্তু বিপুল অর্থ ব্যয় ও আধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহারের পরও এ অভিযান কৌশলগত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। হুতিদের সামরিক সক্ষমতার ওপর এ অভিযানের তেমন কোনো প্রভাবই পড়েনি। অভিযানে ইয়েমেনে আট শতাধিক স্থানে হামলা চালানো হয়েছিল।

ভূগর্ভস্থ ঘাঁটি ও ইরানের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে হুতিরা যে শুধু এ সময় টিকেই ছিল, তা নয়; বরং বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজের ওপর হামলা আরও বাড়িয়ে দেয়। হুতিদের এ আক্রমণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক আধিপত্যের ওপর বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। হুতিরা আরও সাহসী হয়ে ওঠে। এমনকি মার্কিন যুদ্ধজাহাজও বারবার হুতিদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

যাহোক, মার্কিন অভিযান শুরুর দুই মাসের মাথায় ওই বছরের ৬ মে ট্রাম্প অপ্রত্যাশিতভাবে ইসরায়েলকে এড়িয়ে হুতিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা দেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র-ইয়েমেন সংঘাত কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের এ ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ, দেশটি লোহিত সাগর সংকটকে পুরোপুরি সামরিক কৌশল দিয়ে মোকাবিলা করতে চেয়েছে। কিন্তু শুধু সামরিক পদক্ষেপ দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, এ সংকটের শিকড় রয়েছে আঞ্চলিক উত্তেজনা ও ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে।

সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবও যুক্তরাষ্ট্রের এ ব্যর্থতাকে আরও গভীর করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা ও অভিযান পরিচালনার অব্যবস্থাপনাও এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী। মার্কিন সামরিক পরিকল্পনা ভুলবশত সিগন্যাল অ্যাপে ফাঁস হয়ে যায়। এটি সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা বড় দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।

হুতিরা আরও শক্তিশালী

আগেই বলা হয়েছে, গত বছর ৬ মে ট্রাম্প হুতিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা দেন। সে সময় তিনি বলেন, মার্কিন জাহাজে হামলা বন্ধের শর্তে যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনে বোমা হামলা বন্ধ করবে।

ওমানের মধ্যস্থতায় হওয়া এ চুক্তিকে প্রথমে উত্তেজনা প্রশমনের একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। কিন্তু দ্রুতই এটিকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পরাজয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। হুতিরা মার্কিন জাহাজে হামলা বন্ধ করলেও ইসরায়েলের ওপর হামলা অব্যাহত রাখে। এটি চুক্তির সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে। প্রধান মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ের ঘাটতিকেও খোলাসা করে এটি।

ইসরায়েল ও দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে পাশ কাটিয়ে চুক্তির ঘোষণাটি ছিল নির্দিষ্টভাবেই বিস্ময়কর। এ সম্পর্কে ইসরায়েল একেবারেই কিছু জানত না। হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্রে তেল আবিবের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হলে ইসরায়েল পাল্টা জবাব হিসেবে ইয়েমেনের হোদেইদা বন্দর ও সানা বিমানবন্দরে হামলা চালায়।

ট্রাম্প এ চুক্তিকে ইয়েমেন সংকটের অন্ধগলি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বের হয়ে আসা হিসেবে চিত্রিত করলেও জোর দিয়ে বলেন, এ সংঘাত এখনই শেষ হচ্ছে না।

হুতি নেতা আবদুল-মালিক আল-হুতিও চুক্তিটিকে 'যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল এক পরাজয়' বলে অভিহিত করেন এবং এটিকে তাঁদের বিজয় হিসেবে চিত্রিত করেন। দ্য ইকোনমিস্ট এটিকে 'আত্মা বিক্রির চুক্তি' হিসেবে উল্লেখ করে। পত্রিকাটি বলেছে, এর মধ্য দিয়ে ইয়েমেনে হুতিদের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হবে।

বিশ্লেষকেরা বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে হুতিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কৌশলগত ব্যর্থতার একটি ধ্রুপদি উদাহরণ হয়ে থাকবে। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। অন্যদিকে হুতিরা আরও শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

এর আগে ট্রাম্পের পূর্বসুরি বাইডেনের আমলে হুতিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান' অভিযানও হয়েছে ব্যর্থ।

সৌদি যুবরাজের ফোন, ট্রাম্পের না

হুতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা চেয়ে সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বৃহস্পতিবার অন্তত দুবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন করেছেন। তবে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত সূত্র দুটি জানায়, ওয়াশিংটন রিয়াদকে বলেছে, আপাতত তারা হুতিদের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী নয়। তবে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও হামলার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে সহায়তা করবে। দুই নেতার মধ্যে কোনো ফোনালাপ হয়েছে কি না, রয়টার্সের এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয়নি হোয়াইট হাউস। {তথ্যসূত্র: আল-জাজিরা, রয়টার্স, ওয়াই নেট গ্লোবাল ও মিডল ইস্ট মনিটর}

বিক্রি হয়ে গেল নিউইয়র্ক সিটিতে

৬২ পৃষ্ঠার পর

১.৯৩ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছে।

রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান 'রি/ম্যাক্স এজ'-এর লিস্টিং এজেন্ট জো ঝু আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিক্রির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত বছর ডেভেলপার টমি লিন যখন জরাজীর্ণ অবস্থায় বাড়িটি কিনেছিলেন, তখন এর দাম ছিল ৮ লাখ ৩৫ হাজার ডলার। এরপর তিনি পাঁচ লাখ ডলারের বেশি খরচ করে আট মাস ধরে বাড়িটির পুরো ভোল পালটে ফেলেন।

সংস্কারের পর বাড়িটির দাম হাঁকা হয়েছিল প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার। শেষ পর্যন্ত ক্রেতারা এর খুব কাছাকাছি দামেই বাড়িটি কিনে নেন।

রিয়েলটর জো ঝু জানান, বাড়িটির সাথে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম জড়িয়ে থাকায় সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে এটি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ ছিল। অনেকেই কেবল একটি সুন্দর বাড়ির চেয়ে এর ঐতিহাসিক মূল্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৪০ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাবা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ফ্রেড ট্রাম্প এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। ট্রাম্পের বয়স যখন চার বছর, তখন তাদের পরিবার জ্যামাইকা এস্টেটসের অন্য একটি বড় বাড়িতে চলে যায়। তবে ৮৫-১৫ ওয়্যারহ্যাম প্লেসের এই বাড়িটি দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত থাকার পর রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার টমি লিনের হাতে নতুন জীবন পেয়েছে।

পুরোনো স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, ভাঙা পাইপলাইন আর ভবঘুরে বিড়ালের আড্ডাস্থল থেকে বাড়িটিতে এখন যুক্ত হয়েছে বিলাসবহুল কিচেন, আধুনিক বাথরুম এবং নজরকাড়া মেঝে। তবে এর বাইরের ঐতিহাসিক টিউডর-শৈলীটি অবিকৃত রাখা হয়েছে।

২০১৭ সালে ট্রাম্প প্রথমবার হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পর বাড়িটি ২.১৪ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছিল এবং পরে এটি পর্যটকদের জন্য এয়ারবিএনবিতেও (অরৎনহন) ভাড়া দেওয়া হতো।

জামিন বা বন্ড হিয়ারিং ছাড়া

৬২ পৃষ্ঠার পর

হাজার হাজার অভিবাসী এখন জামিনের আবেদন করার আইনি অধিকার ফিরে পেলেন। তবে টেক্সাসসহ কিছু রাজ্যে এখনো সরকারের কঠোর নীতিই চলছে। বিভিন্ন আদালতের রায়ে এই পার্থক্যের কারণে বিষয়টি চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য খুব শীঘ্রই মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে গড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1697
Saturday, September 12, 2026

জামিন বা বন্ড হিয়ারিং ছাড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য অভিবাসীদের আটকে রাখা অবৈধ ও অসাংবিধানিক, রায় দিয়েছে ফেডারেল আপিল আদালত

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার অভ্যন্তরে বসবাসকারী নথিপত্রহীন অভিবাসীদের জামিন বা বন্ড হিয়ারিং (ইড়হফ ঐবধৎরহম) ছাড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখার সরকারি নীতিকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আপিল আদালত। গত বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ‘চতুর্থ সার্কিট আপিল আদালত’ এক ঐতিহাসিক রায়ে ট্রাম্প প্রশাসনের এই বাধ্যতামূলক আটক নীতি বাতিল করে দেয়। এই নিয়ে আমেরিকার মোট ৯টি ফেডারেল আপিল আদালত সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে রায় দিল, যা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি বড় ধাক্কা। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, ১৯৯৬ সালের আইন অনুযায়ী সীমান্তে সদ্য প্রবেশকারীদের আটকে রাখা বাধ্যতামূলক হতে পারে।

কিন্তু যারা বহু বছর ধরে আমেরিকার ভেতরে বসবাস করছেন, তাদের বন্ড হিয়ারিং-এর সুযোগ না দিয়ে মাসের পর মাস জেলে রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং তা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের (Due Process) লঙ্ঘন। ২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসন আইন করে লাখ লাখ অভিবাসীর বন্ড পাওয়ার অধিকার কেড়ে নেয়। এর বিরুদ্ধে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (অঈখট) মামলা করলে আদালত এই রায় দেয়। এই আদেশের ফলে আমেরিকার একটি বড় অংশে (ভার্জিনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, নর্থ ও সাউথ ক্যারোলিনা) আইসিই (ICE) হেফাজতে থাকা *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

ইমিগ্রেশনের আরও নিউজ ১২-১৪ পৃষ্ঠায়

২০২৭ সালে নিউইয়র্কে স্বাস্থ্যবিমার খরচ বাড়ছে, প্রভাব পড়বে প্রায় ৮ লাখ ৫৪ হাজার মানুষের ওপর

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২০২৭ সালে নিউইয়র্কে স্বাস্থ্যবিমার খরচ বাড়তে যাচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায় ও ছোট ব্যবসার স্বাস্থ্যবিমা পরিকল্পনায় সরাসরি প্রভাব পড়বে প্রায় ৮ লাখ ৫৪ হাজার মানুষের ওপর। নিউইয়র্ক স্টেট সরকার স্বাস্থ্যবিমার বড় ধরনের প্রিমিয়াম বৃদ্ধির প্রস্তাব আটকে দিলেও স্বাস্থ্যবিমার জন্য গ্রাহকদের খরচ পুরোপুরি স্থির থাকছে না।

“টাইমস ইউনিয়ন” পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিগুলোর মোট ১ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবিত মূল্যবৃদ্ধি অনুমোদন করেনি। ব্যক্তি পর্যায় ও ছোট ব্যবসার বাজারে কোম্পানিগুলো গড়ে ২০ শতাংশের বেশি প্রিমিয়াম বাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু নিউ ইয়র্ক স্টেট কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ের স্বাস্থ্যবিমার বাজারে প্রায় ২ লাখ ২৪ হাজার নিউইয়র্কবাসী রয়েছেন। এই বাজারে বীমা কোম্পানিগুলো গড়ে ২০ দশমিক ৬ শতাংশ প্রিমিয়াম বৃদ্ধির *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

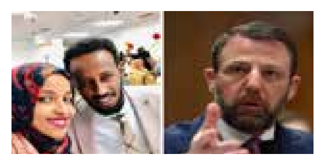

আপন ভাইকে বিয়ে করে ইমিগ্রেশন সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের বিরুদ্ধে, ডিপোর্টেশন এর হুমকি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (DHS) ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের পারিবারিক অভিবাসন ইতিহাস ও *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ২০৩০ সালের আদমশুমারি থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বাদ দেওয়ার প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২০৩০ সালে অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী জাতীয় আদমশুমারি বা সেনসাস থেকে “অবৈধ” অভিবাসীদের বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সেনসাস ব্যুরোর উত্থাপিত এই নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, ভবিষ্যতে আদমশুমারিতে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

বিক্রি হয়ে গেল নিউইয়র্ক সিটিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শৈশবের বাড়িটি

পরিচয় ডেস্ক: প্রায় আট মাসের ব্যাপক সংস্কারকাজের পর প্রায় দ্বিগুণ দামে ১.৯৩ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হলো ঐতিহাসিক এই প্রপার্টি - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শৈশবের সেই বাড়িটি। জ্যামাইকা এস্টেটস এলাকায় অবস্থিত টিউডর-শৈলীর ঐতিহাসিক বাড়িটি সম্প্রতি *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের নাম কীভাবে হয়েছে? ২০০০ বছরের লুকানো ইতিহাস জানলে চমকে যাবেন!

পরিচয় ডেস্ক: নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশচুম্বী বিল্ডিং, টাইমস স্কয়ার আর স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। কিন্তু আপনি কি জানেন, আজকের এই নিউইয়র্কের বয়স ২০০০ বছরেরও বেশি? আর এর নাম নিউইয়র্ক কীভাবে হলো? চলুন ইতিহাসের গভীরে যাই।

২০০০ বছর আগে নিউইয়র্ক কেমন ছিল?

আজ থেকে ২০০০ বছর আগে নিউইয়র্কে কোনো শহর ছিল না। তখন এখানে বাস করত Lenape নামের একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। তারা এই জায়গাটাকে বলত “Mannahatta” - যার অর্থ “অনেক পাহাড়ের দ্বীপ”। তারা মাছ ধরা, শিকার আর চাষাবাদ করে জীবন কাটাত। তখন ম্যানহাটন ছিল ঘন জঙ্গল, হরিণ আর ভালুকের অভয়ারণ্য।

১৬০৯ সালে ইউরোপীয়দের আগমন

১৬০৯ সালে ব্রিটিশ নাবিক হেনরি হাডসন *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

স্বপ্নের আমেরিকায় গত ১৬ মাসে প্রাণ হারালেন আট বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক: কেউ আমেরিকায় এসেছিলেন উচ্চশিক্ষার টানে, কেউ জীবিকার সন্ধানে, কেউ পরিবারের ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার আশায়। কেউ গবেষণাগারে বসে পিএইচডির শেষ ধাপ পার করছিলেন, কেউ চিকিৎসকের পরিচয় পেছনে রেখে পরিবারের প্রয়োজনে খাবার পৌঁছে দিচ্ছিলেন মানুষের দুয়ারে। কেউ নিউইয়র্কে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, কেউ বছরের পর বছর দোকান বা রেস্তোরাঁয় কাজ করে সংসার চালাচ্ছিলেন। আবার কেউ জীবন বাজি রেখে মেক্সিকো সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন, শুধু এই আশায় যে দূরে ফেলে আসা স্ত্রী-সন্তানদের জীবনটা একদিন একটু ভালো হবে। তাঁদের আমেরিকায় আসার সময় এক ছিল না, পথও এক ছিল না। শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, পুলিশ কর্মকর্তা, দোকানকর্মী, রেস্তোরাঁকর্মী কিংবা ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী, প্রত্যেকের জীবন ছিল আলাদা। কিন্তু ২০২৫ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত মাত্র ১৬ *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*